যুগসন্ধি

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

"Ah, but a man's reach should exceed his grasp,
Or what's heaven for?"

—*Browning*



মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-১২

জানুয়ারী ১৯৫৮

মূল্য দুই টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

প্রকাশক : শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিঃ, ১০ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর : শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

বন্দী যৌবনের দিন
আবার শৃঙ্খলহীন
বারে বারে বাহিরিবে ব্যগ্রবেগে উচ্চ কলোচ্ছ্বাসে।

বিদ্রোহী নবীন বীর, স্থবিরের শাসন-নাশন,
বারে বারে দেখা দিবে ; আমি রচি তা'রি সিংহাসন,
তা'রি সম্ভাষণ।

—তপোভঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

গ্রন্থকারের নিবেদন

মধুসূদনের ধর্ম্মান্তরগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে এই ভাবদ্বন্দ্বমূলক নাটক রচিত হয়েছে। বিচিত্র-বীচি-বিক্ষুব্ধ জীবনের ঘটনা-প্রবাহকে বৈঠকী ও ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ব্যক্ত করলে রচনা যে পরিমাণে নাটক হয়, মাত্র সেই পরিমাণেই এই রচনা নাটক। তবে যে কল্পনা-সচেতন অন্তর্দৃষ্টি কল্পিত চরিত্রদের ঘটনার আবর্তনের মধ্যে স্থাপন করে তাদের সজীব ও নাটকীয় করতে পারে, তা আমার অনায়ত্ত, এটুকু স্বীকার করতে আমার কোন কুণ্ঠা নেই। যুবক মধুসূদনের চরিত্র-চিত্রনে হয়ত কিছুটা অভিনবত্ব আছে। আমি তাঁকে যুগের প্রতীক—অর্থাৎ আমাদের নবজাগৃতির শীলমোহরাঙ্কিত ব্যক্তিত্ববাদের প্রতিভূ—হিসাবেই কল্পনা করেছি। পরন্তু সমগ্র রচনাতেই কল্পনার সাহায্যে সমসাময়িক ঘটনার ইঙ্গিত অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছি, এবং আশা করি সম্ভাব্যতাকে কখনও অতিক্রম করিনি। তথ্যের দিক দিয়ে সত্যনিষ্ঠ হবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি।

বন্ধু-প্রীতির মাশুলস্বরূপ রচনার বিভিন্ন সময়ে ও স্তবে যাঁদের এই নাটক পড়তে বা শুনতে হয়েছে, তাঁদের সমালোচনা ও পরামর্শ আমাকে বিশেষ ভাবে উপকৃত করেছে। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ছাপাখানার জন্য প্রতিলিপি প্রস্তুতির কাজে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহভাজন ভাগিনেয় শ্রীঅরুণকৃষ্ণ বিশ্বাস, আমার ছাত্র কমল সরকার, এবং আমার নানা কাজে সহকারী সাহিত্যকুশলী শ্রীনীলরতন মুখোপাধ্যায়। জানি তাঁদের সহায়তা আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে নি। কিন্তু স্বীকার না করলে আমার দিকে ত্রুটি হবে।

বন্ধুবর অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অসীম ধৈর্য ও

নিষ্ঠা সহকারে সমুদয় প্রুফ দেখে বইখানি প্রমাদশূন্য করবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিকট ঋণ অপরিশোধনীয়। এ সত্ত্বেও যে ভুল-ত্রুটি রয়ে গেল তার জন্য দায়ী অ-িবার্য কারণবশতঃ এবিষয়ে আমার অপটুতা।

ছাপার আনুষঙ্গিক নানা কাজে প্রীতিভাজন শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু ও শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের আনুকূল্য সানন্দে স্মরণ করি। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায় ও তাঁহার সহকারীদের চিরাচরিত সৌজন্য আমাকে যথেষ্ট উপকৃত করেছে।

২০শে ডিসেম্বর
১৯৫৭।

ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ

ঋণ স্বীকার

যুগের আবহাওয়া উপলব্ধি ও তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি প্রধানতঃ নিম্নলিখিত গ্রন্থাদির উপর নির্ভর করেছি।

ক

১। কাশীনাথ তর্কালঙ্কার—পাষণ্ড-পীড়ন
২। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—কলিকাতা কমলালয়
৩। ঐ ঐ —নববাবু বিলাস
৪। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—কবিতাবলী
৫। টেকচাঁদ ঠাকুর—আলালের ঘরের দুলাল
৬। কালীপ্রসন্ন সিংহ—হুতোম প্যাঁচার নক্সা
৭। মধুসূদন দত্ত—একেই কি বলে সভ্যতা

খ

১। সংবাদ পত্রে সেকাল (১ম ও ২য় খণ্ড) —ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত
২। সাহিত্যসাধকমালার পুস্তিকাবলী—ঐ
৩। রাজনারায়ণ বসু—আত্মকথা
৪। „ „ —সেকাল ও একাল
৫। শিবনাথ শাস্ত্রী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ
৬। যোগেন্দ্রনাথ বসু—মধুসূদনের জীবনচরিত
৭। নগেন্দ্রনাথ সোম—মধুস্মৃতি
৮। প্রমথনাথ বিশী—কবি মধুসূদন
৯। বিনয় ঘোষ—বাংলার নবজাগৃতি (ও অন্যান্য নানা প্রবন্ধ)

চরিত্র-পরিচয়

জয়গোপাল, গঙ্গাধর, শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র,	মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক
জয়নারায়ণ, ডুকড়ি, রমানাথ, গোবিন্দ,	হিন্দু কলেজের ছাত্র
মধুসূদন দত্ত (১৮২৩-১৮৭২) রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) গৌরদাস বসাক বঙ্কুবিহারী দত্ত	ঐ
রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭) রামকমল সেন (১৭৮৫-১৮৪৪) মতিলাল শীল (১৭৯১-১৮৫৪) ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৬-১৮৪৮) গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য (১৭৯৯-১৮৫৯)	হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ

রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-১৮৬৮)
তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী (১৮০৯-১৮৫৭ ?)
কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-'৮৮৫)
প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)

ডিরোজিও-র ছাত্র ও 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর নেতৃবৃন্দ

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

ডেভিড হেয়ার (১৮০০-১৮৪২)
আলেকজান্দার ডাফ (১৮০১-১৮৭৮)
মিঃ কের্ (Kerr), হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ,
আর্চডিকন ডিয়ালট্রি,
লর্ড বিশপ,

যদু বাবু, হিন্দু কলেজের কেরাণী,

জাহ্নবী দেবী, মধুসূদনের মাতা,
বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, কৃষ্ণমোহনের স্ত্রী,

বৃদ্ধা মহিলা ; জাহ্নবীর সঙ্গিনীদ্বয় ;

রঘু ; চাপরাশী ; বয় ; ইত্যাদি

স্থান : কলিকাতা
কাল : ১৮৪২-৩

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[হেদুয়া পুষ্করিণীর পাড়। পুষ্করিণী ঘেরিয়া ঘাসে ঢাকা জমি ; মাঝে মাঝে নানা জাতীয় গাছ। পশ্চিমদিকে একটি আঁকা-বাঁকা কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ওপারে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি গির্জা। গির্জার উত্তরে এলো-মেলো চালাঘরের বসতি।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলিয়া পড়িয়াছে। গির্জার ছায়া পুষ্করিণীর দিকে দীর্ঘতর হইতেছে।

পুকুর পাড়ে একটি গাছতলায় বসিয়া তিনজন ভদ্রলোক গল্প করিতেছেন। পরণে ধুতি, গায়ে আঙ্গরাখা। ব্রাহ্মণের পায়ে খড়ম, অপর দুজনের পায়ে চটি। কাহারও হাতে হুঁকা, কাহারও হাতে নস্যের ডিবা, কাহারও হাতে তালপাখা।

সহসা দুইজন ভদ্রলোক রাস্তার উপরে আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের একজন ক্রুদ্ধ এবং অন্যজন তাঁহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন।]

ক্রুদ্ধ ভদ্রলোক ॥ না না, কালীকান্ত। আমি আজ এর একটা বিহিত করব। তোমাদের স্তোকবাক্য ঢের শুনেছি। বুঝতে যদি জ্বলতে হতো আমার মত।

কালীকান্ত ॥ আ হা, সে ত জানা কথা। কিন্তু এরই মধ্যে কি এমন ব্যাপার ঘটল ? এস, এখানে নির্জনে বসে সব শোনা যাক্।

ভদ্রলোক ॥ [মুখ ভেঙচাইয়া] এস ! বস ! বড় স্ফূর্তি, না ? বলে ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে। মরছি নিজের জ্বালায়, উনি এলেন পিরীত করতে। ছেড়ে দাও হাত !

কালীকান্ত ॥ আ মোলো ! বলি হ্যাং হলে নাকি ! তোমার হয়েছে কি ?

ভদ্রলোক ॥ [হঠাৎ ফাটিয়া পড়িয়া] হয়েছে আমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ ! হারামজাদাকে নিয়ে আজ ঠনঠনের কালীমন্দিরে গিয়েছিলেম ; নানা কথা কানে আসে—ভাবলেম মায়ের দোরে ধর্ণা দিয়ে দেখি—ব্যাটার মতিগতি যদি ফেরে। দুজনের দুটো পুজো দিয়ে বল্লেম, একটা পেন্নাম কর। হারামজাদা ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো—যেন লাটবেলাটের বডিগার্ড ! কানটা ধরে বল্লেম, কি রে বেল্লিক, পেন্নাম করলি না ? তখন করলে কি জান ? শুনে কানে আঙুল দেবে কালী,—মাথায় একবার হাতটা ঠেকিয়ে—ঠিক এমনি করে [দেখাইয়া]—আমি বাড়িয়ে বলছি না, কালী,—গর্ভস্রাবের মুখ দর্শন করলে চৌদ্দপুরুষ নরকস্থ হয়—বললে, গুড মর্ণিং ম্যাডাম !—যেন কোন ফিরিঙ্গি ব্যাটার পুষ্যিপুত্তুর। হারামজাদা মরে যেত—রক্তবমি করে মরে যেত। মরেনি এখনও শুধু আমার পুণ্যের জোরে, বুঝলে।

কালী ॥ তাইত ভায়া, ব্যাপার যারে বলে গুরুতর। কিন্তু জানইত—বালস্য জটিলং মতিং : এসব শাস্তর বচন খণ্ডাবে কে ? তা কি করতে চাও এখন ?

ভদ্রলোক ॥ [কালীর মুখের সামনে হাত নাড়িয়া] আপাততঃ হারামজাদার ফিরিঙ্গিপনা ঘুচিয়ে দেব। দিতেম আগেই, কিন্তু গুয়োরব্যাটার গর্ভধারিণী কেঁদে ভাসিয়ে দেয়—করি কি? কিন্তু আর না। আজ হারামজাদার রক্তমোক্ষণ করে তবে জল গ্রহণ করব। [গমনোদ্যত]

কালী ॥ আরে ভায়া, ওসব কথা রাখ। শাস্ত্রে রাগকে বলেছে গণ্ডার,—ক্রোধং গণ্ডারং। মাথা ঠাণ্ডা কর; ওখানে গঙ্গাপণ্ডিত রয়েছেন, মাতব্বর মানুষ, চল তাঁর সঙ্গে সলা পরামর্শ করি।

ভদ্রলোক ॥ একদিন তোমাকে খুন করব,—তোমার শাস্তর বাক্য ঘুচিয়ে দেব। আগে এটাকে শেষ করে আসি। [গমনোদ্যত]

কালী ॥ আ মলো! ভালো করতে গেলে মন্দ হয়! তা এখন যাওয়া হচ্ছে কোথায় শুনি?

ভদ্রলোক ॥ [ফিরিয়া আসিয়া] যমের বাড়ী—বুঝলে? [যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া] গোবিন্দ খবর দিয়েছে হারামজাদা সন্ধ্যের দিকে ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে গোলদীঘির ধারে হুল্লোড় করবে। যদি পাই সেখানে আজ ওকে শেষ করে ফাঁসি কাঠে ঝুলব।

কালী ॥ কথাটা শোনো, জয়গোপাল! বাড়াবাড়ি ভাল নয়। শাস্ত্রে বলে, অতি দর্পে হত লঙ্কা: বাড়াবাড়ি করলে লঙ্কার জ্বলুনিতে মরবে। এই বলে রাখলাম।

ভদ্রলোক ॥ [চীৎকার করিতে করিতে] হারামজাদাকে খুন করব, হাত-পা বেঁধে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেব, প্রহারের চোটে কুলকুণ্ডলিনী জাগিয়ে দেব .—হারামজাদা, বেল্লিক, নচ্ছার—এখনও বাপকে চিনলে না—

[বলিতে বলিতে দ্রুত প্রস্থান। কালীকান্ত চিন্তিতভাবে পুকুরপাড়ে ভদ্রলোকদের সহিত মিলিত হইলেন।]

গঙ্গাচরণ ॥ এসো কালীকান্ত, জয়গোপালের কি হয়েছে?

কালী ॥ [গঙ্গাচরণের পদধূলি মাথায় লইয়া] সবই ত শুনলেন ঠাকুর। ঐ ওর ছেলে জয়নারাণের কথা হচ্ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ যা দেখলাম শুনলাম, মাইরী, গতিক বড় সুবিধের নয়। তোমার শাস্তর বাক্য পর্য্যন্ত মানতে চায় না, কালী—এ ত বড় ভাল কথা নয়।

গঙ্গাচরণ ॥ নাঃ, পুত্র কলত্র নিয়ে কলকাতায় বসবাস করা দিন দিন অসাধ্য হয়ে উঠছে। সহরটাকে এরা সুন্দরবনে পরিণত করল দেখছি। চুলোয় যাক্।

রামচন্দ্র ॥ যা বলেছ দাদা। গুপ্ত কবির লেখা ত মনে আছে? সেই যে গো প্রভাকরে লিখেছিলেন—

হেদো বনে কেঁদো বাঘ রাঙা মুখে চায়,
কহিতে মনের খেদ বুক ফেটে যায়।
ছেলেধরা মিশনারি ছেলে ধরে খায়,
বাপ্ বাপ্ বুক ফাটে নাম শুনে তায়।

[সকলের হাস্য]

কালী ॥ যে যাই বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত বেঁচে আছেন বলে আজ ধর্মকর্ম বর্তে আছে ; না হলে সব গয়াং গচ্ছং গতি হ'ত।

গঙ্গাচরণ ॥ একে বেঁচে বর্তে থাকা বলে না, কালী। তোমাদের এই কলেজটাই হয়েছে কাল। শুনেছ, কেষ্টা ফিরিঙ্গি হিন্দু কলেজের সামনে গির্জে করতে বদ্ধপরিকর। অবস্থাটা একবার অনুধাবন কর। কলেজের এদিকে মুসলমানের বসতি, ওদিকে খৃষ্টানের গির্জে,—একেবারে মা সরস্বতীর পীঠস্থান। বলিহারী বুদ্ধি সব। চুলোয় যাক্, চুলোয় যাক্।

রামচন্দ্র ॥ বিদ্যাদান ছল করি মিশনারি ডব্
পাতিয়াছে ভাল এক বিধর্মীর টব।

ওরা রক্তখেকোর জাত দাদা, রক্তের স্বাদ পেয়েছে আর রক্ষে নেই। ঐ টপাটপ বিদ্যার টবে ফেলবে আর গবাগব তুলে নিয়ে কাঁচা বয়সের ছেলেগুলোকে খাবে।

গঙ্গাচরণ ॥ কুৎসার কথা আর কহতব্য নয়। আজকাল অপরাহ্ণে বাবুরা বহির্দ্বার অতিক্রান্ত হতে না হতে বিবিরা অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। সব বিদ্যাদান করছেন! বিদ্যা শিখে সব বিদ্যাধরী হবেন। যত সব—চুলোয় যাক্।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ বিদ্যার নমুনা ত শুনেছেন, ঠাকুর? আপনাদের হিন্দু কলেজের এক ছাত্র ইংরাজী প্রবন্ধ লিখেছে—তার বিষয়টা কি? না—আমাদের মেয়েদের মগজে বুদ্ধি নেই, পরিবারের পেটে বিদ্যে নেই, সংসারে শ্রী নেই,—আর

এইসব ছাইভস্ম কথা শুনে কলেজের মাতব্বরেরা আনন্দে গদগদ। এ, মাইরী, যত দেখি, তাজ্জব বনে যাই।

গঙ্গাচরণ॥ হ্যাঁ হে, কথাটা আমারও কর্ণগোচর হয়েছে। চুলোয় যাক্। তোমাদের রামগোপাল ঘোষ অর্বাচীনকে স্বর্ণপদক দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন তাও শুনলাম। যত সব!

কালীকান্ত॥ রামচন্দর কিন্তু ভারি মিশনারী ভক্ত। সে তার মেয়েকে দেবে ডব্ সাহেবের স্কুলে। মিশনারীরা ওর বড় পেয়ারের। কি বল, রামচন্দর?

রামচন্দ্র॥ না দাদা, ওসব নারীঘটিত ব্যাপারে আমি কোন দিনও নেই। এ বয়সে বারনারী মিশনারী নিয়ে কাড়াকাড়ি করলে যারে বলে কেলেঙ্কারী হবে।

শ্রীকৃষ্ণ॥ হা-হা-হা, চমৎকার বলেছ মাইরী। ও তোমার বারনারীও যা মিশনারীও তা। সবই পীরিতের ব্যাপার—যার যেখানে মজে মন।

কালীকান্ত॥ আহা আমাদের শাস্ত্রেই ত বলেছে, স্ত্রীবিদ্যা কেলেঙ্কারী। এর উপর আর কথা কি?

গঙ্গাচরণ॥ থামো। খুব শাস্তর শিখেছ! যত সব!

শ্রীকৃষ্ণ॥ তা যদি ভায়া কেলেঙ্কারীর কথাই তুললে বর্ধমানের বেউলেটার কথা শুনেছ ত? ওতোরপাড়ার দখনে মুখুজ্জে সেটাকে নিয়ে মাইরী আত্মরসের হদ্দ করে ছাড়লে।

রামচন্দ্র॥ বিদ্যাসুন্দরের দেশ ত বর্ধমান। ভাবো একবার—

কন্যাকর্তা হইল কন্যা, বরকর্তা বর,
আর গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য হলেন পঞ্চশর।

[সকলের হাস্য]

শ্রীকৃষ্ণ॥ যা বলেছ মাইরী, খাসা আছে গুড়গুড়ে পণ্ডিত। গাছেরও খায় তলারও কুড়োয়। এক পা শোভাবাজারে, এক পা জোড়াসাঁকোয়—একেবারে তাথৈ তাথৈ।

গঙ্গাচরণ॥ [বিরক্তিভরে] তোমরা থামো। একটা কুৎসা কাহিনী কর্ণে প্রবেশ মাত্র ময়রার দোকানের মক্ষিকাবৎ হর্ষান্বিত হয়ে উঠেছ। চুলোয় যাক্।

শ্রীকৃষ্ণ॥ আহা চটেন কেন, ঠাকুর? আমাদের রস ত ঐ রসনা পর্যন্ত। পোড়া কপালে নিকি বাইজীর নাচও নেই, নেশার আঁচও লাগে না। ললাট একেবারে কোম্পানীর গড়ের মাঠ মাইরী, খাঁ খাঁ করছে।

রামচন্দ্র॥ যা বলেছ—

নারীর কোমল গাত্র, মদের সুরার পাত্র,
সব হ্যায ফাঁক, দাদা, সব হ্যায় ফাঁক।

কালীকান্ত॥ নাহে না, ঠাকুর চটছেন। রামচন্দর, একটা রামপ্রসাদী গেয়ে ঠাকুরের মন ঠাণ্ডা করে দাও।

রামচন্দ্র॥ তবেই হয়েছে! এ আসরে কি রামপেরসাদী আসে? বরং একটা প্রভাকরী চলতে পারে।

[গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিয়া এক কানে হাত দিয়া গান সুরু করিলেন।]

গান

ওমা—অমূল্যধন ধর্ম রতন
এমন ধন ে আর পাবে না।
যত মিশনারী এ দেশেতে
এসে করে কি কারখানা।
যত যীশুমন্ত্র কানে ফুঁকে
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা।
ফেরে হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
নানা ঠাটে ফন্দী নানা।
ওমা—হেদোবনে কেঁদো চরে
তার ভয়েতে প্রাণ বাঁচে না।
তার পাশে হুমো হুতুম থুমো
ঘুমো ছেলের জাত রাখে না।
এমন কুহক জানে এরা
উপদেশে করে কাণা।
এদের ধর্ম পথের স্বাধীনতা
রেখো না মা আর রেখো না।

শ্রীকৃষ্ণ॥ বাঃ বাঃ! চমৎকার মাইরী—যারে বলে ফাষ্টো কেলাস।

গঙ্গাচরণ॥ ও হে রামচন্দ্র, এসব রসিকতার ব্যাপার নয়। তোমাদের সম্মুখে সমূহ বিপদ, তোমরা এখন থেকে অবহিত হও। তোমাদের হিন্দু কলেজের পড়ুয়া গোবিন্দের কাছে যা সব শুনি তাতে মনে হয় তোমাদের কারও ঘর

আজ নিরাপদ নয়। চিন্তনীয় ব্যাপার, চিন্তা করতে শেখ। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্। ভুগবে তোমরা।

কালীকান্ত ॥ ঠাকুর, সমাজে দলপতি আছেন, কুলপতি আছেন, তাঁদের অঢেল পয়সা, অফুরন্ত সময়—ভাবনাচিন্তা তাঁদের শোভা পায়। আমরা ছাপোষা মানুষ, আমাদের ওসব মানায় না।

শ্রীকৃষ্ণ ॥ ঐ শোনো হে,—কারা যেন এদিকে আসছে মাইরী।

গঙ্গাচরণ ॥ ওতো মাতালের দল। চুলোয় যাক্। [গাত্রোত্থান]

রামচন্দ্র ॥ সময় থাকতে পালানো যাক্, না-হলে—

গঙ্গাচরণ ॥ ছুঁয়ে দিলে ভর সন্ধ্যায় গঙ্গাস্নান করতে হবে।

কালীকান্ত ॥ যা বলেছেন ঠাকুর। শাস্ত্রে বলে য পলায়তি স জীবতি। [সকলের প্রস্থান]

[তিন জন যুবক, হিন্দু কলেজের ছাত্র, বিকৃত কণ্ঠে বিজাতীয় ভঙ্গীতে "Nearer, my God, to Thee" গাহিতে গাহিতে প্রবেশ করিল। প্রথম জন ঢুকড়ি, ইংরাজী পোষাকে সজ্জিত; দ্বিতীয় জন রমানাথের পরণে চাপকান চোগা; তৃতীয় জন গোবিন্দ ধুতি চাদর পরিহিত। তাহারা পুকুর পাড়ে গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল।]

ঢুকড়ি ॥ [নাটকীয় ভঙ্গীতে]

Here is my journey's end, here is my butt,
And very sea-mark of our utmost sail.
Come, let us set up our tabernacle here.

[সকলে উপবেশন করিল]

রমানাথ ॥ নারাণটা বোঝে না, জাগ্রত দেবতাকে ঘাঁটাতে যায়। হাতে হাতে ফল দেখ। এমন পরিপাটি ব্যবস্থা সব মাটি।

গোবিন্দ ॥ ওর condition-টা দেখলে? Reverend father-কে দেখা মাত্র একেবারে wind হয়ে গেল।

রমানাথ ॥ ভালই করেছে, না হলে wind থেকে water ঝরিয়ে ছাড়ত।

গোবিন্দ ॥ দিনটা আজ মাঠে মারা গেল—একেবারে killed in the field.

ছুকড়ি ॥ Shut up, you fool. Don't vulgarise the royal lingo with your jabbering jargon.

রমানাথ ॥ থাম, থাম। এ তোমার মাতৃভাষা নয় যে তার ওপর এত দরদ। কিন্তু নারাণটা দেখছি আর আসবে না।

ছুকড়ি ॥ Be assured he will not leave us honey-less. Is he not Madhu's protege?

রমানাথ ॥ রেখে দাও তোমার মধু দত্ত! A fashionable fop—ভূদেবের পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার নেই।

ছুকড়ি ॥ As to that, go and interrogate that pristine prince of orthodoxy. Only the towering intellect of a Bhudeb can fathom the inscrutable depths of our Jupiter's Olympian genius.

গোবিন্দ ॥ মধু কিন্তু আজকাল বড়—I mean বাড়াবাড়ি করছে। Kerr-কে পর্য্যন্ত সে থোড়াই care করে। কাল evening-এ দেখি কেষ্ট পাদরির sermon শুনছে।

ছকড়ি ॥ Well, I dare asseverate that the infructuous injunctions of a Kerr will be charcteristically pulverised by the reckless vandalism of our M. S. Dutt.

রমানাথ ॥ এই গোবিন্দ, তোর ঐ কেষ্ট পাদরীর খবরটা বেশ মুখরোচক; যা না ধর্মসভায় বিক্রি করে আয়। দুপয়সা লাভ হবে।

গোবিন্দ ॥ হেঁ হেঁ হেঁ। কি যে রসিকতা কর। মধুর খেয়ে আমি মানুষ—eating him I am a man. ওর against-এ আমি কিছু করতে পারি? Never, never! [হঠাৎ চীৎকার করিয়া] ঐ যে আসছে, আসছে!

[টলিতে টলিতে জয়নারায়ণের প্রবেশ। পরিধানে পেণ্টুলান কোট; গায়ে নামাবলী; বগলে মদের বোতল। সঙ্গে মুসলমান মুটের মাথায় খাবারের বাক্স।]

জয়নারায়ণ ॥ [গান] একবার দেখরে চেয়ে—

ও যাদুধন।

বাজার হলো নাকি মনের মতন।

ঘুরে ফিরে হাট বাজারে

কত কি যে আনলাম ঘরে—
খাজা ভাজা জিবে গজা—
তোমার তরে।
মুর্গি মাটন ফাউল ক্যারী
তোমার তরে, ও যাদুধন !
চাঁদ সই আমার, চাঁদের মতন,
ও চাঁদ বদন। [বসিয়া পড়িল।

গোবিন্দ ॥ বলিহারি তোর বুকের পাটা, নারাণ! মা-কালীকে ফিরিঙ্গিরা পর্যন্ত worship করে, আর তুই হিন্দু হয়ে—

জয়নারায়ণ ॥ Damn your Hindu ! Damn everybody !

রমানাথ ॥ ওসব চলবে না আর। কাল তোকে Kerr সায়েব কি করে দেখিস। তোকে চাবকে লাল করে ছাড়বে, রাধাকান্তজীর কড়া হুকুম।

গোবিন্দ ॥ একটা কাজ করলে হয় না? চলো, আজ রাধাকান্তের বাড়ীর সামনে গিয়ে মদ মাংস ছড়িয়ে দিয়ে আসি। খুব মজা হবে।

রমানাথ ॥ Hear, hear ! I second Govind's resolution.

ডুকড়ি ॥ It's an idea. [উঠিয়া] Get up, you sponge ! We will open the flood-gates of drink and

devilry right under Radhakanta's olfactory organ.

জয়নারায়ণ ॥ [টলিতে টলিতে] No, no! I want no Radha, no Krishna. I will baptise myself in the waters of the holy bottle. [পান করিয়া]

[পিছন হইতে সহসা হেয়ার সাহেব প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অন্য সকলে খাদ্যাদি সংগ্রহ করিয়া জয়নারায়ণকে ফেলিয়া পলাইল।]

হেয়ার ॥ Well, টুমি baptise হইবে? চলো টোমার পিটার কাছে—

জয়নারায়ণ ॥ [কোনও মতে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া] Who is Peter, holy father?

হেয়ার ॥ By God, dead drunk!

জয়নারায়ণ ॥ No, no, I am dead, not drunk. I know Paul, I know not Peter. "St. Peter sat at the celestial gate···"

হেয়ার ॥ [টানিয়া তুলিলেন] Come up, you fool, come to your father.

জয়নারায়ণ ॥ [টলিতে টলিতে] যাব মাইরী? কোথায় যাব, holy father?

হেয়ার ॥ Come along with me.

জয়নারায়ণ ॥ চলো। But my legs, holy father? হায়, হায়, আমার পা দুটো মাইরী গেল কোথায়?

[ক্রন্দন।]

হেয়ার ॥ You will soon find your legs, get up. [কান ধরিয়া টানিলেন।]

জয়নারায়ণ ॥ উ-হু-হু! লাগে যে! যাব? চলো। [যাইতে যাইতে] Our father that art in heaven, forgive them their sins. They know not what they do. এ সব ব্যাটা পাপী……নরকে পুড়বে…… তোমরা দেখে নিও বাবা।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

[শোভাবাজার রাজবাড়ী। প্রশস্ত বৈঠকখানা ঘর। ঘরজোড়া তক্তপোষের উপর ফরাস, আধখানা জাজিম বিছানো, তার উপর বড় বড় মখমলের কয়েকটি তাকিয়া। দেয়ালে তৈলচিত্র।

সন্ধ্যা-আরতির ঘণ্টা বাজিতেছে। জাজিমের উপর রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন বসিয়া এক মনে জপ করিতেছেন। ফরাসের একপ্রান্তে বসিয়া আছে আমাদের পূর্বপরিচিত গোবিন্দ। আরতির ঘণ্টা শেষ হইলে সকলে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর আলবোলার নল হাতে লইয়া—

রাধাকান্ত ॥ শুনলে ত সব রামকমল? এখন কি বল?

রামকমল ॥ এর মধ্যে বলবার কি আছে ? অর্বাচীনদের স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি। সন্ধ্যা আরতির মুখে তোমার বাড়ীর দরজার সামনে "গো মাংস খাচ্ছি" বলে আস্ফালন করে গেল, মাতলামি করতে ভয় পেল না। যাই বল, রাধাকান্ত, কালই প্রবল, আমরা কিছুই করতে পারি না।

রাধাকান্ত ॥ কালের দোষ দিয়ে লাভ নেই। স্বীকার করো দোষ আমার, দোষ তোমার। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আমরা ইংরেজের শরণাপন্ন হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলব। এখন সেই কাঁটা নিজেদেরই গলায় আটকেছে।

রামকমল ॥ ওরা কি মনে করে, রাধাকান্ত, আমাদের জাতমান কেড়ে নিলে আমরা চিরকাল ওদের গোলাম হয়ে থাকব ? আশ্চর্য !

রাধাকান্ত ॥ আহম্মক, আহম্মক সব। বোঝে না, ওদের রাজ্য নির্ভর করছে কার সমর্থনের উপর। এই ত সেদিন তিতুমীর—সামান্য একটা মুসলমান প্রজা, কি কাণ্ডটা বাধালো। হিন্দু জমিদাররা ওদের পিছনে না থাকলে, এ তাসের ঘর কদিন টিকবে ?

রামকমল ॥ না না রাধাকান্ত, আর নির্বিকার হয়ে থাকা চলবে না। একে উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে চলেছে, তার ওপর খৃষ্টানরা যদি কলেজের সামনে গির্জে নির্মাণ করে, আমাদের বিশ বছরের শ্রম পণ্ড হবে।

রাধাকান্ত ॥ সামান্য গির্জের জন্য আমি চিন্তিত নই, রামকমল। বিশেষতঃ মতিলালবাবু ওদের জমিটা কিনতেই দেবেন না কথা দিয়েছেন। কিন্তু এটা ঠিং যে সামাজিক ব্যাপারে কোম্পানীর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করা দরকার। জাত বেনে ওরা, একমাত্র স্বার্থের মর্ম বোঝে, বন্ধুত্বের মূল্য বোঝে না।

রামকমল ॥ বুদ্ধিমান যারা তারা বেশ বোঝে, যেমন ধর Wilson, Hare, এমন কি মাতাল Richardson-টা পর্যন্ত বোঝে। আসল কথা কি জান, আজ দেশের লোকের কাছে আমাদের প্রতিপত্তি দিন দিন কমে যাচ্ছে। পুরাতন আদর্শে লোকের বিশ্বাস নেই। আমাদের শিবু ঘোষের কথাই ধরো না ; আমাদেরই নিতান্ত আপন জন— সে আজকাল জোড়াসাঁকোয় যাতায়াত সুরু করেছে। আর সেদিনের ছেলে দেবেন ঠাকুর,—তার প্রতিপত্তি দেখ—দিন দিন বেড়েই চলেছে।

রাধাকান্ত ॥ সে ত দেখতেই পাচ্ছি। ঘরে ঘরে অনাচার, ব্যভিচার। সমাজটাকে তচনচ করে দিলে। বাপের দৃষ্টান্ত ছেলের মতিচ্ছন্ন ঘটাচ্ছে—কোন দিক সামলাবে? বড়ই চিন্তার কথা, রামকমল।

গোবিন্দ ॥ হেঁ-হেঁ—আজ্ঞে যথার্থ বলেছেন, একেবারে gospel truth, যাকে বলে বেদবাক্য। বাপেরা ঘরে বসে মদ খায়, আর ছেলেরা পথেঘাটে ড্রাঙ্কার্ডি করে।

রামকমল ॥ আর অন্দরমহলে মা-লক্ষ্মীরা গঙ্গাজলের ছিটে দিয়ে দু'কূল রক্ষা করবার চেষ্টা করছেন। চমৎকার ব্যবস্থা।

রাধাকান্ত ॥ কিন্তু এই মাতালের দলে হিন্দু কলেজের ছেলেরা ছিল—এ কথা বিশ্বাস হয় না, গোবিন্দ।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে, হুজুর, really তারা ছিল। তারাই ত feeder, leader, যাকে বলে all in all.

রামকমল ॥ দু' একজনের নাম জান, ছোকরা ?

গোবিন্দ ॥ তা জানি বৈ কি। সবই জানি—ঐ ধরুন না কেন—হৃষিকেশ মল্লিক, বঙ্কুবিহারী দত্ত, মধুসূদন দত্ত—

রামকমল ॥ কোন মধুসূদন ?

গোবিন্দ ॥ ঐ রাজনারায়ণ মুন্সীর only begotten son,—বাপ টাকার crocodile, দুহাতে getting and spending.

রামকমল ॥ হিন্দু কলেজের সেরা ছেলে মাতালের দলে ? অসম্ভব, অসম্ভব ! তুমি নিজের চোখে দেখেছ ?

গোবিন্দ ॥ [অপ্রতিভ] আজ্ঞে, মিথ্যা কথা বলব না। আমার reverend father আজই morning-এ ডেকে বল্লেন, "গোবিন্দ, যদি কখনও শুনি তুমি একটা মিথ্যা কথার আধখানা বলেছ, তাও সকালে একটু সন্ধ্যায় একটু—তোমাকে ত্যজ্যপুত্র করব।" ঠিক আজকের দলে মধু ছিল কিনা I know not। কিন্তু সে-ই তো আজ

debate-এ হিন্দুদের গালিগালাজ করে টাকা দিয়ে ইয়ার বক্‌সীদের আপনার বাড়ীর দিকে go to hell করে দিল।

রামকমল ॥ কালই Kerr-কে লিখব ওর উপর নজর রাখতে।

রাধাকান্ত ॥ আচ্ছা গোবিন্দ, তুমি এখন এস। খাজাঞ্চিখানা থেকে তোমার মাসহারা নিয়ে যেও। আর এ সম্বন্ধে কিছু খবর পেলেই আমাকে এসে জানাবে। চারদিকে নজর রাখবে।

গোবিন্দ ॥ [সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত] আজ্ঞে এ বান্দার সে ভুল কখনও হয়নি, হবে না। এই poor beggar-এর প্রতি একটু নেকনজর রাখবেন—নানা লোকে নানা কথা বলে, আমি শুধু হুজুরকেই জানি। হেঁ-হেঁ।

[প্রস্থান]

রামকমল ॥ একটা আস্ত শয়তান।

রাধাকান্ত ॥ জানি, জানি। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়, আমরা তার সুযোগ নি। কিন্তু এদের না হলেও ত চলে না। এদের মারফৎই একদিন ডিরোজিও-র কীর্তিকলাপ জেনেছিলাম, মনে আছে ?

রামকমল ॥ সে-ত জানি, কিন্তু তাতে হ'ল কি ?

রাধাকান্ত ॥ ডিরোজিও ছাত্রসমাজে যে বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে তাকে নিঃশেষ করা সহজসাধ্য নয়। তার শিষ্য দখনে মুখুজ্জের সাম্প্রতিক কীর্তি তোমার অবিদিত নয় নিশ্চয়।

কিন্তু একথা কি শুনেছ যে এ ব্যাপারে গুড়গুড়ে পণ্ডিত তার সহায় হয়েছিলেন। যত সব ঘরের শত্রু বিভীষণ পুষছি, রামকমল ; কি আর করা যাবে বল ?

রামকমল ॥ সেই কথাই ত আমি বলছি। ডিরোজিকে শেষ করা সহজ, কিন্তু সে ছিল পাশ্চাত্য নাস্তিকতার বাহন। Hume, Locke কলেজে আলোচনা করবে, অথচ দেশাচারে অবিশ্বাসী হবে না, এ কেমন করে সম্ভব ?

রাধাকান্ত ॥ দেখ রামকমল, ডিরোজিও ছোকরা পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদ প্রচার করে সব ধর্মেরই বন্ধন শিথিল করে দিয়েছিল। তখন আমরা ছিলাম নিরুপায়। তাই ধর্মসভা প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু আচারকে বলবৎ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু রামমোহনের ব্যক্তিত্বের সামনে আমরা দাঁড়াতে পারিনি। কথা কি জান ? ধর্মকে, আচারকে নাস্তিকের যুক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হলে রাজশক্তির সহায়তা প্রয়োজন। শঙ্করাচার্য একদিন তা পেয়েছিলেন, তাই তিনি দেশ থেকে বৌদ্ধ নাস্তিকতা নির্মূল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা আজকাল সে সহায়তা পাই কোথা ? ইতিহাসে দেখতে পাই, রাজা চিরদিন ধর্মের রক্ষক। তাই আজ আমাদের দেশেও কোম্পানীর সমর্থন প্রয়োজন। আমি এইটে ক্রমশঃ বুঝতে পারছি। কিন্তু এ সম্ভব হবে যদি ওদের স্বার্থে আর আমাদের স্বার্থে যোগাযোগ থাকে। এই যোগাযোগের সূত্র বের করতে হবে, রামকমল।

রামকমল ॥ সে কি সম্ভব, রাধাকান্ত? ওদের ওপর আর আস্থা রাখা যায় না। খিড়কীর দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিল, এখন দেখছি আমাদের সদরই বিপন্ন করেছে। দেখ, সতীদাহ রদ দশ বৎসরও হয়নি, এরই মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন বিধবা বিবাহের সূত্রপাত করল।

রাধাকান্ত ॥ ওটা তোমার ভুল। যে দেশে কুমারী কন্যার বিবাহ সহজে হয় না, সে দেশে বিধবা বিবাহ সুদূর-পরাহত।

[মতিলাল শীল ও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ]

আসুন, আসুন, বাঁড়ুজ্জে মশাই। আসতে আজ্ঞা হোক্, মতিলালবাবু।

ভবানী ॥ খবর শুনেছেন, রাধাকান্তবাবু।

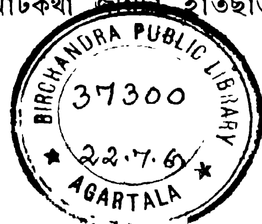
[রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেন ভবানীর পদধূলি লইলেন। তারপর সকলে উপবেশন করিলেন।]

রাধাকান্ত ॥ ওরে তামাক দিয়ে যা।···স্থির হয়ে বসুন—সব শুনব।

ভবানী ॥ স্থির হতে দেয় কৈ, রাধাকান্তবাবু? শেষাবধি জমিটা আমাদের হস্তচ্যুত হলো। স্বয়ং মতিলালবাবু পর্যন্ত অপমানিত হলেন। [রাধাকান্ত ও রামকমল স্তম্ভিত।]

রাধাকান্ত ॥ ওরা কত দাম দিল?

মতিলাল ॥ আমি ১০,০০০৲ কবুল করেছিলাম, শুনছি ওরা আরও শ'পাঁচেক দিয়েছে। মোটকথা জমিটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।



ভবানী ॥ আমি হতভাগাকে অনেক বুঝিয়ে বল্লাম, "ভায়া, ম্লেচ্ছকে জমি দিও না। তোমার টাকার দরকার—আমি জোগাড় করে দিচ্ছি।" বল্লে কি জানেন?—বল্লে সামান্য একটা কারণে যারা তাকে একঘরে করবার ব্যবস্থা দিয়েছে, ওব চোখে তারা ম্লেচ্ছেরও অধম। আমার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল।

রামকমল ॥ বাঁড়ুজ্জে মশাই, আমি তখনই বলেছিলাম। সমাজে ও রকম সামান্য ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েই থাকে। কিন্তু গরীবের কথায় আপনারা কান দিলেন না।

ভবানী ॥ কি বলছেন, রামকমলবাবু? গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়ে বাপকে অন্তর্জলি হতে দিল না,—এটা আপনার কাছে সামান্য ব্যাপার! কিমাশ্চর্যমতঃপরং!

রামকমল ॥ আমি ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে বলেছিলাম। কালের প্রবাহে অনেক কিছু ভেসে যাবে; ভাঙনের মুখে কতটা রক্ষা করা যায়, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সেটাই বিবেচনা করেন।

ভবানী ॥ [দীর্ঘ নিশ্বাস] ভেসে যাবে সব, রামকমলবাবু; কিছু রাখতে পারবেন না। আমাদের মধ্যে বীর্যের অভাব, নিষ্ঠার সমতা নেই। এরই জন্যে ডাফের দুঃসাহস, কেষ্ট পাদরির আস্ফালন।

রাধাকান্ত ॥ [এতক্ষণ চিন্তামগ্ন ছিলেন, এইবার সোজা হইয়া বসিলেন] শুনে রাখুন, ভবানীবাবু। হিন্দু কলেজের সামনে গির্জে

হবে না—হবে না—হবে না। অন্ততঃ যতদিন রাধাকান্ত দেব বেঁচে আছে। কিন্তু এও সত্যি গির্জে মসজিদ এসব উৎপাত ত চিরকালই ছিল, তবু ত সমাজ-ধর্ম টিকে ছিল।

ভবানী॥ তার কারণ আমাদের পিত। পিতামহের নিষ্ঠা ছিল, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব কখনও ঘটেনি। আজ অবিশ্বাসের বিষ মর্মে মর্মে প্রবেশ করেছে,—তাই চিন্তায় এত দ্বিধা, কর্মে এই নিশ্চেষ্টতা; রামকমলবাবুর মত লোক পর্যন্ত দিশেহারা।

রামকমল॥ [ঈষৎ বিরক্তিভরে] আপনার মতে কি করতে হবে শুনি? দিক্‌বিদিক শূন্য হয়ে ছুটোছুটি করলে আগুন জড়িয়ে ধরে, নেভে না।

ভবানী॥ ও সব মেয়েলী কথা অন্দরমহলে গিয়ে বলবেন, রামকমলবাবু। আজ পৌরুষের প্রয়োজন। ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে ওদের দম্ভ, ওদের আস্ফালন। সে সাহস যদি থাকে এগিয়ে আসুন পুরুষের মত,—না হ'লে অন্দরমহলে বৌ-এর আঁচল ধরে—

রামকমল॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—ও সব ঘরে বসে মরদানি অনেক শুনেছি।

রাধাকান্ত॥ আহা নিজেদের মধ্যে কলহ করলে শক্তি বাড়বে না, বাঁড়ুজ্জে মশাই। সব দিক চিন্তা করতে হবে। আর পূর্বেকার দিনকাল নেই। আজ নন্দ বোস ছেলেকে মদ খেতে শেখাচ্ছে; রাজনারায়ণ মুন্সী ছেলের উচ্ছৃঙ্খলতার

প্রশ্রয় দিচ্ছে ; রামগোপাল ঘোষ প্রকাশ্যে জাতবিচার মানে না। ছেলে নয়ত, সব আলালের ঘরের দুলাল !

ভবানী ॥ [হতাশার স্বরে] আঙ্গুল গুণে ঐ সব হিসাব করুন। তারই উপযুক্ত সময় বটে।

মতিলাল ॥ হিসাবের কথাই যখন তুলেছেন, দেবতা, আমাকে দু'একটা কথা বলতে অনুমতি করুন। আমাদের হিসাবের আদিতেই ছিল গরমিল ; এখন যতই গোঁজামিল দিই না কেন, খেসারত দিতেই হবে।

রামকমল ॥ হেঁয়ালিটা একটু খুলেই বলুন, মতিবাবু।

মতিলাল ॥ ছেলেরা যাবনিক শিক্ষা শিখবে অথচ যাবনিক ভাবাপন্ন হবে না, আমরা বিদ্যে নিয়ে বেসাতি করব অথচ আখেরে দেউলে হব না, এ যেদিন সম্ভব হবে সেদিন শিলাও জলে ভাসবে।

ভবানী ॥ দামী কথা বলেছেন, শীলমশাই। তাই আমাদের পূর্বপুরুষেরা ম্লেচ্ছের ছায়াও মাড়াতেন না।

রাধাকান্ত ॥ ভবানীবাবু, সাময়িক উত্তেজনায় নিজেকে বিভ্রান্ত করবেন না। এই যাবনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আপনি আপনার 'কমলালয়'-তেও ব্যাখ্যা করেছেন। আর এ শিক্ষা প্রবর্তনে মতিবাবুর দান—সে কি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে ?

মতিলাল ॥ স্বীকার করছি পাপ করেছিলাম। তার প্রায়শ্চিত্ত করব একটা অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। আমি

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার নিন্দা করছি না, কিন্তু উচিত আচার পালনে বাধ্য করা সম্ভব শুধু অবৈতনিক বিদ্যালয়ে—যেখানে বিদ্যা পণ্যদ্রব্য নয়। চাবুক মেরে এসব বাঁকা বাবুদের সিধে করতে হবে।

ভবানী ॥ [সোৎসাহে] সাধু! সাধু! এ অতি উত্তম প্রস্তাব, মতিবাবু। দু'হাত তুলে আপনাকে আশীর্বাদ করছি।

মতিলাল ॥ তাহলে একটু পদরজ দিন, দেবতা।

[ভবানী পা বাড়াইয়া দিলে ভক্তিভরে পদধূলি গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে বাহিরে কোলাহল শোনা গেল।]

রাধাকান্ত ॥ এ যে গৌরী ভট্টাচার্যের কণ্ঠস্বর। বেহায়ার মত এরই মধ্যে এখানে আসতে লজ্জা পর্যন্ত হলো না!

রামকমল ॥ বেহায়ার আবার হায়া!

মতিলাল ॥ আমি উঠি, রাধাকান্তবাবু। উনি ব্রাহ্মণ মানুষ, কি বলতে কি বলে ফেলি—কাজ নেই।

রাধাকান্ত ॥ আপনিও যেমন। বসুন বসুন। দেখুন কি রকম শিক্ষা দেই।

[ইতিমধ্যে কণ্ঠস্বর স্পষ্টতর হইল। "ক্যা দরওয়ান জী, তবিয়ৎ আচ্ছা হ্যায়?···দে ব্যাটা, কটকী, বামুনকে দুটো ফুল দে।··· ও বাবা নিত্যানন্দ, একটু পা ধোবার জল দে বাবা। গাড়ু-গামছা রাখলি কোথায়? [সুর করিয়া] জানামি ধর্ম ন চ মে প্রবৃত্তিঃ জানাম্যধর্ম ন চ মে নিবৃত্তিঃ। ত্বয়া 'হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন, যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"—বলিতে বলিতে

বৈঠকখানায় প্রবেশ। গায়ে নামাবলী, পরিধানে পট্টবস্ত্র, মাথায় শিখা, খালি পা।]

গৌরীশঙ্কর ॥ [নাটকীয় ভঙ্গীতে] কী সৌভাগ্য ! কী সৌভাগ্য ! ব্রাহ্মণ-সমাজ-কুলপতি শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কায়স্থ-কুলতিলক শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত দেব, অশেষ বিদ্যাধিকারী শ্রীযুক্ত রামকমল সেন, দীনদরিদ্র প্রতিপালক শ্রীযুক্ত মতিলাল শীল—না জানি আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলাম—[কীর্তনের ঢঙে]

আজু মোর কুদিন সুদিন ভেল।
প্রভাতে হেরিনু কাক কোলাহলি
আহার বাঁটিয়া খায়—

রাধাকান্ত ॥ থাক ! থাক ! আজ আপনার ভাঁড়ামি শোনবার মেজাজ নেই—

রামকমল ॥ আপনি নাকি দক্ষিণা মুখুজ্জের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন ?

গৌরীশঙ্কর ॥ [সহাস্যে উপবেশন করিয়া] যথার্থই ছিলাম। বলতে গেলে আমিই সেই অঘটনের সংঘটক ; সেই বিবাহে আমিই করেছিলাম পৌরোহিত্য।

রাধাকান্ত ॥ বিবাহ ! বিবাহ বলছেন কাকে ? শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ হয়ে ব্যভিচারকে বলছেন বিবাহ ?

গৌরীশঙ্কর ॥ এর মধ্যে শাস্ত্রকে টেনে নাই বা আনলেন। সে যে বড় জটিল ব্যাপার।

ভবানী ॥ বলি ও গুড়গুড়ে, শাস্ত্রের প্রতি এতটা অশ্রদ্ধা কবে থেকে হ'লো।

গৌরীশঙ্কর ॥ ভায়া, এঁরা না জানুন তুমি ত জান, শাস্ত্রে সর্বপ্রকার বিধানই আছে। আমাদের কর্তব্য প্রাচীন বিধানকে কালোপযোগী করে পুঁথির পাতায় না রেখে জীবনযাত্রার সহায়ক করা। দেব মশাই, শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সত্যকে অস্বীকার করলে সমাজে আগাছা জন্মায়; তাকে স্বীকার করলে সংসার হয় শ্রীমণ্ডিত, পুষ্পশোভিত।

ভবানী ॥ ভায়া, ম্লেচ্ছ সংসর্গ করে তোমার মতিচ্ছন্ন ঘটেছে। আমরা কোথায় সর্বস্ব পণ করে ভাঙনের মুখ থেকে সমাজকে রক্ষা করতে চেষ্টা করছি, আর তুমি কিনা—

রাধাকান্ত ॥ জ্ঞানপাপীর সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, ভবানীবাবু। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। অতএব ওঁর কথা ছেড়ে কাজে মন দেওয়া যাক্।

গৌরীশঙ্কর ॥ আপনারা কেন এত বিচলিত হচ্ছেন? আমি ত কোন নতুন কথা বলিনি। আমাদের উদ্দেশ্যেও কোন বিরোধ নেই। আপনাদের মত আমিও চাই সমাজকে রক্ষা করতে—

রামকমল ॥ তাই আপনি হিন্দু বিধবাকে ধর্মত্যাগে উত্তেজিত করছেন। এইবার লেগে যান বোম্বাইওলাদের সঙ্গে বিধবা বিবাহকে আইনসিদ্ধ করবার চেষ্টায়।

ভবানী ॥ সে কি মশাই?

রামকমল ॥ শোনেন নি ? বোম্বাইয়ে ম্লেচ্ছ মনিবদের ওস্কানিতে ওখানকার কেরাণীকুল গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদন করেছে যে বিধবাদের বিবাহ আইনসিদ্ধ করতে হবে—তাই নিয়ে মিশনারীরা খুব তারিফ করছে।

গৌরীশঙ্কর ॥ ওরকম কিছু করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য কোথায় ? যা বলছিলাম,—আমি বিশ্বাস করি, মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, যে শুধু নিষ্প্রাণ আচারের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রচনা করে সমাজকে নিরাপদ করা যায় না। তা করলে সংসারের তাবৎ কর্ম শুধু আবর্তই সৃষ্টি করবে। তাতে ঘূর্ণি আছে, গতি নেই।

মতিলাল ॥ [করজোড়ে] দেবতা, এসব মূল্যবান তত্ত্বকথা 'তত্ত্ববোধিনী'তে প্রচার করুন—সেখানে জহুরী আছেন, চড়া দামে কিনে নেবেন। এ বেনাবনে মুক্তা ছড়াচ্ছেন কেন, দেবতা ?

রাধাকান্ত ॥ [কঠোরভাবে] আপনার সঙ্গে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন, পণ্ডিতমশাই। আপনি আপনার পথ বেছে নিয়েছেন, ভাল কথা। আমাদের পথ ভিন্ন। অতএব আপনি আর এখানে আসবেন না। আমি কমলকেও অনুরোধ করব আপনার সংস্রব ত্যাগ করতে। নমস্কার।

গৌরীশঙ্কর ॥ [সহাস্যে] কি আশ্চর্য ! সে কি করে সম্ভব হবে ? পথের সঙ্গে পাথেয়-র সম্পর্ক যে অবিচ্ছেদ্য। এ কথা ত ন্যায়শাস্ত্রসম্মত হল না। পথ নিজের গতিতে

এগিয়ে যায়, কিন্তু গুণিজন নির্গুণের উপর দক্ষিণ হস্তে পাথেয় বর্ষণ করেন—তাকেই আমরা বলি দক্ষিণা, যা কলিকালে মৎসদৃশ ব্রাহ্মণের উপজীব্য এবং যা আপনারা দিয়ে থাকেন পথ-বিপথ বিবেচনা না করেই। কি বল ভায়া ?

মতিলাল ॥ দেবতা, স্বয়ং দক্ষিণানন্দনই যখন আপনার সহায় —তখন দক্ষিণার আর ভাবনা কি ?

গৌরীশঙ্কর ॥ [সহাস্যে] কি-সে আর কি-সে! ওতরপাড়ার মুখুজ্জে ওতে ঘাতে চলে। সে কল্পতরুর হদিস পাবে কোথায় ? আর কোন অকিঞ্চন এমন নির্বোধ যে একবার কল্পতরুর [রাধাকান্তকে দেখাইয়া] সন্ধান পেয়ে মরুপ্রান্তরে নির্বাসন গ্রহণ করবে ? তবে কিনা আজ আপনারা আমার প্রতি কতকটা অপ্রসন্ন, তাই আপাততঃ চল্লাম। [উঠিলেন]

মতিলাল ॥ যাবার আগে একবার পদধূলি দিয়ে যান, দেবতা।

[ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।]

গৌরীশঙ্কর ॥ শুভমস্তু, শুভমস্তু, শুভমস্তু !

[প্রস্থান]

রামকমল ॥ মতিবাবুর কাণ্ডজ্ঞান নেই। একটা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, তার আবার পদধূলি।

মতিলাল ॥ [জিভ কাটিয়া] না না, রামকমলবাবু, হাজার হোক্ ব্রাহ্মণ, অস্বীকার করা যে মহাপাপ।

রাধাকান্ত ॥ এখন কাজের কথা হোক্। একটা বিষয়ে

আপনারা আশ্বস্ত হোন্—গির্জে ওখানে করতে দেব না। যদি লর্ড বিশপ হস্তক্ষেপ না করেন, মিস্ ইডেনকে দিয়ে অক্‌ল্যাণ্ডকে ধরব। কিন্তু আপনারাও বিবেচনা করুন কি উপায়ে ধর্মসভাকে বলবৎ করা যায়। এইটাই হ'লো আসল সমস্যা।

রামকমল ॥ আমি একবার রামগোপালের কাছে যাব। সে আমাকে মান্য করে, আর ওদের মধ্যে ঐ একজনই স্থির-মস্তিষ্ক লোক আছে। কি বলেন, মতিবাবু?

মতিলাল ॥ কিছু না, কিছু না; যা অভিরুচি করুন। তবে আমি হয়ত ইংরেজকে বিশ্বাস করতে পারি, ইংরেজ-নবিশকে কদাচ নয়।

ভবানী ॥ শীলমশাই, ওঁরা ওঁদের পথে চলুন। আমাদের পথ—থাক্। কুরুক্ষেত্রের পূর্বে উদ্যোগপর্ব—সেটা গোপনে হওয়াই ভাল।

রাধাকান্ত ॥ [উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিলেন] আ-হা প্রয়োজন হলে সবই করতে হবে, প্রস্তুতিতে বাধা নেই। কিন্তু ও পথ শেষ পথ—যখন অনন্যোপায় হব।…কাল সন্ধ্যায় একবার আসবেন, তার মধ্যে হয়-ত একটা কিছু হয়ে যাবে।

[রাধাকান্ত ব্যতীত অন্যদের প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান :—রামগোপাল ঘোষের বাড়ী। রবিবার সকাল। বৈঠকখানা ঘর। ইঙ্গ-বঙ্গ কায়দায় সজ্জিত, অর্থাৎ ঘরের অর্ধেক জুড়িয়া তক্তপোষের উপর ফরাস বিছানো, তার উপর তিন চারিটি তাকিয়া। আর অর্ধেক ঘরে মার্বেল পাথরের গোল টেবিল ও তদুপযুক্ত কারুকার্য বিশিষ্ট চেয়ার। জানালার পাশে একখানি বড় ইজিচেয়ার, চারিদিকে বই-এর আলমারি, তার উপরে ইউরোপীয় কবি ও দার্শনিকদের আবক্ষ মূর্তি। দেয়ালে বড় বড় তৈলচিত্র।

ইজিচেয়ারে রামগোপাল ঘোষ বসিয়া আছেন, একখানি বই নিবিষ্ট মনে পড়িতেছেন। পাশে টি-পয়ের উপরে মদের পাত্র ও ছোট গেলাস। মাঝে মাঝে চুমুক দিতেছেন।

রেভাঃ কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি ও তারাচাঁদ চক্রবর্তীর প্রবেশ।]

উভয়ে ॥ গুড্ মর্ণিং, ঘোষ।

রামগোপাল ॥ [উঠিয়া বসিয়া] এই যে, এস, এস, গুড্ মর্ণিং। বয়—বয়।

কৃষ্ণমোহন ॥ [একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া] তারপর ? অত তন্ময় হয়ে কি পড়ছিলে ?

রামগোপাল ॥ লক্-এর প্রবন্ধ। আশ্চর্য লেখা,—যেমন ধারালো যুক্তি তেমনি জোরালো ভাষা। কোথাও অপরিচ্ছন্নতা নেই। আর তুমি জান আমার কাছে

অপরিচ্ছন্ন লেখা অপরিচ্ছন্ন স্ত্রীর মতই অস্পৃশ্য। And then, how wise he is : he thinks like a sage, but writes like a child.

[ইতিমধ্যে বয় দুইটি মদের গেলাস দিয়া গিয়াছে, রামগোপাল মদ্য ঢালিয়া দিলেন।]

তারাচাঁদ ॥ [ফরাসের উপর তাকিয়ায় হেলান দিয়া, হাতে গেলাস] যা বলেছ—to the point of childishness.

রামগোপাল ॥ তার মানে ?

তারাচাঁদ ॥ তারও আবার ব্যাখ্যার প্রয়োজন ? [পানপাত্র নিঃশেষ করিয়া টেবিলে রাখিয়া উঠিয়া বসিলেন] কি আছে লক্-এ ? ক্যাণ্ট-এর পরে লক্ নিয়ে মাতামাতি এ শুধু এই বাংলাদেশেই সম্ভব। আমরা যতই অগ্রসর হই না কেন, ইউরোপ থেকে বিশ বছর পেছিয়ে থাকব।

রামগোপাল। [হাসিয়া] তবু ভাল বিশ বছর বল্লে। তবে ইউরোপের চেয়ে না হোক, তোমার চেয়ে বিশ বছর পেছিয়ে থাকব একথা স্বীকার করি।

তারাচাঁদ ॥ না, না,—ওভাবে প্রশ্নটাকে এড়িয়ে যেতে দেব না। তুমি বল লক্-এর কোন বিশেষ তত্ত্বটা তার ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটিয়ে আজও টিকে আছে ? কি বলেছেন লক্ ?—"মানুষের জ্ঞান তার অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে না", "মানুষের ভুল দেখিয়ে দেওয়া এক, আর তাকে সত্য পাইয়ে দেওয়া আর"—একে কি তত্ত্ব

বলে ? আর যখন ক্যাণ্ট-এ পড়ি—"তুইটি বস্তু মনকে ক্রমবর্ধমান বিস্ময় ও আতঙ্কে অভিভূত করে—একটি আমার ঊর্ধ্বে ঐ নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশ ; অন্যটি আমার অন্তরে নীতিবোধের অমোঘ শাসন",—তখন মনে হয় যেন কোন ঋষির আপ্তবাণী শুনছি। তুলনা করো লক্-এর সঙ্গে। বলো তার স্থান কোথায় ?

রামগোপাল ॥ অর্থাৎ তুমি চাও তর্ক, কিন্তু আজ আমি তা চাই না।

তারাচাঁদ ॥ আমি তর্ক চাই না, চাই মীমাংসা। মতের যেখানে বিরোধ আছে আমি চাই সমাধান। সব বিষয়ে তোমাদের এই চিন্তার ঢিলেমি আমার কাছে অমার্জনীয়।

কৃষ্ণমোহন ॥ তারাচাঁদ আজ ক্ষেপে আছে, রামগোপাল, আর তার কারণও আছে।

রামগোপাল ॥ সে ওর রণং দেহি মূর্তি দেখেই বুঝেছি। আর কারণটাও আমি জানি।—আজ সকালে রামকমল সেন এসেছিলেন।

তারাচাঁদ ॥ কি মতলবে ?

রামগোপাল ॥ অনেক কথা বল্লেন। উপসংহারে জানিয়ে গেলেন আমার প্রশ্রয় পেয়েই তোমরা নাকি হিন্দু সমাজকে অপদস্থ করতে সর্বদা উদ্যত। বিশেষ করে, কৃষ্ণমোহন, হিন্দু কলেজের সামনে তোমাদের গির্জে নির্মাণের পরিকল্পনা ওঁদের অত্যন্ত ক্ষিপ্ত করে তুলেছে।

তারাচাঁদ ॥ [হাসিয়া] হাঃ হাঃ হাঃ,—আমি এই ত চাই, বেরাদার।

কৃষ্ণমোহন ॥ আমরা কি কোনও অন্যায় কাজ করছি তুমি মনে কর ?

রামগোপাল ॥ তা বলতে কি, এর পশ্চাতে যদি ডাফ্ না থাকত কি মনে করতাম জানি না, কিন্তু তিনি থাকাতে আমি কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়েছি। ডাফের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তুমি জান আমি নিঃসন্দিগ্ধ নই। অবশ্য আমি রামকমলকে হাঁকিয়ে দিয়েছি, কিন্তু—

তারাচাঁদ ॥ কিন্তু-কিন্তু-কিন্তু! তোমাদের কাছে ঐ এক কিন্তুর ধাক্কায় সমস্ত যুক্তি ধূলিসাৎ হয়ে যায়। রামকমলের বিরোধিতা হয়ত আমি বরদাস্ত করতে পারতাম—সে আমাদের অনেক সময়ে সাহায্য করেছে ;—কিন্তু রাম-কমলকে আচ্ছন্ন করে আছে রাধাকান্ত দেব। এখানে আমাদের মতামত বড় কথা নয়, বড় কথা আমাদের মনুষ্যত্ব। আমরা যদি মানুষ হই, রাধাকান্তের কোনও প্রস্তাবে রাজি হব না—হতে পারি না, পারা উচিৎ নয়।

কৃষ্ণমোহন ॥ তোমার এই মনোভাব কিন্তু আমায় এই কাজে উৎসাহিত করেনি, তারাচাঁদ। আমি বাস্তবিক ধর্মের খাতিরে এই কাজে অগ্রসর হয়েছি। আমি বিশ্বাস করি—

তারাচাঁদ ॥ চুপ করো, কৃষ্ণমোহন। বিরক্তিকর তোমার এই

খৃষ্টানী বিনয়। ডিরোজিওর শত্রুদের সঙ্গে আমি আপোষ করব না, এ জীবনে নয়, জীবনের কোন ক্ষেত্রে নয়। তোমরা ভুলে যেতে পার সে সব হীন চক্রান্তের কথা, কিন্তু আমি ভুলিনি। কালই তর্কালঙ্কার তাঁর কাশীরাম দাস পড়ে শোনাচ্ছিলেন; যখন অভিমন্যু বধের কাহিনী পড়ছিলেন, মনে পড়ে গেল ডিরোজিওর বিরুদ্ধে এই সব চক্রান্তকারীদের সমবেত আক্রমণের কথা।

কৃষ্ণমোহন॥ বাস্তবিক, সারা বাংলাদেশকে মানুষ করে দিয়ে যেতে পারত একা ডিরোজিও। কি বুদ্ধির দীপ্তি, কি চরিত্রের মাধুর্য, কি দেশপ্রেম, কি ছাত্র-প্রীতি। সে সব কথা ভোলবার নয়, রামগোপাল!

তারাচাঁদ॥ আর এই সব দুঃশাসনের দল বলে কিনা তিনি ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ সমর্থন করতেন, বাপ-মাকে উপহাস করতে শেখাতেন—আরও কত কি? এদের মন ঠনঠনের নর্দমার চেয়েও নোংরা।

রামগোপাল॥ দেখ চক্রবর্তী, তোমরা যা বলছ সবই ঠিক। কিন্তু একদিন মুসলমানদের অত্যাচারের ভয়ে আমাদের সমাজ দেবদ্বিজ ভক্তির আবরণের মধ্যে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করেছিল,—হাজার বছরের সেই অভ্যাস কি এত সহজে যাবে? ডিরোজিও-র অশেষ গুণ ছিল; একদিন দেশের লোক তা স্বীকার করবে; কিন্তু এও সত্যি যে তিনি আমাদের এমন জায়গায় নিয়ে গেলেন যেন আমাদের

হাজার বছরের সংস্কার এক নিমেষে অতিক্রম করতে হবে। এতে সমাজের সেই আত্মরক্ষার সঙ্কোচন বৃত্তি আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ভেবে দেখ মাধব মল্লিকের বেপরোয়া ঘোষণা—"If there is anything we detest from the bottom of our hearts, it is Hinduism" :—সে Athenaumএ একথা লিখতে সাহস করল! এর পরেও কি তোমরা আশা কর রাধাকান্তের দল চুপ করে থাকবে?

তারাচাঁদ ॥ [অন্যমনস্কভাবে] বাস্তবিক কি সাহস! সত্যের প্রতি কি নির্ভীক শ্রদ্ধা! সেদিন রসিক মল্লিক আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লো—"I do not believe in the sanctity of the Ganges"—ভাবো একবার! জজ-পণ্ডিত, উকিল-মোক্তার শুনে সব স্তম্ভিত—হয়ত কানে আঙুল দিয়েছিল—কাপুরুষের দল। কি আফশোষ, আমি সেখানে ছিলাম না!

রামগোপাল ॥ [হাসিয়া] সাধে রিচার্ডসন্ তোমার উপর খড়্গ-হস্ত। সেদিন নাকি বক্তৃতার মাঝখানে তোমায় বসিয়ে দিয়েছিল?

কৃষ্ণমোহন ॥ তারাচাঁদকে নয়,—দক্ষিণাকে। বলে কি, "You belong to Chuckurbutty's faction. Sit down."

[হাস্য]

তারাচাঁদ ॥ The old Tory। একদিন মুখের মতন জবাব

তাকে শুনতে হবে। রিচার্ডসনের কথা ছেড়ে দাও। ও-ত মেটকাফের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রস্তাব সমর্থন করেনি। তুমি যাই বল, বেরাদার, ভারতবর্ষে ইংরেজ ঠিক বার্কের শিষ্য নয়। ওরা চায় আমরা শেকস্‌পীয়রের মধ্যে ডুবে থাকি, যাতে ওরা অবাধে লুঠতরাজ চালিয়ে যেতে পারে।

রামগোপাল॥ ও সবই বুঝি! কিন্তু এখন কাজের কথা হোক্। আমি বলি কি, বাঁড়ুজ্জে, তোমাদের গির্জেটা কি হিন্দু কলেজের সামনে না করলেই নয়? তোমরাও যে দেখছি স্থান মাহাত্ম্যে বিশ্বাস কর।

তারাচাঁদ॥ আসল প্রশ্নটা তা নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে—কেন করবে না? রাধাকান্তের ভয়ে?

কৃষ্ণমোহন॥ তারাচাঁদ, তুমি চুপ করো, আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।

তারাচাঁদ॥ Oh, fire away, Reverend,—বিশেষতঃ তুমি এখন তোমার পবিত্র গির্জের দীক্ষিত পুরোহিত।

কৃষ্ণমোহন॥ তোমাদের শ্লেষ যদি আমাকে আঘাত করত, তোমাদের ঘুণ-ধরা সমাজ ত্যাগ করে আমি খৃষ্টান হতাম না। অতএব ঠাট্টা করো না।

রামগোপাল॥ আ-হা চটো কেন? আমরা ত তারাচাঁদকে চিনি। [মদের পাত্র আগাইয়া দিয়া] নাও তারাচাঁদ, here's metal more attractive.

তারাচাঁদ ॥ [গ্লাস হাতে] তোমরাই আমার মাথা খেলে, বেরাদার। এখন মন খোলসা কর, পাদ্রী সাহেব।

কৃষ্ণমোহন ॥ ব্যাপারটা ওভাবে দেখ না, রামগোপাল। মনে রেখ এ দেশে খৃষ্টান ধর্ম আমি একাই গ্রহণ করিনি। আজ অনেকে গ্রহণ করছেন—ভবিষ্যতে আরও অনেকে করবেন। এই সব লোক শিক্ষা-দীক্ষায়, মানে-মর্যাদায়, তোমাদের কারও অপেক্ষা কম নন, তা তোমরা স্বীকার করো আর নাই করো। হিন্দুধর্ম নামে যে মহাসমুদ্র তোমাদের সামনে পড়ে রয়েছে, যার কূলকিনারার সন্ধান পাওয়া যায়না,—এতদিন তা নিয়ে কোন মতে কেটেছে তার কারণ এত দিন আমাদের সমাজ ছিল স্থাণু, স্থিতিশীল ; কূলে বসে সমুদ্রের মাহাত্ম্য কীর্তনের প্রচুর অবসর ছিল, তাতে এক ধরণের আনন্দও ছিল। কিন্তু সেদিন আর নেই। আজ এক নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে ; আজ যদি আমাদের নোঙর না থাকে, বাঁধন না থাকে, এই জোয়ারে আমরা ভেসে যাব। চেয়ে দেখ আমাদের যুবকদের দিকে—তারা যে ঠিক কি, কি যে তারা চায় কিছুই জানেনা। তাই এত বিশৃঙ্খলা, এত অসংযম। প্রত্যহ দেখি গোলদীঘির ধারে বসে হিন্দু-কলেজের ছাত্রেরা মুসলমানের দোকান থেকে মদ মাংস কিনে প্রকাশ্যে খাচ্ছে।

তারাচাঁদ ॥ বেরাদার, সেত আমরাও একদিন খেয়েছি, এখনও খেয়ে থাকি।

কৃষ্ণমোহন ॥ খাওয়াটায় আপত্তি নেই, তারাচাঁদ। আপত্তি হচ্ছে এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে বাহাদুরী করতে এরা লজ্জা বোধ করে না। এই অসভ্যতা, এই শালীনতার অভাব আমার কাছে অমার্জনীয়। কিন্তু একে শাসন করবে কে? তোমাদের গাধাকান্ত-মতিবেনের দল? যারা আজ হিন্দু কলেজের উপর মোড়লী করছে? The very idea is absurd. আমি দেখছি এই অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে একমাত্র খৃষ্টধর্ম;—সংক্ষিপ্ত তার বাণী, সহজ তার নির্দেশ, সরল তার—

তারাচাঁদ ॥ Are you trying to convert us, Reverend?

রামগোপাল ॥ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বাড়ুজ্জে। তুমি যে খৃষ্টান হয়েছ তার প্রেরণা কি ছিল?—বিশ্বাস না বিদ্রোহ?

কৃষ্ণমোহন ॥ এ প্রসঙ্গে তোমার প্রশ্নটা অবান্তর। তবুও উত্তর দেব। কিছুটা যে বিদ্রোহের ভাব ছিল না তা বলতে পারি না। যে সামান্য অপরাধের অজুহাতে দাদামশাই আমাকে তাড়িয়ে দিলেন, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলাম। আমি তোমাদের মত, ডিরোজিও-র আর সব ছাত্রের মত, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিরাসক্ত ছিলাম। কিন্তু সে

দিন অতি সামান্য কারণে বিতাড়িত হবার পর আমার মনে একটা বিপ্লব এল। এই কি ধর্ম? এত সঙ্কীর্ণ, এত নিষ্ঠুর? সাময়িক কারণে চিরকালের বন্ধনকে অস্বীকার করতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না? চেয়ে দেখ ফেলিক্‌স্‌ কেরীর দিকে, ডক্টর ডাফের দিকে—এঁদের ধর্মবোধ তীব্র; তাতে তেজ আছে কিন্তু ঝাঁজ নেই।

তারাচাঁদ ॥ [মদের গ্লাস আগাইয়া দিয়া, সহাস্যে] Here you are, বেরাদার; here is real তেজ for you without ঝাঁজ।

কৃষ্ণমোহন ॥ আঃ তারাচাঁদ, তোমার বয়স হয়েছে কিন্তু বোধ হলনা।

তারাচাঁদ ॥ I can't stand your nonsense.

রামগোপাল ॥ Never mind what he says; তোমার apologia শুনি।

কৃষ্ণমোহন ॥ এর মধ্যে apologia কিছু নেই। কথা কি জানো, রামগোপাল, তোমরাও আমার দলেই ছিলে; তফাৎ এই—তোমরা negation-এর মধ্যে বাস করতে পার, আমি তা পারি না। আমি চাই affirmation,—অবলম্বন—the Rock of Ages,

তারাচাঁদ ॥ অর্থাৎ—আর একটা সনাতন ধর্ম?

রামগোপাল ॥ Negation-এর মধ্যে থাকতে পারে শুধু যে নির্বিকার কিংবা অচেতন। আমাদেরও একটা positive

অবলম্বন আছে—সেটা যুক্তি—যাকে আমাদের জীবনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা ছিল ডিরোজিও-র সাধনা। সেইজন্যই বারবার তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি—গোঁড়া হিন্দুদের সঙ্গে এই সংঘর্ষের সার্থকতা কোথায়? যুক্তি কি? এতে ক্ষতি যতটা হতে পারে তার তুলনায় লাভ কতটুকু?

তারাচাঁদ ॥ [সোজা হইয়া বসিয়া] এইবার আমার স্পষ্ট কথা শোনো। আমরা ডিরোজিও বিতাড়নের প্রতিশোধ নেব, হিন্দু কলেজের সামনে গির্জে প্রতিষ্ঠা করে; উঁচিয়ে থাকবে আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গাধাকান্তের নাকের ডগায়। তুমি রামকমলকে জানিয়ে দিও এখানে আপোষের প্রশ্ন নেই, পশ্চাদপসরণের পথ নেই।

কৃষ্ণমোহন ॥ না, না, ঠিক তা নয়, রামগোপাল। হিন্দু কলেজে হিন্দু সমাজের শ্রেষ্ঠ ছাত্ররা পড়তে যায়। তাদের উদ্ধার করতে হবে এই অসংযত আবহাওয়ার কবল থেকে। তুমি মুন্সী রাজনারায়ণের ছেলেকে দেখেছ?

রামগোপাল ॥ হ্যাঁ, দেখলাম তো সেদিন টাউন হলে। রিচার্ডসনি ঢঙে শেকস্‌পীয়র থেকে আবৃত্তি করল। চোখ দুটো যেন আত্মপ্রত্যয়ের আলোয় জ্বল্ জ্বল্ করছিল।

কৃষ্ণমোহন ॥ শুনেছি ছেলেটার প্রতিভা লোককে তাক লাগিয়ে দেবার মত। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল—জীবনে কোন আদর্শ নেই। এই সব—···রামগোপাল, তুমি আমাকে

সাহায্য কর। এই সব সোনার চাঁদ ছেলেদের উদ্ধার করতে সহায়তা কর। কার জন্য এই ভারতবর্ষ যদি এই সব ছেলে মদের নেশায় তলিয়ে যায় ?

রামগোপাল ॥ তুমি যা বলছ সে সম্বন্ধে আমিও যে ভাবিনা তা নয়, কিন্তু কঃ পন্থা ? তোমাদের পথটাই কি একমাত্র পথ ?

[প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ীর প্রবেশ]

এই যে এস, এস, প্যারী। এস, তনু। এতক্ষণ ছিলে কোথায় ?

প্যারীচাঁদ ॥ এযে দেখছি নরক্ গুলজার। বাঁড়ুজ্জে, তোমার খোঁজেই বেরিয়েছি। তা রবিবার সকালে গির্জেয় না গিয়ে যে এখানে ?

কৃষ্ণমোহন ॥ যেখানে একজন খৃষ্টান সেখানেই তার গির্জে।

প্যারীচাঁদ ॥ তাহলে আর একটা গির্জে করবার নেশায় সারা কলকাতাকে মাতাচ্ছ কেন ?

রামতনু ॥ বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে, ভায়া। লোকেরা ক্ষেপে উঠছে।

তারাচাঁদ ॥ ও সব ভনিতা রেখে তোমাদের আসল উদ্দেশ্য কি বল দেখি, বেরাদার। তোমরা কি মতলব নিয়ে এসেছ।

প্যারীচাঁদ ॥ কি বাজে বকছ ? নিজে মতলববাজ বলে সবাইকে তাই মনে কর। ছোবল মারবার জন্যে ফণা

তুলেই আছ। তারাচাঁদ চক্র!—বিষ নেই কুলোপানা চক্র!

রামগোপাল ॥ আঃ তারাচাঁদ, একটু স্থির হয়ে শোন না।

প্যারীচাঁদ ॥ শোনো, রামগোপাল, আমি আর রামতনু আজ সকালে হেয়ারের কাছে গিয়েছিলাম। এই গির্জার প্রসঙ্গ ধরে ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ে অনেক দুঃখ করলেন। বিশেষ করে তিনি ক্ষোভের সঙ্গে জানালেন, সেদিন নাকি ক'টা মর্কট মিলে রাধাকান্তের বাড়ীর সামনে অসভ্যতার চূড়ান্ত করেছিল।

তারাচাঁদ ॥ বেশ করেছে। যে দিন রাজার বিরুদ্ধে উচ্ছৃঙ্খল মাতালের দল লেলিয়ে দিয়েছিল, সেদিনের কথা মনে পড়ে নি ?

রামতনু ॥ হেয়ার তোমাকেই এদিকে নজর দিতে অনুরোধ করেছেন। বিশেষ করে এই গির্জের ব্যাপারে আমাদের নিরপেক্ষ থাকা উচিত নয়, এই কথা তিনি মনে করেন।

প্যারীচাঁদ ॥ তাঁর যুক্তি অত্যন্ত প্রবল। তিনি বলেন, অনেক চেষ্টায়, এবং সকলের সমবেত চেষ্টায়, আজ হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতায় একটা শিক্ষার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু দেশে এখনও এমন অনেক আছেন যাঁরা এই নতুন চেষ্টাকে সন্দেহের চোখে দেখেন,—এমন কি অনেকে আশা করেন যে গভর্ণমেণ্টের শিক্ষানীতির পরিবর্তন হতে পারে। আজ রামমোহন নেই ; মেকলে

স্বদেশে ফিরে গেছেন। বেন্টিঙ্কের মত সহৃদয় লাট সাহেবও নেই। এই সব কারণে তিনি আমাদের বিশেষভাবে সতর্ক হতে উপদেশ দিয়েছেন। ডিরোজিও-র বেপরোয়া প্রগতিবাদ একদিন যে আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল, তার বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ আমাদের পথে অনেক বিঘ্ন এনেছে। ঠিক এই সময়ে কলেজের সামনে গির্জা স্থাপন অত্যন্ত অবিবেচনার কাজ হবে। এরকম অহেতুক সংঘর্ষ বিরুদ্ধ পক্ষকে শক্তি জোগাবে, অথচ আমাদের কোনও লাভ হবেনা।

রামতনু ॥ তাঁর শেষ কথা হলো, আমাদের দেশে ধর্মের চেয়ে শিক্ষার প্রয়োজন অনেক বেশী।

কৃষ্ণমোহন ॥ হেয়ারের এ কথার কোন মূল্যই নেই। তিনি কোন ধর্মই মানেন না। ধর্মের বনিয়াদ শক্ত না হলে প্রকৃত শিক্ষা অসম্ভব। একথা যে বিশ্বাস না করে, সে একবার বিকেলবেলা গোলদীঘিতে ঘুরে আসুক।

রামতনু ॥ তোমার কথায় আমার মন সায় দেয়, কিন্তু—

কৃষ্ণমোহন ॥ কিন্তু কি ? খৃষ্টান ধর্ম—এইত ? তবু যদি নিজের ধর্মে আস্থা থাকত।

রামগোপাল ॥ না-না, তোমরা তনুকে কিছু বল না। শোনো তারাচাঁদ, তোমরা ব্যাপারটাকে একটু বুঝতে চেষ্টা কর। হেয়ার আমাদের শুভানুধ্যায়ী, আমরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। তাঁর মত নিঃস্বার্থ বন্ধুর

উপদেশ কদাচ উপেক্ষণীয় নয়। আজ যদি আমরা সমাজপতিদের এভাবে আক্রমণ করি, তারা সহজে ছাড়বে না।

তারাচাঁদ ॥ সমাজপতিরা! অর্থাৎ, তোমার রাধাকান্ত দেব, ভবানী বাঁড়ুজ্জে, মতিলাল শীল?—যত সব সনাতনী কূপমণ্ডুকের দল!

রামগোপাল ॥ ভুলে যেওনা আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারে এঁদের দান কম নয়। এঁদের অর্থ আছে, সামর্থ্য আছে,—এঁরা দান করতে জানেন।

তারাচাঁদ ॥ আর তুমিও ভুলে যেওনা এই সব লোকই রাজাকে অপদস্থ করেছিল, ডিরোজিও-কে পদচ্যুত করেছিল। তোমাদের কথা শুনে মনে হয় যেন এদের সাহায্য ব্যতীত এদেশে শিক্ষার গোড়াপত্তন হতো না। আশ্চর্য্য! তুমি মনে রেখ, রামগোপাল,—রাজার কথা ছেড়ে দাও, এক ডিরোজিও বেঁচে থাকলে যা করতে পারতেন, এদের শত চেষ্টায় তার শতাংশের একাংশ হবেনা।

কৃষ্ণমোহন ॥ তোমরা জান হেয়ারের সামান্য অনুরোধ আমার কাছে আদেশতুল্য। কিন্তু এটা আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন নয়, প্যারী। এখানে বৃহত্তর স্বার্থ জড়িত আছে।

রামতনু ॥ কিন্তু ভায়া, এই সব নিয়ে হিন্দুকলেজের ছেলেদের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। এখন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাদের উৎসাহ দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত।

তারাচাঁদ ॥ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হবে, মূঢ়তাকে অস্বীকার করতে হবে। আর এই কর্তব্য পালনে সব কিছুকে মেনে নিতে হবে, সে যত অপ্রিয়ই হোক্।

কৃষ্ণমোহন ॥ ঠিক বলেছ, তাঁরাচাঁদ। না—না প্যারী, আমি এ বিষয়ে হেয়ারকেও মানতে পারবোনা।

রামগোপাল ॥ বাঁড়ুজ্জে, তুমি একবার ডাফের সঙ্গে পরামর্শ কর, তাঁকে সব খুলে বল। আমার ভয় ভবিষ্যতের জন্য।

তারাচাঁদ ॥ ভয়—ভয়—ভয়! তোমাদের বিভীষিকা নিরসন করবে কে? তোমাদের নাবালকত্ব কি কখনও ঘুচবেনা? হয় ডেভিড হেয়ার, না হয় আলেকজাণ্ডার ডাফ—একটা অভিভাবক না হলে যেন দিশেহারা হয়ে পড়। তোমরা হিন্দু কলেজের ছেলেদের জানো?

রামতনু ॥ জানি বলেই ত ভয়।

তারাচাঁদ ॥ কিন্তু আমি তাদের জানি বলেই আমার ভরসা।

রামতনু ॥ একদিক দিয়ে তারাচাঁদ ঠিকই বলেছে। মধু দত্ত, রাজনারায়ণ বোস, ভুদেব মুখুজ্জে—এদের খ্যাতি আজ কারও অবিদিত নয়। এদের উপর অনাস্থা—

তারাচাঁদ ॥ তাকে আমি বলি নাস্তিকতা। এরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ, আমরা নয়।

প্যারীচাঁদ ॥ আবার শুনি সংস্কৃত কলেজ থেকে এক ছাত্র সম্প্রতি উত্তীর্ণ হয়েছে, তার মেধা প্রতিভার তুল্য, আর তার চরিত্র তার মেধাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রামগোপাল ॥ জানি, তার কথা রামকমল বলছিলেন। তর্কালঙ্কার বলেছেন, “এ বালক বয়োবৃদ্ধ হলে, বাংলাদেশে অদ্বিতীয় হবে।”

তারাচাঁদ ॥ [সোৎসাহে] মাভৈঃ : মাভৈঃ! তোমরা শুধু এগিয়ে চল ঃ “চরৈবেতি, চরৈবেতি!” দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই সমস্যার সমাধান হবে, তাকে এড়িয়ে গেলে চলার পথ বন্ধ।

[উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

রামগোপাল ॥ একি উঠ্‌ছ কেন? কোন সিদ্ধান্তই তো হলো না।

তারাচাঁদ ॥ [যাইতে যাইতে] সিদ্ধান্তের কি প্রয়োজন। তর্ক ত হলো।

কৃষ্ণমোহন ও প্যারীচাঁদ ॥ তাহলে আমরাও উঠি।

রামগোপাল ॥ কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় এস। একটু নাচগানের ব্যবস্থা করেছি।

তারাচাঁদ ॥ [ফিরিয়া দাঁড়াইয়া] মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, রামগোপাল, আমাদের সঙ্গে ধর্মসভার প্রভেদ বাচনিক মাত্র; ব্যবহারে আমাদের গোত্র এক। তাদেরই মত সকালে গভীর আলোচনায় দিন আরম্ভ হয়, আর সন্ধ্যায় হাল্কা নাচগানে হয় সব উৎসাহের অবসান। ছিঃ!

[প্রস্থান]

রামগোপাল ॥ শুনলে? অথচ নাচগানে ওরই উৎসাহ সব চেয়ে বেশী। মেজাজ বোঝা ভার।

রামতনু ॥ ঐ নাচগানটা বাদ দিলেই পারতে, গোপাল্।

রামগোপাল ॥ যাও, যাও, তোমাদের কাউকে আসতে হবে না। যত সব নিরামিষাশী বামুনের দল। যাও, গিয়ে 'তত্ত্ববোধিনী'তে যোগ দাও।

প্যারীচাঁদ ॥ [হাসিয়া] ভয় নেই, ভায়া, তারাচাঁদ আসবেই। তনুকেও আমি নিয়ে আসব। এখন চল্লাম।

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান: হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষের ঘর। সোমবার অপরাহ্ণ। অধ্যক্ষ কের (Kerr) সাহেব চেয়ারে বসিয়া টেবিলে লেখাপড়া করিতেছেন। টেবিলের উপর বই, ফাইল ইত্যাদি। উপরে টানাপাখা হাওয়া করিতেছে।]

কণ্ঠস্বর॥ [দরজার বাহির হইতে] আসতে পারি, স্যর?

কের॥ ভিতরে এস!

[মধুসূদন দত্ত প্রবেশ করিলেন। চেহারা নাতিদীর্ঘ, শ্যামবর্ণ, কুঞ্চিত কেশ, আয়ত চক্ষু, গালের দুইপার্শ্বে অল্প কেশরাজি নামিয়া আসিয়াছে, পরিধানে সাহেবী পোষাক।]

মধু॥ গুড্ মর্নিং, স্যর। আপনি কি আমায় ডেকেছেন?

কের॥ গুড্ মর্নিং, ডাট্। একটা জরুরি প্রয়োজনে তোমায় ডেকেছি। ঐ চেয়ারে বস।

মধু॥ ধন্যবাদ, স্যর। [সাহেবের সামনে টেবিলের অপর দিকে উপবেশন]

কের॥ [একটা ফাইল হইতে কতকগুলি আলপিনে গাঁথা কাগজপত্র বাহির করিয়া] আমি বিশেষ ভাবে দুঃখিত, ডাট্, যে তোমার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর অভিযোগ আমার হস্তগত হয়েছে।

মধু ॥ এ অভিযোগ কে করেছেন জানতে পারি ?

কের ॥ স্বয়ং সম্পাদক। তাঁর কানে উঠেছে যে তুমি কলেজের নিয়মাদি পালন কর না ; তুমি অবাঞ্ছিত মিটিং-এ নিজে যাও, ও অপরকে যেতে উৎসাহিত কর। বিশেষতঃ কাল বিতর্ক সভায় তোমার বক্তৃতায় আপত্তি উঠেছে—যা আমি অগ্রাহ্য করতে পারি না।

মধু ॥ আমি বলতে চাই, স্যর—

কের ॥ আমার বক্তব্য শেষ করতে দাও।···আর ও রকম বিরক্তির ভঙ্গী করোনা। ওটা অত্যন্ত অশোভন। বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করবার বয়স তোমার নিশ্চয় হয়েছে।

মধু ॥ [অধৈর্য সহকারে] আমি কিছুই অন্যায় করিনি যার জন্য আপনি—

কের ॥ অনুগ্রহ করে প্রতিবাদ করোনা। কলেজের নিয়ম তোমার মানা উচিত। [হাতের কাগজগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া] অভিযোগ পাবার পরে আমি তোমার সম্বন্ধে তোমার শিক্ষকদের মতামত জেনেছি। তা আমাকে বাস্তবিক খুশী করেছে।

মধু ॥ ধন্যবাদ, স্যর।

কের ॥ সকলেই—বিশেষ করে কর্ণেল রিচার্ডসন ও রামবাবু —বলেছেন তোমার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। অতএব তোমার পক্ষে বিন্দুমাত্র সংযমের অভাব বা নিয়মানুবর্তিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন নিশ্চয় অনুচিত।

মধু ॥ আমি বলতে চাই, আমি অন্যায় কিছু করিনি।

কের ॥ গত শনিবার বাবু রাধাকান্ত দেবের বাড়ীর সামনে একদল ছেলে উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রেছিল। তুমি কি তাদের মধ্যে ছিলে ?

মধু ॥ [বিস্মিতভাবে] আমি ?···আমাকে বলছেন ?···আপনি বিশ্বাস করেন ?

কের ॥ না, করি না। আমি মনে করি তোমার দ্বারা এ ধরনের কাজ অসম্ভব।

মধু ॥ [কিছুটা শান্ত হইয়া] ধন্যবাদ, স্যর।

কের ॥ কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। তুমি অত্যন্ত বেপরোয়া। তুমি হিন্দু কলেজের ছাত্র হয়ে হিন্দু বিরোধী যে সব বক্তৃতা দাও তা আমি ক্ষমা করলেও কলেজের কর্তৃপক্ষেরা ক্ষমা করতে রাজী নন।

মধু ॥ সে-টা আপনার বিবেচ্য, আমার নয়।

কের ॥ এ ছাড়া কুসঙ্গীর পাল্লায় পড়ে তোমার আচরণ উচ্ছৃঙ্খল হতে পারে—এ সম্ভাবনাও—

মধু ॥ [সগর্বে] স্যর, আমার সঙ্গী যারা, তাদের চরিত্র, তাদের প্রতিভা, তাদের বিদ্যা সর্বপ্রকার সন্দেহের বহু উর্ধ্বেঃ তাদের আপনিও চেনেন—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, গৌরদাস বসাক—

কের ॥ [হাসিয়া] জানি, জানি ডাট্। তোমার সঙ্গে আলাপ করে আমি প্রীত হয়েছি।

মধু ॥ কিন্তু আপনাকে কোন ভুল ধারণার মধ্যে থাকতে দেব না, স্যর। কলেজের ভিতরে আমি নিয়ম মেনে চলি ও চলব। কিন্তু কলেজের বাইরে আমি ব্যক্তিস্বাধীনতা দাবী করি। আমাদের ইংরাজী শিক্ষায় প্রয়োজন কি যদি ইংরাজী স্বাধীনতার মর্ম আমরা না বুঝি ?

কের ॥ [ঈষৎ বিরক্ত] এসব বোঝবার বয়স তোমার এখনও হয়নি। এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য কর্তৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ মেনে চলা। তাই তোমাকে······[সাদা কাগজ আগাইয়া দিলেন] তোমাকে একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে—

মধু ॥ [উত্তেজিত] আমি দেব লিখিত প্রতিশ্রুতি ? কেন জানতে পারি ? [দাঁড়াইলেন]

কের ॥ [কঠোরভাবে] কারণ আমি, হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ, তোমাকে বলছি—

মধু ॥ [হঠাৎ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া] না স্যর, আমি কোন প্রতিশ্রুতি দেবনা, লিখিত বা অলিখিত, আপনার কাছে বা আপনার মনিবদের কাছে। আমার চরিত্রই আমার একমাত্র প্রতিশ্রুতি, একথা আপনার মনিবদের জানিয়ে দেবেন।

[গট গট করিয়া চলিয়া গেলেন]

কের ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইলেন] My God ! a fire-brand ! একে শাসন করতেই হবে। সম্পাদক ঠিকই ধরেছেন।

[ক্রোধভরে টেবিল ছাড়িয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে লাগিলেন ; ঘন ঘন সিগারেট ফুঁকিলেন। তাহার পর স্বস্থানে ফিরিয়া হাঁক দিলেন।]

চাপরাশী ! চাপরাশী !

চাপরাশী ॥ [নেপথ্যে] জী হুজু-উ-উ-র।

[চাপরাশীর প্রবেশ ও আভূমি নত হইয়া সেলাম]

কের ॥ যদুবাবুকে সেলাম দাও।

[চাপরাশী পুনরায় সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল]

[একটু পরে যদুবাবুর প্রবেশ। পরণে চাপকান-চোগা। ঘরে প্রবেশ করিয়া ঈষৎ হেঁট হইয়া বারবার সেলাম করিয়া টেবিলের সামনে দাঁড়াইলেন।]

কের ॥ যদুবাবু, এই নোটিশটা লিখে নিন—"অধ্যক্ষের প্রতি দুর্বিনীত আচরণ হেতু দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর মধুসূদন দত্তের বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার সাময়িকভাবে রহিত করা হইল। অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা না করা পর্যন্ত এ আদেশ বলবৎ থাকিবে।"

[যদুবাবু লেখা শেষ করিয়া কের সাহেবকে দিলেন ; তিনি সই করিয়া দিলেন।]

কের ॥ এই নোটিশের এক কপি ছাত্রের পিতার কাছে পাঠিয়ে দিন। অন্য কপি প্রত্যেক ক্লাসে দেখিয়ে নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিন।

যদুবাবু ॥ Yes, স্যর। Very good, স্যর। In the twinkling of my eye-lashes, স্যর।

কের ॥ [যদুবাবুকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া] আপনি অপেক্ষা করছেন কেন ? যা বলেছি সব যেন এখনই করা হয়। [উপবেশন]

যদুবাবু ॥ Yes, sir! Thank you, sir! [সেলাম করিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া] May I interpolate an interruption, স্যর ?

কের ॥ কি বলছেন ? আমার এখন সময় নেই।

যদুবাবু ॥ I verily prognosticate, sir, without fear or favour, that this will create a veritable cyclone in the teapot of Hindu College.

কের ॥ কি বলছেন আপনি ?

যদুবাবু ॥ মধু, স্যর, is a very big man's son. The Royal Swan of Avon-এর ভাষায়, "he is the glass of fashion and the mould of form, the admired of all admirers"—যাকে the Homer of England বলেছেন—"the cynosure of neighbouring eyes."

কের ॥ যদুবাবু, আপনার উপদেশ শুনতে চাই না এখন।

যদুবাবু ॥ আমি আপনাকে উপদেশ দেব ? Sir, I may be a malapert, but I am not impertinent. The humble prayer and submission of

your devoted servant [সেলাম করিয়া] is that this notice should for the present hang fire, or remain dormant in a state of suspended animation. Sir, I will catechise the urchin. He reveres my hoary hair and avuncular wisdom. Only a private admonition in your augustan chamber ; no hubble-bubble, toil and trouble, no much ado about nothing. Indite an epistolary communication to the author of his being, I mean—

কের ॥ [হাসিয়া] You mean his father, do you not, Jadu Babu ?

যদুবাবু ॥ Yes, sir,—a very very big man, sir. He shakes down all the pagoda trees of the Sudder Court. He will reprimand his olive branch, and then, sir, as the greatest of poets, dramatists and what not, of Albion said, all's well that ends well.

কের ॥ [সহাস্যে দাঁড়াইয়া ও যদুবাবুর পিঠ চাপড়াইয়া] All right, all right, Jadu Babu. As you like it, or what you will. বুধবার পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

যদুবাবু ॥ ধন্যবাদ, sir. [সেলাম ঠুকিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া]

You, sir, are the very milk of masculine kindness.

[প্রস্থান]

কের ॥ হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সংস্কৃত কলেজের প্রাঙ্গণ। সন্ধ্যাবেলা। ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা (সম্প্রতি বিদ্যাসাগর হইয়াছেন) কলেজের সিঁড়ির সম্মুখে পায়চারি করিতেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় ধীরে ধীরে প্রবেশ করিলেন।]

ঈশ্বর ॥ [অন্যমনস্কভাবে] ভূদেব যে। কি খবর ?

ভূদেব ॥ কলেজে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। ফেরবার পথে আপনাকে দেখে এলাম।

ঈশ্বর ॥ [পায়চারি করিতে করিতে] ও !

ভূদেব ॥ কাল বিতর্ক সভায় কতকগুলো অপ্রিয় বাদানুবাদ হলো ; তারপর আজ এই কাণ্ড—ভাবলাম আপনার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করব।

ঈশ্বর ॥ [পূর্ববৎ] তাই না-কি ?

ভূদেব ॥ আপনাকে যেন বিচলিত দেখছি।

ঈশ্বর ॥ [দাঁড়াইয়া] তোমার যদি কিছু বলবার থাকে বলেই ফেল না। অত ভনিতায় কাজ কি ? কবে যে তোমরা ভদ্রতা ছেড়ে সোজা মনের কথা বলতে শিখবে ! তোমাদের চেয়ে মুটে মজুরদের সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে।

ভূদেব ॥ আজ আমি যাই—আর একদিন আসব।

ঈশ্বর ॥ অমনি রাগ হলো? ভদ্রলোকের আত্মমর্যাদায় ঘা পড়েছে, সোজা কথা! [হাসিয়া] পোড়া-কপালে বামুন, আমার কথায় আবার রাগ!

ভূদেব ॥ না, না, রাগ হবে কেন?

ঈশ্বর ॥ রাগ নয়, অভিমান। তোমাদের মন জুগিয়ে কথা বলতে প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে। যেমন ঘরে তেমনি বাইরে। বস এখানে [সিঁড়ির উপর বসিলেন; ভূদেবকে পাশে বসাইলেন]। কি বলছিলে? বিতর্ক সভায় বাদানুবাদ হলো। বিষয়টা গুরুতর নিশ্চয়।

ভূদেব ॥ হিন্দু সমাজ আর ধর্মের উপর এক প্রচণ্ড আক্রমণ। তাতে প্রধান অংশ নিলে—মধুসূদন দত্ত, আমার বন্ধু ও সহপাঠী।

ঈশ্বর ॥ নামটা শুনেছি। লোকে বলে যেমন মেধাবী তেমনি উচ্ছৃঙ্খল। তবে বড়লোক হলেও গরীবের প্রতি দয়ামায়া আছে—তাই না?

ভূদেব ॥ সেইজন্যেই তো তার সকল দোষ সত্ত্বেও তাকে ভালবাসি। আপনি হয়ত জানেন না, গত বছর কলেজের বেতন দিতে না পারায় আমার কলেজ ছাড়বার উপক্রম হয়েছিল।

ঈশ্বর ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বটে সময়মত কি একটা জলপানি পেয়েছিলে, না?

ভূদেব ॥ আমি সে কথা বলছি না। কলেজ ত্যাগ করছি শুনে মধু আমার কাছে এসে গোপনে আমার সমস্ত বাকী টাকাটা দিয়ে দিতে চাইল। আমি যাতে গ্রহণ করি সেজন্য তার কত আগ্রহ! বড়লোকের আদুরে ছেলে,—হয়ত টাকা দিতে চাওয়াটা কিছুই নয়, কিন্তু তার অন্তরের যে পরিচয় পেয়েছি, সে ভোলবার নয়।

ঈশ্বর ॥ বেশ, বেশ। পোড়া দেশে এসব শুনলেও আনন্দ হয়।

ভূদেব ॥ কিন্তু সে আজকাল বড় বাড়াবাড়ি করছে। ধর্ম নিয়ে সে কোন দিন মাথা ঘামায় না, কিন্তু এখন তা নিয়ে সে বক্তৃতা করছে। কের্ সাহেব পর্যন্ত চটে আগুন। তাকে কলেজ থেকে সাস্‌পেণ্ড করেছেন। আমরা ক্ষমা চাইতে বলেছিলাম—কোন কথা শুনবে না। হিন্দু সমাজ ভাঙবে—[হাসিয়া] এই নাকি তার পণ। এই নিয়ে—

ঈশ্বর ॥ মধু এই সব কথা ভাবছে? এই সব তোমাদের বলছে? ভালো, ভালো। আমার মনের ব্যথা, ভূদেব, তাকে পর্যন্ত স্পর্শ করেছে। তুমি তাকে আমার আশীর্বাদ জানিও। টুলো পণ্ডিত আমি, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নির্বীর্য,—তবু আমি তার সহায়তা করব।···[চিন্তিত] কিন্তু সে কি পারবে? তার যে পরিমাণ উৎসাহ আছে, সে পরিমাণ অধ্যবসায় আছে কি? এত দু'এক দিনের কাজ নয়, ভূদেব।

ভূদেব ॥ একি বলছেন আপনি? এই সব কি আপনি সমর্থন করেন? আপনি কি চান আজ এই ভাঙনের যুগে আমাদের ধর্মের বুনিয়াদ ধ্বংসে যাক্? সমাজের কাঠামো ভেঙে যাক্?

ঈশ্বর ॥ ভূদেব, জানি তুমি ব্রাহ্মণ সন্তান, শাস্ত্রাভিমানী। বলতে পার, এ সমাজের কোন্ দিকটা তোমার মনে আশার সঞ্চার করে? এর কি দেখলে তুমি মনে তৃপ্তি পাও?

ভূদেব ॥ কিছুই নেই কি? অধঃপতন হয়েছে—তা স্বীকার করি। কিন্তু উদ্ধারের পথ কি নেই? আপনি মহাপণ্ডিত, মহাশক্তিমান পুরুষ, যদি আপনি—

ঈশ্বর ॥ [কঠোর হইয়া] থাক্, হয়েছে। মুখের উপর খোসামোদ করার বিদ্যাটাও আয়ত্ত করেছ দেখছি। ও পথ ছেড়ে দাও।

ভূদেব ॥ [অপ্রতিভ] না, না, খোসামোদ কেন, এ ত সকলেই বলে।

ঈশ্বর ॥ অপরাধ আর বাড়িও না, ভূদেব। চিরদিন জেনে রাখ একলা মানুষ কিছুই নয়,—তার কোন শক্তি নেই। সে আগুন জ্বালাতে পারে, ক্ষণিকের উত্তাপ হয়ত জোগাতে পারে, কিন্তু স্থায়ী আলো দেবার সামর্থ্য তার নেই।··· যাক্, এসেছ আমার কাছে উপায়ের পথ জানতে? আমিও এই মুহূর্তে এই কথাই ভাবছিলাম। দু' ঘণ্টা এখানে

পায়চারি করছি, মনের মধ্যে তোলপাড় করছি, শাস্ত্রের মধ্যে নির্দেশ খুঁজছি। কিন্তু কোথাও কোন পথ দেখছি না। এই অন্তঃসারশূন্য প্রাচীন আদর্শের পরিত্যক্ত খোলসের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবে—এমন মহাপ্রাণ কে আছে? তাই যখন শুনলাম মধু এই দিকে মন দিয়েছে, অর্বাচীনদের এই দিকে উৎসাহিত করছে, হঠাৎ যেন অন্ধকারের মধ্যে এক ঝলক আলো দেখতে পেলাম। মনে হলো হয়ত এ জাতির ভবিষ্যৎ আছে।

ভূদেব॥ স্বীকার করি আমাদের সমাজে অনেক গলদ প্রবেশ করেছে। কিন্তু তবু সংস্কারেরও তো অবকাশ আছে।

ঈশ্বর॥ না, ভূদেব, না। সংস্কারের শত্রু অনেক। একদলে আছ তোমরা,—যারা অতীতের স্বপ্নকে বর্তমানের মধ্যে কল্পনা করে খুশী হও; যারা বর্তমানের বাস্তবকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে চাও; আমরা কত প্রাচীন এই ভেবেই আত্মপ্রসাদ লাভ কর। আর এক দলে আছে দেশের পণ্ডিত-মূর্খেরা—যারা শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করে নিজেদের হীন প্রবৃত্তি চরিতার্থ করছে, এবং যে পাঁকের মধ্যে নিজেরা তলিয়ে গেছে, তার মধ্যে সকলকে টেনে আনবার চেষ্টা করছে।

ভূদেব॥ [হাসিয়া] হঠাৎ আমাদের উপরে আপনি এতটা রুষ্ট হয়েছেন কেন?

ঈশ্বর ॥ তবে শোন, ভূদেব। আজ সকালে আমাদের বাচস্পতি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। শুনেছ বোধ হয়, ঐ সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ একটি দ্বাদশ-বর্ষীয়া নিরপরাধিনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কন্যার পাণিগ্রহণ করে তাঁর পিতৃকুল উদ্ধার করেছেন। আমার সমস্ত অনুরোধ অনুনয় উপেক্ষা করে তিনি এই কাজ করলেন। কেন?—না, তা না হলে আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সংসারধর্ম পালন করা সম্ভব হয় না। বোঝ একবার, সংসারধর্মের কি মহান আদর্শ! আজ তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ীতে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হলো। ভেবেছিলাম প্রণাম করে কোন কথা না বলে চলে আসবো। কিন্তু তা হলো না। বাচস্পতিমহাশয় নবপরিণীতা বধূর ঘোমটা খুলে দেখালেন। দেখলাম,—তোমাকে কি বলব, ভূদেব,—[গাঢ়স্বরে] দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। আমি ছুটে পালিয়ে এলাম। কিন্তু কাকে এসব বলছি? তুমি ত এঁদেরই দলে।

ভূদেব ॥ এ অত্যন্ত গর্হিত কর্ম নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই কি আমাদের ধর্ম? এই বিকৃতিকে কি আমরা সত্য বলে স্বীকার করব?

ঈশ্বর ॥ সেদিন গ্রামে গিয়ে মায়ের কাছে শুনলাম, একটি ব্রাহ্মণ-বিধবার সদ্যোজাত শিশুকে তার পিতামাতা—তারা কসাই নয়, তারা ব্রাহ্মণ, তোমার আমার মত শাস্ত্র নিয়ে

তাদের কারবার—তারা সেই শিশুকে হত্যা করেছে, গলা টিপে হত্যা করেছে।

ভূদেব ॥ এসব নিয়ে তর্ক করবার ধৃষ্টতা—বিশেষ করে আপনার সঙ্গে—আমার নেই। কিন্তু এ রকম কটা হয়? আর বাস্তবিক সব সমাজেই কি এ রকম ঘটনা দু' একটা পাওয়া যায় না?

ঈশ্বর ॥ তুমি ভুল করো না, ভূদেব। অনাচার ব্যভিচার মানবসমাজ মাত্রেই আছে। কিন্তু তার প্রতিকারের ব্যবস্থাও আছে। আমার জিজ্ঞাস্য এই: সমাজকে রক্ষা করতে কেন হত্যা করতে হলো সেই নির্মল নিষ্পাপ শিশুকে? কি গতি হবে ঐ ব্রাহ্মণ-কন্যার? কি ভবিষ্যৎ আছে বাচস্পতি-বিধবার?

ভূদেব ॥ কি যে বলছেন? বাচস্পতি-গৃহিণী তো বিধবা নাও হতে পারেন।

ঈশ্বর ॥ অর্থাৎ তাঁর অকালমৃত্যু ছাড়া তোমরা তাঁর অন্য কোন গতি কল্পনা করতে পার না। তোমরা কি মানুষ?

ভূদেব ॥ [অপ্রস্তুত ভাবে] না, না,—আমি তা বলছি না, কিন্তু এসব তো ভেবে দেখতে হবে। অধীর হলে তো চলবে না।

ঈশ্বর ॥ রাজা রামমোহন রায়ও তাই চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত শাস্ত্রসম্মত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। একদিন যেমন সুব্রহ্মণ্যকে আহ্বান

করেছিলেন, তেমনি সকলকেই তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তোমরা কি তাঁকে গ্রহণ করেছিলে? তাঁর বক্তব্য কি বিচার করেছিলে? তোমরা তাঁকে নগরান্তপাতি করেছিলে, তাঁকে সমাজে অপাংক্তেয় করেছিলে। পুণ্যাত্মা তিনি, বোধ হয় সেই কারণে তাঁর মৃত্যু হলো বিদেশে।

[ভূদেব চিন্তাক্লিষ্ট ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন]

ঈশ্বর ॥ কিন্তু মধুর কি বাস্তবিক আগ্রহ আছে? শুনেছি সে সৌখীন, বিলাসপ্রিয়, অব্যবস্থিতচিত্ত। ভূদেব, এখনও তোমার হৃদয় আছে। তুমি যদি এইদিকে মন দাও, মধুকে রাজনারায়ণকে উৎসাহ দাও,—আমি তো আছিই ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো, টান দিলেই হাজির হব,—তা হলে হয়তো তোমরা দেশের হাওয়া বদলাতে পারবে। হয়ত তোমরা ধার্মিক না হয়ে মানুষ হতে শিখবে। এই তো আসল পথ—অন্য পথ তো নেই।

ভূদেব ॥ [উঠিয়া] এ ভাবে কখনও চিন্তা করিনি। মধু মুখে আপনাকে শ্রদ্ধা করে; ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে তাকে সংযত করবো। কিন্তু আপনি অন্য দিকে চিন্তার গতি ঘুরিয়ে দিলেন। আবার ভেবে দেখি।

ঈশ্বর ॥ [উঠিয়া] ভেবে দেখছি এই অজুহাতে কালক্ষেপ করো না। একবার যদি শাস্ত্রের অগাধ সমুদ্রে তলিয়ে

যাও তাহলে আর উদ্ধারের পথ নেই। শ্রদ্ধার উপরেও যুক্তি ; শাস্ত্রের উপরেও মানুষ—এ কথা ভুলো না।

ভূদেব ॥ আচ্ছা, আপনার কথা মনে রাখব। আজ তাহলে আসি।

[প্রস্থান]

ঈশ্বর ॥ নাঃ। এর দ্বারা হবে না। এর এখনও মুগ্ধ অবস্থা। কিন্তু আমি কি করব ?—কোন পথে যাব ?

[পুনরায় পায়চারি করিতে লাগিলেন]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান : রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ীতে জাহ্নবী দেবীর ঘর। দক্ষিণে জানালার ধারে কারুকার্য করা মস্ত বড় পালঙ্ক। উত্তরের দেয়ালে কাজকরা আলমারী। পালঙ্কের পাশে একটি বড় আরাম কেদারা, তাহার নিকটে ছোট টেবিল। দেয়ালে নানাবিধ দেবদেবীর ছবি।

অদূরে মেঝের উপর আলবোলা—টেবিলের উপর নল রক্ষিত।

জাহ্নবী দেবী পালঙ্কের উপর বসিয়া আছেন। পরম তৃপ্তির ভাব—যেন কোন অভাবই নাই। গুনগুন করিয়া কীর্তনের সুর গাহিতেছেন। পাশে পানের বড় ডিবে, নীচে পিকদানী। একটি পান সাজিয়া মুখে দিলেন।

'হ্যামলেট' হাতে মধুসূদনের প্রবেশ।]

মধু॥ কি বলছ, মা?

জাহ্নবী॥ বলছিলাম এই তো দুপুর করে বাড়ী এলি; একটু খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর, তা না আবার কি নিয়ে পড়লি?

মধু॥ বিশ্রাম করব? বিশ্রামের সময় কোথায়?

জাহ্নবী॥ আ-হা, ভারী তো কাজ! বলে নেই কাজ ত খই ভাজ।

মধু॥ কাজের শেষ নেই মা। আজই দেখ না—ভোরবেলা থেকে সাতটা পর্যন্ত অঙ্ক কষতে হলো—

জাহ্নবী ॥ কেন শুনি? তুই কি দোকান দিবি না কারবার করবি যে আঁক শিখছিস?

মধু ॥ [হাসিয়া] সে বুঝবে না, মা।...সেদিন ক্লাশে ওরা তর্ক করল, শেক্সপীয়র কখনও নিউটন হতে পারতেন না। একদিন ওদের দেখিয়ে দেব, ইচ্ছে করলেই হতে পারতেন।

জাহ্নবী ॥ তোদের কেবল তর্ক আর রেশারেশি। দিনকাল যে কি হলো! সকালে পাল্কী নিয়ে কোথায় ঘুরে এলি?

মধু ॥ সেই তো বলছিলাম। গেলাম গৌরের বাড়ী; তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম রেভারেণ্ড কেষ্ট বাঁড়ুজ্জের বাড়ী,—হিন্দু কলেজে কের্-এর ব্যাপারটার একটা মীমাংসা তো করতে হবে! তাঁর সঙ্গে দেখা হলো না, কিন্তু তাঁর তুটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হলো, কথা হলো—কি চমৎকার মেয়ে,—তোমাদের হিন্দু ঘরের মেয়ের মত নয়।

জাহ্নবী ॥ [আড়চোখে চাহিয়া] তাদের বয়স কত?

মধু ॥ [হাসিয়া] জিজ্ঞাসা করেছি নাকি? কিন্তু যেমন কথাবার্তা তেমনি বুদ্ধি, আলাপ করে সুখ হয়।

জাহ্নবী ॥ [অবাক হইয়া গালে হাত দিয়া] তোর মতলবটা খুলে বল দেখি। খৃষ্টানদের সঙ্গে অত মাখামাখি কেন? দর্জিপাড়ার গবনে ছোঁড়া পাড়ায় বলে বেড়াচ্ছে তোকে নাকি গির্জেয় পর্যন্ত যেতে দেখেছে। ওঁর কানেও কথাটা তুলেছে।

মধু ॥ আচ্ছা এক গোয়েন্দা জুটেছে! কিন্তু ধর্মে আমার মতি নেই—জানামি ধর্ম, ন চ মে প্রবৃত্তিঃ।

জাহ্নবী ॥ তোর জন্যে যে কি ভাবনা আমার হয়, মধু। সমস্তক্ষণ যেন কাঁটার ওপর বসে থাছি।

মধু ॥ [হাসিয়া] আমি তো দেখছি দিব্যি নরম বিছানার ওপর আরামে বসে আছ। [সামনে বসিলেন]

জাহ্নবী ॥ যাই বলিস্, আমি মনে মনে ঠিক করেছি, লেখাপড়া শেষ হলেই আমি তোর বিয়ে দেব। আমি তো এখনই দিতে চাই, কিন্তু তোর বাপ যে রাজী হয় না।

মধু ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] মা, পৃথিবীতে একমাত্র তোমার কথা আমি ঠেলতে পারি নে, কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে বলো না। ঐ কাজটি আমার দ্বারা হবে না—এখন থেকেই বলে রাখছি।

জাহ্নবী ॥ থাম্, যতসব অনাসৃষ্টি কথা! বাপ-ঠাকুরদা সকলে বিয়ে করে সংসার করে এলেন, আর উনি এলেন সাক্ষাৎ শুকদেব!

মধু ॥ [হাসিয়া] না, না, শুকদেব হবার ইচ্ছে নেই। এমন কি জাহ্নবী-পুত্র হয়েও ভীষ্ম হবার আকাঙ্ক্ষাও নেই। তবে কি জানো, সকলে যা আমি ঠিক তা নই। বাপ-ঠাকুরদার কথা ছেড়ে দাও—তাঁরা মাটির জগতের মানুষ,—খাওয়া-দাওয়া, বিলাস-ব্যসন নিয়েই তৃপ্ত। কিন্তু আমি এইটুকু বুঝেছি—আমার প্রকৃতি ভিন্ন;—আমি

স্বপ্ন দেখি, [দাঁড়াইয়া]—আমি চাই অসম্ভবকে সম্ভব করতে, যা কেউ পারে না তাই করতে।

জাহ্নবী ॥ মধু, আমিও স্বপ্ন দেখি।

মধু ॥ [হাসিয়া] তোমার কথা শুনে হাসি পায়। তোমার স্বপ্ন আর আমার স্বপ্ন ! তুমি স্বপ্ন দেখ—সে এক রূপকথার জগৎ। তোমার রাজপুত্তুর তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে বিয়ে করে আনবে কোন এক অপরূপ রূপসী রাজকন্যাকে, তাদের তুমি বরণ করে নেবে তোমার শ্বশুরের ঘরে ; তাদের সাজাবে গোছাবে,—তোমার যে পুতুল খেলা ত্রিশ বছর আগে ভেঙে গিয়েছিল আবার সুরু হবে সেই পুতুল খেলা ;—আলাদিনের প্রদীপ থাকবে তোমার হাতে, অর্থাৎ বাবার লোহার সিন্দুকের চাবিটা—

জাহ্নবী ॥ [স্মিতহাস্যে দাঁড়াইয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিলেন] এই সবই তো চাইরে, এই আশাতেই তো বেঁচে আছি। তুই বুঝবি না তো বুঝবে কে ? তুই কি আমার যে সে ছেলে ?

মধু ॥ কিন্তু মা, আমার স্বপ্ন অন্য রকমের। তোমার স্বপ্ন সুখের, শান্তির, ঐশ্বর্যের। কিন্তু আমি স্বপ্ন দেখি আমার সামনে রয়েছে দুঃখ, সংঘর্ষ, অশান্তি—

জাহ্নবী ॥ থাম্ বাপু, ওসব বলতে নেই। আমি থাকতে তোর আবার নাকি অশান্তি। যতসব অলক্ষুণে কথা—
[অজানা অশুভের আশঙ্কায় ঠাকুরদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিলেন।]

মধু ॥ [জানালার নিকট দাঁড়াইয়া আকাশের দিকে দেখিতে দেখিতে] যদি জানতে কি আগুন আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে— it would [মায়ের দিকে ফিরিয়া নাটকীয় ভঙ্গীতে]—

[রাজনারায়ণ দত্তের পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ]

Make thy two eyes, like stars, start from
their spheres,
Thy knotted and combined locks to part,
And each particular hair to stand on end,
Like quills upon the fretful porpentine.

রাজনারায়ণ ॥ সাবাস, সাবাস! তোর আবৃত্তি শুনলে দিল খুশ হয়ে যায়। [আরাম কেদারায় বসিলেন।]

জাহ্নবী ॥ [হাসিয়া] ওগো, শোন একবার তোমার ছেলের কথা! ওর ঐ ছোট্ট বুকের মধ্যে অশান্তির আগুন নাকি দাউ দাউ করে জ্বলছে। [বলিতে বলিতে কলিকায় ফুঁ দিয়া, হুঁকার নলটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিলেন।]

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] তাই বলছে নাকি? আবার কিসের প্রয়োজন হলো? পোষাক-আষাক না আসবাব-পত্র? 'রাজ'পুত্তুরের হুকুম, তামিল না করে কি উপায় আছে?

মধু ॥ তোমরা মনে কর, আসবাব পত্র সাজসজ্জা এইসব দিয়েই আমার মনকে ভরে দিতে পারবে। এসব প্রয়োজনীয় জিনিস সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।

আমার মনের বাসনা অভ্রভেদী, গগনচুম্বী,—কিন্তু যাক্ ঃ

The eternal blazon must not be
To ears of flesh and blood.

রাজনারায়ণ ॥ রিচার্ডসন-ই দেখছি ছেলেটার মাথা খেলে। মাঝে মাঝে মনে হয় তোর সবটাই কি অভিনয় ?

মধু ॥ [বুকে হাত রাখিয়া]

I have that within which passeth show,
These are the trappings and suits of woe.

জাহ্নবী ॥ খুব ইংরেজী শিখেছিস্। এখন মাথাটা ঠাণ্ডা কর। এবেলা আবার পাল্কী কি হবে ?

মধু ॥ কলকাতায় কাজ আছে। গৌর, রাজনারায়ণ, ভূদেব —এরা সব আসবে। কলেজের ব্যাপার নিয়ে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর বাড়ীতে কেষ্ট বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রাজনারায়ণ ॥ ভালো মনে করে দিয়েছিস্। কেষ্ট পাদরীর সঙ্গে কবে থেকে দহরম সুরু করেছিস্ ?

মধু ॥ দহরম আবার কি ? তার সঙ্গে আমার পরিচয়ই নেই। তোমাদের মন এত সন্দিগ্ধ !

রাজনারায়ণ ॥ সে জন্যে দায়ী তোমাদের হালচাল। কের্ সাহেব তোমার বিরুদ্ধে নালিশ করে চিঠি দিয়েছে। রামকমল অনেক কথা শুনিয়ে গেল। গবনে বলে তোমরা পাদরীদের বক্তৃতা হামেশাই শুনে বেড়াচ্ছ। না-না, মধু,

ঐ সব খৃষ্টানদের সঙ্গে অত দহরম-মহরম চলবে না, তোমাকে বলে দিচ্ছি। সাবধান!

মধু॥ এটা কি তোমার হুকুম?

রাজনারায়ণ॥ Madhu, have I not been an indulgent father to you?

মধু। Perhaps for that destiny you were born. আমিও কখনো তোমার ন্যায়সঙ্গত আদেশ অমান্য করিনি।

রাজনারায়ণ॥ [ভীষণ ক্রুদ্ধ] কি বলছ? ন্যায়সঙ্গত আদেশ? সেটা বিচার করবে তুমি? মাত্রাজ্ঞান হারিও না, মধু, তোমার বেয়াদপির একটা সীমা থাকা উচিত।

জাহ্নবী॥ [উৎকণ্ঠিত] মধু, তুই চুপ কর। বাড়াবাড়ি করিসনি।

রাজনারায়ণ॥ তুমিই আশকারা দিয়ে ওর মাথা খাচ্ছ।

মধু॥ তোমরা আমার কথাটা শেষ করতে দিলে না। তোমাদের প্রতি আমার কর্তব্য আছে, তা আমি জানি, তাতে অবহেলাও করবোনা; কিন্তু তা ছাড়াও আমার কর্তব্য আছে—সে আমার নিজের প্রতি, যারা আজও জন্মায়নি তাদের প্রতি, আর আমার দেশের প্রতি।

রাজনারায়ণ॥ [বিরক্তভাবে] খুব বড় বড় বুকনি শিখেছিস্।

মধু॥ রাগ করতে পার, কিন্তু জেনে রেখ ভবিষ্যৎ কাল রাজনারায়ণ দত্তকে চিনবে মধুসূদনের পিতা বলে, কিন্তু মধুসূদন দত্তের অন্য পরিচয় থাকবে।

জাহ্নবী ॥ [হাসিয়া ব্যাপারটাকে হাল্কা করিবার চেষ্টায়] যাঃ যাঃ, আর পাগলামি করতে হবে না।

রাজনারায়ণ ॥ [ঈষৎ কৌতুকভরে] একবার শুনে রাখি কি সেই পরিচয়।

মধু ॥ আমাকে সবাই জানবে এদেশের শ্রেষ্ঠ কবি বলে,—হোমার, মিলটনের সমকক্ষ বলে; আমার কাব্য হবে অননুকরণীয়, অবিস্মরণীয়—

Not marbles, nor guilded monuments
Of princes shall outlive this rhyme.

রাজনারায়ণ ॥ [সোৎসাহে] এ ত ভাল কথা। আমিও তো তাই চাই। কিন্তু তা হলে নিজের শক্তিকে সংযত করতে হবে, মধু। খৃষ্টানদের সঙ্গে মেশামিশি করে শক্তির অপচয় করো না।

মধু ॥ খৃষ্টানদের সঙ্গে আমার বিশেষ হৃদ্যতা নেই। যা মিশি তাও শুধু সনাতনীদের উৎপাতে।

রাজনারায়ণ ॥ সনাতনীদের আমিও কিছু সমর্থন করি না। কিন্তু বাড়াবাড়ি ভালো নয়। The golden mean—এই হচ্ছে জীবনের মূলমন্ত্র। তা তুমি কবি হতে চাও এ উত্তম কথা। ইংরেজী শিখেছ, সংস্কৃত খুব ভালোই জানো, এখন বাংলা শেখা দরকার।

মধু ॥ [ঘৃণাভরে] বাংলা শিখব! ছোঃ! এ ভাষায় পাঁচালী-

তর্জা হতে পারে, বড় জোর পয়ার। আমি লিখব ইংরেজীতে,—বায়রণের মিল্‌টনের ভাষায়।

রাজনারায়ণ॥ তাই বা মন্দ কি? কাশীপ্রসাদ ঘোষের কবিতার সুখ্যাতি রিচার্ডসন্ পর্যন্ত করে। কিন্তু যাই করোনা কেন, মধু, তার জন্যে চাই সাধনা, চাই স্বধর্মে বিশ্বাস। আমাদের মহাভারত-রামায়ণ ভালো করে পড়তে হবে, বুঝতে হবে।

মধু॥ যদি জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে না পারি আমি মহাকাব্য রচনা করতে পারব না। কৃত্তিবাসের মত রাম-সীতাকে বাঙালী ঘরের ছেলে-বৌ করে আসর মজাতে পারব না। আমি জীবনকে বড় করব, মানুষকে করব বীর্যবান। তার জন্যে শুধু অভিজ্ঞান নয়, অভিজ্ঞতা চাই।

রাজনারায়ণ॥ যা-ই করবে ভেবে চিন্তে করবে। হঠকারিতা ভালো নয়। আচ্ছা, আমি এখন একটু বিশ্রাম করি।

[মধুর প্রস্থান]

বুঝলে, গিন্নী, ব্যাপার বড় সুবিধের নয়। বড় বড় কথা বলে, ছেলেমানুষী মনে করে গ্রাহ্যের মধ্যে আনি নে। কিন্তু আজকালে যে রকম ছেলেধরার উৎপাত, এ সব দেখে শুনে নিশ্চিন্ত হতে পারি নে। আবার কেষ্ট বাঁড়ুজ্জের সঙ্গে জুটেছে,—সে ওদের সেরা আড়কাঠি।

জাহ্নবী॥ তার আবার শুনেছি সুন্দরী মেয়ে আছে।

রাজনারায়ণ॥ কে বললে? মধু?

জাহ্নবী॥ ওর মুখে শুনেই তো বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমাদের মেয়েদের কথায় কথায় ঠাট্টা করে। না-জানি ইংরেজী-শেখা খৃষ্টানী মেয়ের পাল্লায় পড়ে কি না কি করে বসে।

রাজনারায়ণ॥ নাঃ, আর আলগা দেওয়া যায় না। ওকে দস্তুর মত শাসন করতে হবে।

জাহ্নবী॥ দেখ, ছেলে তোমার কাছে আর কিছু না পাক, সৃষ্টিছাড়া জিদ পেয়েছে। এখন শাসন করতে গেলে হয়ত হিতে বিপরীত হবে।

রাজনারায়ণ॥ হ্যাঁ গো হ্যাঁ, ওসব জানি। এখন কি যে করি!

জাহ্নবী॥ অদৃষ্টে কি আছে ভগবান জানেন।

রাজনারায়ণ॥ ভেবে কোন লাভ নেই, গিন্নী। যা হবার তা হবেই। কপালের লেখা কে খণ্ডাতে পারে?

জাহ্নবী॥ দেখ, একটা কথা বলব?

রাজনারায়ণ॥ কি?

জাহ্নবী॥ একবার তুমি কেষ্ট খৃষ্টানের কাছে যাওনা।

রাজনারায়ণ॥ তাতে লাভ?

জাহ্নবী॥ একবার বুঝিয়ে বলনা, যেন মধুকে ছেড়ে দেয়। [হঠাৎ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে] ও ছাড়া যে আমাদের কিছু নেই গো।

রাজনারায়ণ॥ ভেবে দেখি। [দীর্ঘ নিঃশ্বাস]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[লর্ড বিশপের প্রাসাদ। একটি বসিবার ঘর। মধ্যে বড় টেবিল, চারপাশে চেয়ার। দেয়ালে বই-এর আলমারী।

আর্চডীকন ডিয়ালট্রি ও ডাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ আলোচনা করিতেছেন]

ডাফ॥ আমার মন কিছুতেই সায় দিচ্ছে না, ডিয়ালট্রি। এ স্বর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিলে আফশোষের অবধি থাকবে না। বিধর্মীর সঙ্গে আপোষ! এ চিন্তা করাও যে পাপ।

ডিয়ালট্রি॥ ঐ তো তোমার দোষ, ডাফ। তোমরা presbyterian—তোমাদের ধর্ম ছাড়া কর্ম নেই, গির্জে ছাড়া গরজ নেই।

ডাফ॥ তোমারই কি আছে? না থাকা উচিত?

ডিয়ালট্রি॥ বাস্তবপন্থী হও, ডাফ। মাটিতে নেমে এস। ধর্ম খুবই উৎকৃষ্ট বস্তু, কিন্তু একমাত্র বস্তু নয়।

ডাফ॥ হয়ত তা নয়, কিন্তু তার চেয়ে বড়ও কিছু নেই, এটা মনে রেখ।

ডিয়ালট্রি॥ কিন্তু যদি ধর্ম ও সাম্রাজ্য এই দু'য়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, তুমি কি করবে?

ডাফ॥ এও আবার তুমি জিজ্ঞাসা করছ, আর আমাকে বলতে হবে? কিসের জন্য আমাদের সাম্রাজ্য—কিসের জন্য আমাদের দেশ ছেড়ে এখানে আসা—যদি পৌত্তলিকদের আত্মাকে ধর্মের আভরণে সাজাতে না পারি?

ডিয়ালট্রি ॥ চমৎকার উপমা। আমি তারই স্বযোগ নিয়ে বলব পৌত্তলিকের আত্মা যদি নিরাভরণ থাকে, নরক-যন্ত্রণা তারাই ভোগ করবে। কিন্তু তাদের নশ্বর দেহ যদি অনাবৃত থাকে, অনশনের যন্ত্রণা ভোগ করবে আমাদেরই দেশের লোক।

ডাফ ॥ ফুঃ! মাফ করো ডিয়ালট্রি, তোমাদের এই ধরণের কথা শুনলে ধৈর্য রাখতে পারি না।

ডিয়ালট্রি ॥ মোট কথা আমি বলতে চাই, হিন্দুদের ধর্মান্তর-করণ ধীরে স্বস্থে চলতে পারে, কিন্তু আমাদের দেশের কাপড়ের কলগুলি সজোরে চালাতে হবে। আর একথা ভুলো না, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিস্তার হিন্দুদের সহযোগিতার ওপরেই নির্ভর করে।

ডাফ ॥ [উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে] তোমাদের এইসব উক্তি আমাকে আরও অধীর করে।

ডিয়ালট্রি ॥ ঐ তোমাদের মস্ত দোষ। তুমি একে Scotch, তার ওপরে presbyterian—

ডাফ ॥ তোমার ঐ বস্তাপচা রসিকতা থামাও। হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা আজ প্রস্তুত। ডিরোজিও-র নাস্তিকতা অনেক জঞ্জাল পরিষ্কার করে দিয়েছে। তার সেরা ছাত্র কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি আজ আমাদের সহায়। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির প্রতি এদেশে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা! তুমি কি বলছ, ডিয়ালট্রি? মাটি প্রস্তুত, এখন বলছ বীজ-বপন

বন্ধ করব ? অন্তিমকালে প্রভুর কাছে কি কৈফিয়ৎ দেব ?

ডিয়ালট্রি ॥ বস, বস। অত উত্তেজিত হয়ো না। তুমি ধর্ম জানো, রাজনীতি জানো না। ভারতবর্ষের প্রত্যেক বৃটনকে রাজনীতি বুঝতে হবে। এই বিরাট দেশের অসংখ্য নরনারীর মধ্যে আমরা মুষ্টিমেয়। হিন্দুদের গোঁড়ামি খুঁচিয়ে জাগিয়ে দিলে আমরা কদিন টিকতে পারব ?

ডাফ ॥ সতীদাহ বন্ধ করবার সময়েও তোমরা অনেকে তাই ভাবতে বটে, কিন্তু অবশেষে ঐ কুপ্রথা বন্ধ হলো, এবং তাতে আকাশ মাথায় ভেঙে পড়েনি।

ডিয়ালট্রি ॥ তখন রামমোহন ছিলেন। সব ঝুঁকি তিনি মাথা পেতে নিয়েছিলেন। সব আক্রমণ তাঁর ওপরে পড়েছিল।

ডাফ ॥ আজও ব্যানার্জি আছেন। তিনি রামমোহনেরই মত, কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, সর্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। রাম-মোহন ছিলেন খৃষ্টান-বিদ্বেষী, হিন্দুদের ঘৃণার পাত্র। কৃষ্ণমোহন খৃষ্টান, অথচ তাঁর প্রতি উভয় পক্ষই শ্রদ্ধান্বিত।

ডিয়ালট্রি ॥ [হাসিয়া] হাসালে, ডাফ, হাসালে। তোমার বন্ধু সবই আছে, কিন্তু সে হিমালয় সদৃশ ব্যক্তিত্ব কোথায় ? সে রাজকীয় ওজস্বিতা কোথায় ?

ডাফ ॥ মনে রেখো, ভগবান তাঁর কাজের জন্যে যোগ্য লোক

পাঠাতে ভুলবেন না। তাঁর কাজ উপযুক্ত লোকের অভাবে পড়ে থাকে না।

[কার্ড লইয়া বেয়ারার প্রবেশ। সে ডিয়ালট্রিকে কার্ড দিল]

ডিয়ালট্রি ॥ বাবুকে এখানে নিয়ে এস। [বেয়ারার প্রস্থান] নাম করতে না করতেই এসে হাজির। রেভারেণ্ড্ ব্যানার্জি।

ডাফ ॥ নাঃ, ওর কাছে মাথা হেঁট হয়ে যাবে।

ডিয়ালট্রি ॥ তুমি ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

[পাদরীর বেশে কৃষ্ণমোহনের প্রবেশ]

ডিয়ালট্রি ॥ [দাঁড়াইয়া] গুড্ মর্ণিং, মিঃ ব্যানার্জি। [করমর্দনের পর উভয়ে চেয়ারে বসিলেন] এই মাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল। আপনার মত একজনকে যে আমরা সত্যধর্মে দীক্ষিত করতে পেরেছি, সাম্রাজ্য-বিস্তার অপেক্ষা এইটাই আমাদের অনেক বড় গৌরবের কথা।

কৃষ্ণমোহন ॥ আমি কেন, যখন আমার দেশবাসী সত্যধর্মের মর্ম বুঝবে, তখন সকলেই একদিন এই ধর্ম অবলম্বন করবে। সেই শুভদিনকে সন্নিকট করবার উদ্দেশ্যেই হিন্দু কলেজের সামনে গির্জে প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এই প্রাণপাত চেষ্টা, মিঃ ডিয়ালট্রি।

ডিয়ালট্রি ॥ ঠিকই বলেছেন, একদিক দিয়ে ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আর একটা দিক আছে, যার প্রতি ভয় হয় আমরা উত্তেজনার বশে মনোযোগ দিই নি। লর্ড বিশপ আমাদের

সেই দিকটা স্মরণ করতে বলছেন। আমি এতক্ষণ ডাফকে সেই কথাই বলছিলাম।

কৃষ্ণমোহন ॥ তিনি কি আমাদের এ চেষ্টা সমর্থন করেন না?

ডিয়ালট্রি ॥ বরং তিনি এর প্রতি বিরূপ। তাঁর যুক্তি আমরা, অর্থাৎ আমি, এখনও খণ্ডন করতে পারিনি। কিন্তু তাঁর কথা তিনিই বলবেন। আমি তাঁকে খবর দিই।

[প্রস্থান]

কৃষ্ণমোহন ॥ কি ব্যাপার, ডক্টর ডাফ! এ কোন্ দিকে হাওয়া বইছে?

ডাফ ॥ সে তুমি আমি কি বুঝবো? আমি স্কচ্, তুমি বাঙ্গালী; সাধ্য কি আমাদের যে স্যাক্সনদের মনের কথা বুঝি। এরা নিজেদের প্রটেস্ট্যান্ট বলে বটে, কিন্তু এদের মন জেস্যুটিক্যাল। এদেরও কাছে ধর্ম রাজনীতির অস্ত্র মাত্র। কিন্তু চুপ—

[লর্ড বিশপ ডিয়ালট্রির সহিত প্রবেশ করিলেন। ডাফ ও কৃষ্ণমোহন দাঁড়াইয়া অভিবাদন করিলেন। করমর্দনের পর সকলেই উপবেশন করিলেন।]

লর্ড বিশপ ॥ আপনাদের আমি ডেকেছিলাম তার কারণ ডিয়ালট্রি সম্ভবতঃ উত্থাপন করেছেন। কিন্তু তার আগে, ডাফ, আমি আপনাকে অভিনন্দন করতে চাই। আপনাদের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ প্রেসবিটিরিয়ান

চার্চ এমন কি ব্যাপটিস্ট মিশনকেও সৎকার্যে পরাজিত করেছে।

ডাফ ॥ আপনি জানেন, ম' লর্ড, আমাদের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিংসা নেই।

লর্ড বিশপ ॥ জানি, জানি। আপনাদের রেশারেশি শুধু সৎকাজে। এই কলকাতায় আপনারা আর একটা গির্জে প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু···আপনাদের স্থান নির্বাচন বোধ হয় যুক্তিসঙ্গত হয়নি। সেই কথা বলবার জন্যেই আমি আপনাদের ডেকেছি।

ডাফ ॥ আমরা বহু বিবেচনার পর ঐ স্থান নির্বাচন করেছি, ম' লর্ড। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা অনেকে আমাদের ধর্ম কথা শোনে। তাদের নিজেদের ধর্ম নেই, সামনে গির্জের দরজা খোলা থাকলে তারা অনেকেই প্রবেশ করতে আগ্রহান্বিত হবে।

লর্ড বিশপ ॥ কিন্তু যে বাধা উঠেছে তা বোধ হয়—অনতিক্রমণীয়।

ডাফ ॥ আমরা তো অন্যায় কিছু করছি না, ম' লর্ড। কারও ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ করছি না।

লর্ড বিশপ ॥ সবই স্বীকার করি। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। এই সেদিন সতীদাহ আন্দোলন সারা হিন্দু সমাজকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। যদিও তাগিদাটা এসেছিল প্রধানতঃ মানবতার দিক দিয়ে, আসলে হিন্দুরা মিশনারী-

দেরই দায়ী করছে। কলকাতার হিন্দু সমাজপতিরা আমাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ। কি প্রাচীনপন্থী, কি প্রগতিশীল—সকলেই আমাদের সন্দেহ করে। এ অবস্থায় গভর্ণমেণ্ট মনে করেন ঠিক এই সময়ে ঠিক এই ভাবে সামাজিক চেতনাকে পুনরায় উত্তেজিত করা অন্যায় না হলেও অযৌক্তিক।

ডাফ ॥ মাফ করবেন, ম' লর্ড, কিন্তু আপনারও কি এই মত ?

লর্ড বিশপ ॥ আমার মত ? তাহলে খুলেই বলি। আমি নিশ্চয় মনে করি কলকাতায় আমাদের উৎসাহ কিছু কম হলেও বিশেষ ক্ষতি নেই। এইটাই আমার আন্তরিক বিশ্বাস।

কৃষ্ণমোহন ॥ কিন্তু, ম' লর্ড, কলকাতাই যে ভারতের প্রাণ-কেন্দ্র। আজ এখানে যা হবে সারাদেশে তা দ্রুত সঞ্চারিত হবে।

লর্ড বিশপ ॥ অপর দিকে কলকাতায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আজ আত্মসচেতন, সংঘবদ্ধ। তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করায় উন্মাদনা আছে নিশ্চয়—[একটু হাসিয়া] তাই না, ডাফ ?

ডাফ ॥ [হাসিয়া] আমি বলব উদ্দীপনা, ম' লর্ড !

লর্ড বিশপ ॥ [হাসিয়া] বেশ, তাই স্বীকার করলাম। কিন্তু কথাটা ভালো করে উপলব্ধি করুন, মিঃ ব্যানার্জি, কারণ আসল দায়িত্ব চিরদিন আপনাদের।—আমার মনে হয়

আমাদের প্রকৃত কর্মক্ষেত্র কলকাতায় নয়, সে হলো ভারতবর্ষের অগণিত গ্রামে। মূক, নিরক্ষর, নিপীড়িত, দরিদ্র, অস্পৃশ্য এই সব গ্রামবাসী—লর্ড জিসাসের বাণী কি এদেরই জন্য নয়? মনে করুন কি আকুল কণ্ঠে তিনি এদের ডেকেছেন,—"এস আমার নিকট, তোমরা সকলে যারা মেহনত কর, যারা ভারক্লান্ত,—আমি তোমাদের শান্তি দিব।" [কিছুক্ষণ সকলে স্তব্ধ, নিরুত্তর]

কৃষ্ণমোহন ॥ কিন্তু এই গির্জার ব্যাপারে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি, ম' লর্ড। এখন সহসা সংকল্প ত্যাগ করলে শত্রুপক্ষ টিটকারী দেবে।

লর্ড বিশপ ॥ [মধুর হাসিয়া] সেইটেই কি হলো সবচেয়ে বড় কথা, মিঃ ব্যানার্জি? ভগবান না করুন, পবিত্র গির্জা যেন আমাদের অহমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

কৃষ্ণমোহন ॥ ম' লর্ড, আপনার তিরস্কার আমার প্রাপ্য, আমায় ক্ষমা করুন।

লর্ড বিশপ ॥ না, না, না, মিঃ ব্যানার্জি, আমি তিরস্কার করবার কে? আমি মাত্র একটা কথা আপনাদের বলতে চাই, সংঘর্ষের উত্তেজনায় আমরা যেন আসল কর্তব্য ভুলে না যাই। যারা ক্ষুধিত, যারা তৃষিত, তাদের মর্মবেদনা আমরা যেন বিস্মৃত না হই। তাই বলি আপনারা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ুন। ঐকান্তিক সেবার বিনিময়ে গ্রামবাসীদের হৃদয় জয় করুন।

ডাফ॥ ম’ লর্ড, আমরা আপনার উপদেশ অগ্রাহ্য করতে পারব না, কিন্তু খুশী হলাম না।

লর্ড বিশপ॥ যীশুতে মন সমর্পণ করুন; সকল দুর্যোগের মধ্যে তিনিই আমাদের পথপ্রদর্শক।

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা॥ হুজুর, তিনজন রাজাবাবু এসেছেন। [কার্ড দিল]

লর্ড বিশপ॥ বাবুদের সেলাম দাও। [ভৃত্যের প্রস্থান] বাবু রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও মতিলাল শীল এসেছেন। এঁরা এসেছেন আমার আমন্ত্রণে। এই ব্যাপারের একটা নিষ্পত্তির জন্য আমি এঁদের ডেকেছি। আশা করি আপনারা আমার মধ্যস্থতা স্বীকার করবেন।

ডাফ॥ ম’ লর্ড, আমরা আপনার আজ্ঞাধীন।

[রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও মতিলাল শীল প্রবেশ করিলেন।]

লর্ড বিশপ॥ [করমর্দন করিয়া] কেমন আছেন রাধাকান্তবাবু, মতিবাবু, রামকমলবাবু? এঁদের সঙ্গে নিশ্চয় আপনাদের পরিচয় আছে।

রাধাকান্ত॥ [সংক্ষেপে] আমরা পরস্পরের বিশেষ পরিচিত।

লর্ড বিশপ॥ আর ইনি আমার আর্চডিকন ডিয়ালট্রি।

[সকলের সঙ্গে ডিয়ালট্রি করমর্দন করিলেন। পরে সকলে উপবেশন করিলেন।]

লর্ড বিশপ॥ আমি এঁদের আপনার পত্রের মর্মার্থ জানিয়েছি,

রাধাকান্ত বাবু। বাস্তবিক আপনাদের আশঙ্কা ত অমূলক নয়। খৃষ্টানধর্ম এত উন্নত, এর এমন একটা স্বাভাবিক আকর্ষণী শক্তি আছে যে আপনারা বাস্তবিকই উদ্বিগ্ন হতে পারেন। [ডাফ ও কৃষ্ণমোহন মুচকিয়া হাসিলেন।]

রাধাকান্ত ॥ ম' লর্ড, আমার বিনীত নিবেদন, তুলনামূলক সমালোচনার আবতারণা অনাবশ্যক। এতে আলোচনা দীর্ঘ হবে, সমস্যার সমাধান হবে না।

লর্ড বিশপ ॥ [হাসিয়া] দেখুন, ধর্ম সম্বন্ধে আপনারা কত অভিমানী। আপনাদের প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পুত্র, তিনি পর্যন্ত সমালোচনা সহ্য করতে পারেন না। এর চেয়ে পরিতাপের বিষয় আর কি হতে পারে ?

রামকমল ॥ এটা অভিমান নয়, ম' লর্ড। আমরা যে তর্কে বিমুখ নই তা রাজা রামমোহন প্রমাণ করে দিয়েছেন। ডক্টর ডাফ তা ভালভাবেই জানেন।

ডাফ ॥ [বিদ্রূপের ভঙ্গীতে] তবু যদি আপনারা তাঁকে হিন্দু বলে স্বীকার করতেন।

রাধাকান্ত ॥ [ভ্রূকুটি করিয়া] এ সব বাদানুবাদের কি প্রয়োজন আছে ?

ডাফ ॥ ধর্মালোচনার প্রয়োজন সব সময়েই আছে। আপনি—

লর্ড বিশপ ॥ না ডাফ, এ বিষয়ে আপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে এঁদের অপ্রস্তুত করবো না। আসল বিষয়ে আসা যাক্।

শুনুন, রাধাকান্তবাবু, আমি অনেক বুঝিয়ে এঁদের হিন্দু-কলেজের সামনে গির্জা নির্মাণ হতে নিরস্ত করেছি, তবে একটা সর্ত আছে।

রাধাকান্ত ॥ সেটা কি ?

লর্ড বিশপ ॥ বুঝতেই পারছেন ত, ভারতবাসীর নিকট সত্যধর্ম প্রচার কার্য স্থগিত রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

মতিলাল ॥ সেইটাই তো আমরা বুঝতে পারি না, ম' লর্ড। আমরা যখন আপনাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করিনা, আপনারাই বা কেন তা করবেন ?

লর্ড বিশপ ॥ উত্তেজিত হবেন না, মতিলালবাবু। আপনার প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারি, কিন্তু রাধাকান্তবাবু—

রাধাকান্ত ॥ হ্যাঁ, ম' লর্ড, আমি তিক্ততা এড়াতে চাই, বাড়াতে চাই না। আপনাদের সর্তটা জানলে বিবেচনা করতে পারি।

লর্ড বিশপ ॥ সর্তটা খুবই ন্যায়সঙ্গত এবং আপনাদের রাজী হওয়া উচিত। হিন্দু কলেজের নিকট এঁরা যে জমি ক্রয় করেছেন, আপনারা তার অনুরূপ জমি নিকটে কোন স্থানে—অর্থাৎ বৈঠকখানার পশ্চিম বরাবর—এঁদের যোগাড় করে দিন। এঁরা সেখানে গির্জা নির্মাণ করবেন।

[রাধাকান্ত প্রভৃতি দৃষ্টি বিনিময় করিলেন।]

রাধাকান্ত ॥ যদি আরও দক্ষিণে আমরা জমি দেই ?

মতিলাল ॥ ধরুন ধর্মতলা কিম্বা তালতলা অঞ্চলে ?

ডাফ ॥ অসম্ভব। ম’ লর্ড যা প্রস্তাব করেছেন মাত্র ঐ সর্তে আমরা পটলডাঙা ছাড়তে রাজী হতে পারি।

রামকমল ॥ ম’ লর্ড, বৈঠকখানা পটলডাঙা একই অঞ্চল।

লর্ড বিশপ ॥ কিন্তু ওর থেকে দূরে যেতে এঁরা রাজী হবেন না। আর আপনাদেরও তা অনুরোধ করা অনুচিত।

মতিলাল ॥ ম’ লর্ড, ঐ অঞ্চলটা সম্প্রতি আমার পুত্রবধূকে দান করেছি। তাঁর নামে নতুন বাজার বসিয়েছি। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী হিন্দু। যদি তিনি গির্জের জন্য জমি ছাড়তে রাজী না হন, আমরা নিরুপায়।

কৃষ্ণমোহন ॥ ম’ লর্ড, ঐ অঞ্চলের মধ্যে জমি না পেলে আমরা আরও নিরুপায়। পটলডাঙার জমি আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করেছিলাম। [সকলে চুপ করিয়া রহিলেন।]

[পরে রাধাকান্ত ও মতিলাল পরস্পরের সহিত আলোচনা করিলেন।]

রাধাকান্ত ॥ ম’ লর্ড, আমিই আপনার মধ্যস্থতা প্রার্থনা করেছিলাম। এঁরা আরও দূরে যেতে সম্মত হলে আমরা খুশী হতাম। কিন্তু দেখছি আপনি সম্মত হলেও অপরে হবেন না। গরজ আমাদের। অতএব আমি হিন্দু-সমাজের পক্ষ থেকে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। আপনি এই সর্তে মীমাংসাকে চূড়ান্ত রূপ দিন [উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সকলের উত্থান]

লর্ড বিশপ ॥ [করমর্দন করিয়া] ধন্যবাদ, রাধাকান্তবাবু। আপনার এই উদার মনোভাবই আপনাকে হিন্দুসমাজের শীর্ষে স্থাপন করেছে। আমি এই সর্তে দলিল প্রস্তুত করবার ব্যবস্থা করব।

রাধাকান্ত ॥ আমরাও আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আপনার হস্তক্ষেপ ব্যতীত সহজে এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি হ'তো না।

[পরস্পরের করমর্দন করিলেন]

তৃতীয় দৃশ্য

[স্থান : রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। একখানি ' সুসজ্জিত ঘর। ভারী জমকালো মূল্যবান আসবাবপত্র গৃহস্বামীর রুচি অপেক্ষা অর্থের পরিচয় বেশী দিতেছে। রাজনারায়ণ দত্ত একটি আরাম কেদারায় বসিয়া আছেন—হাতে আলবোলা। অত্যন্ত রুষ্ট ভাব।

সম্মুখে আমাদের পূর্বপরিচিত গোবিন্দ দাঁড়াইয়া হাত কচলাইতেছে।]

রাজনারায়ণ ॥ তোমার ঐ ভনিতা শুনবার ফুরসৎ আমার নেই, গোবিন্দ। আমাকে বলতে হবে মধু কি এমন করেছে যা নিয়ে তুমি পাড়ায় পাড়ায় এত হৈ চৈ করছ।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে বিশ্বাস করুন, আমি একেবারে যাকে বলে innocent. আপনাদের খেয়ে আমি মানুষ—eating you……

রাজনারায়ণ ॥ থামো। আমার সোজা প্রশ্নের সোজা উত্তর দাও।

গোবিন্দ ॥ আপনি temper lose করছেন। কিন্তু I mean মধু আর এমন কি করতে পারে? Third person plural-এরা তো কত কথাই বলে—

রাজনারায়ণ ॥ [বিরক্ত] আঃ! সে কথাগুলো কি—আমাকে বল।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে সে সব ধর্তব্যের মধ্যে নয়। I mean যত সব old fools জুটেছে, তারা হয়তো মধুর good দেখতে পারে না, মধু always যা করে—[রাজনারায়ণ ভ্রূকুটিভরে চাহিতেই সে তাড়াতাড়ি কথা পালটাইয়া লইল] এই ধরুন মধু drink করে, আমরা করি না। তাই হয়ত কোন man of light and leading কখনও আমার কাছে দুঃখ করে থাকবেন। আমি কিন্তু তাঁকে শুনিয়ে দিয়েছি—gave him hearing.

রাজনারায়ণ ॥ তা এ একটা এমন কি ব্যাপার যে এ নিয়ে তোমরা ঘোঁট পাকাচ্ছ? মদ তো আমিও খাই; আজকাল যার পয়সা আছে সে-ই খায়।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে যথার্থ বলেছেন। I mean যাকে বলে বেদবাক্য। মধু কিন্তু তা বোঝে না। যে যার two pice নেই তাকেও মদ খাওয়ায়।

রাজনারায়ণ ॥ শুনে রাখ ছোকরা, আর তোমার মাতব্বরদের বলো—রাজনারায়ণ দত্তের ছেলের যদি খাবার পয়সা থাকে, তার খাওয়াবারও হিম্মত আছে। এ নিয়ে তাঁদের চিন্তার প্রয়োজন নেই।

গোবিন্দ ॥ আজ্ঞে যথার্থ বলেছেন। আর সে কি যে সে ছেলে ; একটা son like son ; একটা—সেই জন্যেই তো reverend father—

রাজনারায়ণ ॥ কি বল্লে ? সে কে ? কোন reverend-এর কথা ব'লছ ?

গোবিন্দ ॥ না, না, I mean আমার বাবা মশায়ের কথা বলছিলাম। সেদিন ওপাড়ার এক third person singular তাঁকে বললেন—মধুটা দেখছি শেষাবধি খৃষ্টান হবে। এই না শুনে বাবা মশাই এক ধমক দিয়ে বললেন—

রাজনারায়ণ ॥ খৃষ্টান হবে ? কথাটা উঠলো কেন ? ওঃ বুঝেছি। এটা তা হলে তোমারই রটনা।······কি হে চুপ করে রইলে কেন ?

গোবিন্দ ॥ [হঠাৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া দত্তমহাশয়ের পদধূলি লইয়া] জেরার চোটে সদর কোর্টের জজেরা ভির্মি খেয়ে গেল, [নিজের দু'গালে চড় মারিয়া] আর তুই একটা সামান্য ফচকে ছোঁড়া, তুই কারচুপি করতে চাস তাঁর সামনে ? আজ্ঞে তাহলে খুলেই বলি। মধু মেক্যানিকাল ইন্‌ষ্টিটিউট নামে একটা স্কুলে যায়, সে কি জানেন ?

রাজনারায়ণ ॥ তাতে হয়েছে কি ? সেখানে ত গৌর বসাকও যায়।

গোবিন্দ ॥ না, হবে আর কি ? সেখানে ফিরিঙ্গিরা যায় কিনা ;

তাই blind man's buff হয়—ঐ যাকে বলে কানাঘুসা। সেদিন এক ফিরিঙ্গির দোকানে এক গিনি দিয়ে hair cut করে এল। সে দেখে ভূদেব রাজনারায়ণের কি হাসি। আমার লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

রাজনারায়ণ॥ এতে ওদের হাসবারই বা কি আছে, আর তোমার লজ্জারই বা কি কারণ হে?

গোবিন্দ॥ না, আমাদের আর কি? তবে ঐ সাহেবি কায়দায় চুল ছেঁটে ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের মেয়েদের উপহার—I mean present দেয়—এসব তো third person plural-দের ভাল লাগেনা—

রাজনারায়ণ॥ [দাঁড়াইয়া] তুমি যা বল্লে গৌর জানে?

গোবিন্দ॥ তা আর জানে না? সেই ত—তবে যদি বলেন আমি জানি কিনা গৌর জানে কিনা—I mean, মিথ্যা আমি বলব না। সেদিন reverend father ডেকে বল্লেন, গোবিন্দ, স্বধর্মে যদি নিহত হও তাও হাসিমুখে সহ্য করব, কিন্তু অধর্ম করবে না। গৌরের কথা আমি বলতে পারি না।

রাজনারায়ণ॥ এতক্ষণে বুঝলাম। মধু সকলের চোখে ধুলো দিয়েছে, শুধু তোমার চোখ এড়াতে পারেনি, আর তাই তুমি সব বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রচার করছ—

গোবিন্দ॥ Never, never, গোবিন্দ মিত্তির বোকা, সে গরীব, সে education-এর জন্যে beg and borrow

করতে পারে—কিন্তু এর roomএর কথা তার room-এ বলবে গোবিন্দ ? Never, never : সে আর যাই হোক্ house breaker নয়। আর মধু তো লুকোচুরি করে না। সে তো admit করে সব।

রাজনারায়ণ ॥ কি admit করে ?

গোবিন্দ ॥ সে Mary নামে এক ফিরিঙ্গি মেয়ের নামে কবিতা লেখে, সে তাকে নিয়ে রবিবার সকালে গির্জেয় যায় ; সে বলে যে একদিন কেষ্ট ফিরিঙ্গির মেয়েকে বিয়ে করবে—

রাজনারায়ণ ॥ [ক্রোধে চীৎকার করিয়া] Get out from here, get out—তুম নিকলো হিয়াসে, নিকাল যাও।

[গোবিন্দের দ্রুত পলায়ন]

[রাজনারায়ণ দত্ত উদ্‌ভ্রান্তভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর—]

রাজনারায়ণ ॥ রঘু, রঘু।

[রঘুর প্রবেশ]

তোর মাঠাকরুণ কোথায় ?

রঘু ॥ আজ্ঞে তিনি দাদাবাবুর ঘরে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন। এইমাত্র দেখে এলাম।

রাজনারায়ণ ॥ একবার এইখানে আসতে বল।

[রঘুর প্রস্থান]

[জাহ্নবী দেবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী ॥ কি হলো আবার ? দিন দুপুরে ডাকছ, তায় আবার

সদরে। তোমাদের কি যে সব খৃষ্টানী কাণ্ড, ভালো লাগে না।

রাজনারায়ণ ॥ [বসিয়া] পাগল করে দেবে আমাকে, পাগল করে দেবে।

জাহ্নবী ॥ কে গো? কার কথা বলছ?

রাজনারায়ণ ॥ তোমাকে ডেকে কার কথা বলবো? বলছি তোমার মধুর কথা—তোমার গুণধর ছেলে।

জাহ্নবী ॥ আ-হা, কথার ছিরি দেখ! আমার গুণধর ছেলে তোমার কেউ নয়। তাহলে তোমারই বা তার জন্যে এত মাথা ব্যথা কেন?

রাজনারায়ণ ॥ কেন তুমি খামার্কা রাগ করছ? কথাটা না শুনেই—

জাহ্নবী ॥ শুনতে চাই না তোমার ঐসব ছাইভস্ম কথা। সব সময়ে এসব সহ্য হয় না। [চলিয়া যাইতে উদ্যত]

রাজনারায়ণ ॥ কি মুস্কিল। শোনই না ব্যাপারটা।

জাহ্নবী ॥ চলে যাব এখান থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে। তোমাদের সকলের চক্ষুশূল হয়ে এখানে আর থাকতে চাই না।

রাজনারায়ণ ॥ কাকে তুমি ভয় দেখাচ্ছ? মধুর কৃতকর্মের জন্যে একলা আমাকে ভুগতে হবে না জেনে রেখো।

জাহ্নবী ॥ [ফিরিয়া] হ্যাঁ গো হ্যাঁ। সে যখন হবে তখন হবে। তা নিয়ে এখন কথা ওঠে কেন? দিনরাত তোমাদের গঞ্জনা

আর সইতে পারি না,—ঘরে বাইরে এই নিয়ে জল্পনা, আমাকে শুনিয়ে বাঁকা কথা, আমাকে দেখে চাপা হাসি।

রাজনারায়ণ॥ একশো বার বলেছি ছেলেটাকে অত আদর দিও না, একটু শাসন করো,- –

জাহ্নবী। আমি তাকে আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি, আর তুমি কি করেছ শুনি ?

রাজনারায়ণ॥ তার মানে ?

জাহ্নবী॥ নিজের হাতে মদের গেলাশ তুলে দাওনি ? তখন আমার কোন কথা শুনেছ ? ছেলেকে ইংরেজী শিক্ষা দিয়েছ ! যদি সে শিক্ষা এতই ভাল, তাহলে এখন বাছার দোষ ধরছ কেন শুনি ?

রাজনারায়ণ॥ মদ খাওয়া অন্যায় নয়। অন্যায় মাতলামি করা, বুঝলে ? সে আমার কাছে মদ খেতে শিখেছে বলে কখনও মাতাল হবে না, জেনে রেখ।

জাহ্নবী॥ আচ্ছা! চোখের মাথা খেয়ে বাছার দোষগুলোই শুধু দেখছ, কিন্তু কৈ, তার গুণগুলো তো দেখতে পাও না।

রাজনারায়ণ॥ গিন্নী, তুমি শুধু শুধু রাগ করছ। এই যে কথা উঠেছে ফিরিঙ্গি মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করে, তাদের উপহার দেয়,—এসব কি কথা ? এসব কথা তার নামে রটেই বা কেন ?

জাহ্নবী॥ [কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া] কথাটা কে তুললে শুনি ? যদি সত্য হতো গৌর, বঙ্কু এরা সকলে

আমায় বলতো না? ভূদেব তাহলে তাকে কি তার বাড়ীতে নিয়ে যেত? ভূদেবের মা তাকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতেন? কি গো, চুপ করে রইলে কেন?

রাজনারায়ণ ॥ কিন্তু গোবিন্দ কি এতবড় মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবে? সে বল্লে সে নিজে দেখেছে, আর মধুও স্বীকার করে—

জাহ্নবী ॥ তাই বলো। একেবারে শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল এলেন! একটা চুকলিখোর শয়তান, তার কথা নিয়ে আমার হাড় জ্বালাতে ভালো লাগে তোমার?

রাজনারায়ণ ॥ গিন্নী, দিনকাল বড়ো খারাপ। নবীন মিত্তিরের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? চারপাশে যা দেখছি তাতে তোমার মতন নিশ্চিন্ত হতে পারি কৈ? খৃষ্টানেরা দিন-দুপুরে ছেলেদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে—এ ত হামেশা হচ্ছে।

জাহ্নবী ॥ ওসব বসে বসে তুমি ভাবো। আমার ঢের কাজ আছে। [যাইতে যাইতে ফিরিয়া] মধু খৃষ্টান হবে, ফিরিঙ্গিনী বিয়ে করবে—এসব ঘেন্নার কথা আর মুখে এনো না। লোকে যদি বাপের মুখে এসব শোনে সেটা বড় ভালো হবে না।

রাজনারায়ণ ॥ আমিই কি এসব কথা ভাবতে চাই? কিন্তু কি করবো। ঐ ছেলে ছাড়া আমাদের কি আছে বলো? তুমি বলছ আমিই তাকে কুশিক্ষা দিয়েছি। লোকেও সেই কথা বলে, আমি জানি। কিন্তু আমার অন্তর জানে আমি

কি চেয়েছি।—আমি তাকে নতুন যুগের মানুষ করতে চেয়েছি, বেড়াজালের মধ্যে তার মনকে পঙ্গু করতে চাইনি। মনে মনে নতুন যুগের স্বপ্ন দেখেছি, স্বাধীন জীবনের পূর্ণতা কামনা করেছি।—ছেলের মনের মধ্যে জাগাতে চেয়েছি নতুন আদর্শের নেশা। গড়তে চেয়েছি শিব, যদি বাঁদর গড়ে থাকি, দোষ দেব কার, দোষ দেব কার ?—সব দোষ আমার অদৃষ্টের।

জাহ্নবী ॥ [নরম স্বরে] তোমাকে একবার কেষ্ট খৃষ্টানের কাছে যেতে বলেছিলাম, যাওনি ?

রাজনারায়ণ ॥ [চমকাইয়া] কেন, কিছু শুনেছ নাকি ?

জাহ্নবী ॥ না, কিন্তু ভয় হয় মাঝে মাঝে। কেন মরতে এলাম এ লক্ষ্মীছাড়া দেশে ? চোখের সামনে দেখছি এ দেশে এসে থেকে তোমাদের মন বদলে যাচ্ছে। তোমাদের সব কথা আমরা ছাই বুঝতেও পারি নে—তোমাদের কাজকর্ম দেখেও ভয় হয়। কপালে কি আছে ভগবান জানেন।

রাজনারায়ণ ॥ কোন ভাবনাই ছিল না, গিন্নী, যদি মধুকে সংসারী করতে পারতে। আমাদের মত তার সংসারে মন বাঁধা নেই—তাই আমার এত ভয়-ভাবনা। ঝড়ের মুখে ছাড়া নৌকো হয় ভেসে যায়, না হয় তলিয়ে যায়।

জাহ্নবী ॥ কি আর করবো বল ? চেষ্টা তো কম করিনি। ভগবান তোমায় টাকা দিয়েছেন—দু'হাতে তার জন্যে খরচ

করেছি—যদি একটু বাপ-ঠাকুরদাদের মত ভোগবিলাসে মন যায়। কিন্তু ওদিকে ওর মন নেই। ও বাবুয়ানা করে বটে, কিন্তু ও অন্তরে সন্ন্যাসী, নিজের ভাবে আত্মভোলা।

রাজনারায়ণ॥ ভেবে দেখছি তোমার কথাই ঠিক ছিল। সময় থাকতে ওর বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। আর দেরী করা ঠিক নয়, কি বল?

জাহ্নবী॥ [ম্লান হাসিয়া] সে ত কবে থেকে বলছি। বাঁধা পথে চললে বিপথে যাবার ভয় কমে যায়—আমাদের মেয়েলি বুদ্ধি এই কথাই বলে। কিন্তু দু'বছর আগে যা সম্ভব ছিল তা কি আজ সম্ভব হবে?

রাজনারায়ণ॥ হতে পারে যদি তাকে এই আবহাওয়া থেকে দূরে নিয়ে যেতে পারি, যেখানে দমকা হাওয়ায় বানচাল হবার ভয় নেই।

জাহ্নবী॥ [হাসিয়া] যাক্! এতদিনে তুমি নিজের থেকে আমার মনের কথা বলেছ। টাকা রোজগার ঢের হয়েছে, এইবার চলো আবার কিছুদিন সাগরদাঁড়িতে ফিরে যাই। ভগবান যদি বারবার আমার কোল শূন্য করে না দিতেন, তবে কে সেই নদীর দেশ ছেড়ে এই নালার ধারে এসে বাস করতো?

রাজনারায়ণ॥ সাগরদাঁড়িতে নয়, এখন অন্য কথা ভাবছি। সেদিন এক ঘটক এসেছিল—বলছিল তমলুকে এক জমিদারের একটি সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ে আছে—বয়স নাকি

দশ, তার বেশী নয়। আমি মধুকে নিয়ে একবার তমলুক যাব—তারপর নসিবে যা করে।

জাহ্নবী ॥ যা ভালো বোঝ কর। ভগবানের কাছে এত মাথা খুঁড়ছি, তিনি কি মুখ তুলে চাইবেন না?

রাজনারায়ণ ॥ সবই তাঁর ইচ্ছে, গিন্নী। আমরা কতটুকু করতে পারি?...তবে যখন এত করে বলছ, কেষ্ট ফিরিঙ্গির কাছেও একবার যাবো না হয়। সব দিক বেঁধে কাজ করাই কর্তব্য।

জাহ্নবী ॥ যা ভালো মনে হয় কর।...যাই, কালীঘাটে একটা মায়ের পূজো পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান : রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। সকাল বেলা রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় টেবিলে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছেন। নানা গ্রন্থের স্তূপ ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে।

রাজনারায়ণ দত্তের প্রবেশ।]

রাজনারায়ণ ॥ Good morning, Mr. Banerjee. আপনার কাজে ব্যাঘাত করলাম, কসুর মাফ করবেন।

কৃষ্ণমোহন ॥ [উঠিয়া] Good morning, Sir. You have the advantage of me.

রাজনারায়ণ ॥ আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমার ছেলেকে চেনেন। আমি রাজনারায়ণ দত্ত, মধুসূদনের পিতা।

কৃষ্ণমোহন ॥ [সোৎসাহে] বিলক্ষণ, বিলক্ষণ। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তকে কে না জানে ? আপনার আগমনে আমি কৃতকৃতার্থ হলাম। আসতে আজ্ঞা হোক্, বসতে আজ্ঞা হোক্।

রাজনারায়ণ ॥ [উপবেশন করিয়া] ধন্যবাদ। আপনার লেখা-পড়ায় বিলকুল হরকৎ হলো। কিছু মনে করবেন না।

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া] "কস্য নাভ্যুদয়ে হেতুর্ভবেৎ সাধু-সমাগমঃ"—সাধুসঙ্গ উন্নতির হেতু স্বরূপ।

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] আপনার মুখে দেবভাষা শুনে মনে হলো—

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া] ভূতের মুখে রাম নাম ? হা-হা-হা।

রাজনারায়ণ ॥ [অপ্রতিভ] আমার মত ঠোঁট-কাটা উকিলকেও আপনি লজ্জা দিলেন। কিন্তু আমি বলছিলাম আবার আমাদের শাস্ত্র দিয়ে আমাদেরই কুপোকাৎ করবার মতলব করছেন না কি ?

কৃষ্ণমোহন ॥ না। ও রকম সাংঘাতিক উদ্দেশ্য এখন নেই। বাংলাভাষায় একখানা পাশ্চাত্য বিদ্যাসংগ্রহের বই রচনার ব্যবস্থা করছি।

রাজনারায়ণ ॥ এ অতি উত্তম কাজ। যা হোক্, আপনার অমূল্য সময় নষ্ট করবো না। আমি এসেছি একটা বিশেষ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে। যদি কিছু অন্যায় বলি আশা করি আমাকে নিজগুণে মাফ করবেন।

কৃষ্ণমোহন ॥ সে কি কথা! আপনি আমার বয়োজ্যেষ্ঠ ; আপনার কোন কথায় আমি বিরক্ত হব না নিশ্চয়।

রাজনারায়ণ ॥ কথাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত। আপনার নিকট আমার একটা আর্জি আছে। মঞ্জুর করলে আপনার লোকসান নেই, কিন্তু আমার লাভ যথেষ্ট।

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া] এর চেয়ে উত্তম প্রস্তাব আর কি হতে পারে ? বলুন আপনার আদেশটা কি।

রাজনারায়ণ ॥ এখন দেখছি বলাটা যত সহজ ভেবেছিলাম,

কার্যক্ষেত্রে তত সহজ নয়। কিন্তু যখন এসেছি বলতেই হবে। কথাটা আমার পুত্র সম্বন্ধে। বর্তমানে তার হালচাল আমাদের বে-এক্তেয়ার করেছে। আপনি হয়ত জানেন না, ও আমার একমাত্র পুত্র। বস্তুতঃপক্ষে ওর মা ওকে নিয়েই বেঁচে আছে। হঠাৎ একটা কথা কানে এলো যে সে নাকি আজকাল আপনার বাড়ীতে যাতায়াত করে থাকে।

কৃষ্ণমোহন ॥ [মৃদু হাসিয়া] তাই আপনাদের ভয় হচ্ছে যদি আমি তাকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করি—এইত ? এইটুকু আপনাকে বলতে পারি, মধুর সম্বন্ধে এখনও পর্যন্ত ওরকম কোন অভিপ্রায় পোষণ করবার সুযোগ আমার হয়নি।

রাজনারায়ণ ॥ কথা কি জানেন, রেভারেণ্ড্ ব্যানার্জি ? মধু কোন সংস্কারে বিশ্বাস করে না। বিশেষতঃ তার বাপ-ঠাকুরদার ধর্মের প্রতি তার আদৌ শ্রদ্ধা নেই ; তাই ভয় হয় ঝোঁকের মাথায় যদি সে একটা কিছু করে ফেলে—

কৃষ্ণমোহন ॥ সেরূপ ক্ষেত্রে আপনি নিশ্চয় জানবেন, সে আমার কাছে কোন সাহায্য পাবে না। আপনাকে এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

রাজনারায়ণ ॥ আপনি বাস্তবিক মহানুভব। তাহলে আর একটা অনুরোধ আমি করবো। এ সম্বন্ধে আপনার কাছে কোন অবস্থাতেই সে কোন উৎসাহ পাবে না—এই আশ্বাসটুকু আমাকে দিন, মিঃ ব্যানার্জি।

কৃষ্ণমোহন॥ এ কিন্তু আপনার অন্যায় অনুরোধ। আমি খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি একমাত্র এই ধর্ম আমাদের দেশকে বাঁচাতে পারবে। মধুর উদ্ধারের জন্য ভগবান যদি আমাকেই নির্বাচন করেন, তাতে আমি না বলবার কে?

রাজনারায়ণ॥ দেখুন, মিঃ ব্যানার্জি, আপনাকে যে কেন এই অনুরোধ করছি জানি না। আপনাকে ত বলেছি, মধু আমাদের একমাত্র ছেলে। আমি পুরুষ মানুষ, আমার বিষয়কর্ম আছে, বন্ধুবান্ধব আছে। কিন্তু ওর মার আর কোন অবলম্বন নেই। ও যদি কিছু করে সে বাঁচবে না।

কৃষ্ণমোহন॥ সবই বুঝলাম, দত্ত মশাই, কিন্তু আমি কি করতে পারি? এমন মাকে যদি সে এভাবে আঘাত করে, যদি তার স্বাভাবিক স্নেহমমতা তাকে নিরস্ত না করে, আপনি দোষ দেবেন কাকে?

রাজনারায়ণ॥ দোষ কাউকেই দেব না, মিঃ ব্যানার্জি; সব দোষ আমার নসিবের।

কৃষ্ণমোহন॥ আমরা তাই ভাবি বটে। আমরা একটা অদৃষ্ট সৃষ্টি করেছি, তার উপর আমাদের পাপের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। একমাত্র ধর্মই মানুষকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য সেই ধর্মই আপনাদের নেই।

রাজনারায়ণ॥ ভয় হয় কি জানেন, মিঃ ব্যানার্জি, আপনাদের

পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করলে, কি জানি···ভয় হয়, মিঃ ব্যানার্জি, ভয় হয়। যদি রাগ না করেন ত বলি।

কৃষ্ণমোহন॥ আন্দাজে কিছুটা অনুমান করে নিতে পারি আপনার ভয়টা কি। কিন্তু আপাততঃ ওসব আশঙ্কা করে মন খারাপ করছেন কেন? [হাসিয়া] শুনে খুশী হবেন আমার মেয়েরা এখনও বলতে গেলে শিশু। আর মধুর সঙ্গে তাদের পরিচয় বিশেষ আছে বলে ত জানি না।

রাজনারায়ণ॥ কানে আসে নানা কথা, মিঃ ব্যানার্জি,—

কৃষ্ণমোহন॥ [হাসিয়া] কান যখন আছে, কথায় কান দিলে নিশ্চয়ই কানে আসবে—

রাজনারায়ণ॥ [হাসিয়া] আমিও বলতে পারি, কানাঘুসা হয় বলেই কথা কানে আসে। আপনাদের মেয়েরা বাস্তবিকই মায়াবিনী—

কৃষ্ণমোহন॥ অর্থাৎ আপনাদের চোখে হায়াহীনা। [রাজনারায়ণকে অপ্রতিভ দেখিয়া একটু হাসিলেন] I mean no offence, of course.···আচ্ছা মিঃ দত্ত, আপনি ত কতকটা আশ্বস্ত হলেন; এইবার আমি একটু কাজে মন দি।

রাজনারায়ণ॥ [দাঁড়াইয়া, আবেগভরে] তোমাকে আমি কি বলব। You have brought comfort to a pair of doting parents. বয়সে অনেক বড়, সেই অধিকারে

তোমাকে আশীর্বাদ করছি—তোমার মঙ্গল হোক, তোমার মেয়েদের ভাল বিয়ে হোক। God bless you.

[প্রস্থান]

[বিন্ধ্যবাসিনীর প্রবেশ]

বিন্ধ্য ॥ ও ভদ্রলোকটি কে গো?

কৃষ্ণমোহন ॥ মস্ত বড় লোক; উকিল হিসাবে দেশজোড়া নাম—শ্রীরাজনারায়ণ দত্ত।

বিন্ধ্য ॥ এঁর এক ছেলে আছে বুঝি?

কৃষ্ণমোহন ॥ হ্যা, সেই যে গো যে ছেলেটির সুখ্যাতি রামবাবু সেদিন করছিলেন—মধুসূদন দত্ত। তারই বাপ এই ভদ্রলোক।

বিন্ধ্য ॥ বুঝেছি। তোমার বুঝি নজর পড়েছে ছেলেটির ওপর?

কৃষ্ণমোহন ॥ তা পাত্র হিসাবে মন্দই বা কি? ছেলেটা ভালো, নিজে বিদ্বান, বাপ বড়লোক—

বিন্ধ্য ॥ [হঠাৎ ফাটিয়া পড়িয়া] দেখ, তোমার অনেক কিছু আমি সহ্য করেছি। কিন্তু সহ্যেরও একটা সীমা আছে। তোমাদের এমনই পোড়া সমাজ যে মেয়ের বিয়ে দিতে হলে সেই হিন্দুঘরের ছেলে নিয়েই টানাটানি করতে হয়। কিন্তু আমার স্পষ্ট কথা শুনে রাখো। তোমার সব রকম অনাসৃষ্টি চলবে না। তোমার জন্যে ধর্ম খুইয়েছি বলে কি জাতজন্মও খোয়াতে হবে? জ্ঞান যাওয়া-আসা

করে—হাজার হোক সে বামুন। পতিত হলেও পৈতে আছে। কিন্তু একটা কায়স্থের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতেও প্রবৃত্তি হয়? আমি বেঁচে থাকতে এসব খৃষ্টানী কাণ্ড চলবে না। আমি মরে গেলে তোমার যা ইচ্ছে করো—তখন কেউ বলতে আসবে না।

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া] একেই বলি গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। বিয়ের মেয়েই বা কোথায়, ছেলেই বা কে? সামান্য ব্যাপার নিয়ে অত রাগ করো কেন বল দেখি?

বিন্ধ্য ॥ তোমার কাছে যা সামান্য আমার কাছে তা সামান্য নাও হতে পারে। [গমনোদ্যত]

কৃষ্ণমোহন ॥ একটু বসোনা, দুটো কথা বলি।

বিন্ধ্য ॥ [ফিরিয়া] যা বলবার চট করে বল—রান্নাবান্না সব পড়ে আছে।

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া হাত ধরিয়া] যে বিপাকে ঠেকেছ তা থেকে কোন স্বপাকই উদ্ধার করবে না, বিন্দু।

বিন্ধ্য ॥ [হাত ছাড়াইয়া] আঃ কি হচ্ছে? আশে পাশে মেয়েগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে; একটু লজ্জা সরম নেই? [বসিলেন]

কৃষ্ণমোহন ॥ কিছু না, কিছু না। আছ শুধু তুমি, আর আছে আমার ধর্ম।...আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জান, বিন্দু, ধর্মকে পেয়েছি, কিন্তু বোধ হয় তোমাকে পেলাম না।

বিন্ধ্য ॥ [ম্লান হাসিয়া] তুমি কি করে অমন কথা বল ভগবান

জানেন। বাপ, মা, ভাই-বোন, আপন জন—যা নিয়ে জীবনের অর্ধেকটা কাটিয়েছি, সব ছেড়ে-ছুড়ে চলে এলুম, শুধু তোমার জন্যে,—তবুও একথা বলবে?

কৃষ্ণমোহন॥ কিন্তু আমার ধর্ম—সে তো তোমার ধর্ম হলো না।

বিন্ধ্য॥ কি করে জানলে?···স্বপাকে খাই বলে? মাঝে মাঝে—

কৃষ্ণমোহন॥ বিন্দু, বল, বল—আমার ধর্মে কি তোমার একটুও বিশ্বাস আছে?

বিন্ধ্য॥ [হাসিয়া] পাপ মুখে কি করে বলি যে বিশ্বাস করি না। যীশুকে অবতার বলেই মেনেছি। তাঁর মূর্তির দিকে চেয়ে দেখি—[ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া]—মানুষের জন্যে কি কষ্ট, মানুষের প্রতি কি করুণা—যত ভাবি·পোড়া মন ভক্তিতে ভরে ওঠে। ওগো, আমার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট।

কৃষ্ণমোহন॥ [আবেগভরে বিন্ধ্যর হাত দু'টি চাপিয়া ধরিয়া] আমিও এই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকবো। আজ আমাকে বড় আনন্দ দিলে:—দিনে দিনে মন আরও উজ্জ্বল হবে—তখন মূর্তিকে আর ভাবতে হবে না—তখন ভগদ্বাণীই হবে যথেষ্ট। সেই বাণীই তো মূর্ত হয়েছিল খৃষ্টে—সেই বাণীই তো ঈশ্বর। [বহির্দ্বারে করাঘাত] কে? ভিতরে আসুন। [মধুসূদনের প্রবেশ] দত্ত যে? কি মনে করে? [বিন্ধ্যবাসিনী উঠিতেছিলেন, কৃষ্ণমোহন বাধা দিলেন] যেও

না। এ হচ্ছে মধুসূদন দত্ত—হিন্দু কলেজের ছাত্র। এই চেয়ারটায় বস, দত্ত।

মধু ॥ আপনার সঙ্গে একটু গোপন পরামর্শ ছিল। যদি—

কৃষ্ণমোহন ॥ ইনি আমার স্ত্রী, [মধু নমস্কার করিল] এঁর-সামনে স্বচ্ছন্দে তুমি সব কিছু বলতে পার, দত্ত। বস।

মধু ॥ [বসিয়া] আমি একটু সঙ্কটে প'ড়ে আপনার কাছে এসেছি। আমি ক্রমশঃ আমাদের সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হতে হতে, এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে আমাকে কিছু একটা করতেই হবে।

কৃষ্ণমোহন ॥ সেটা কি ?

মধু ॥ আমার দুটো সংকল্পে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। প্রথম, আমাকে বিলেতে যেতেই হবে—যেতে হবে মিলটন্-শেক্সপীয়রের দেশে। দ্বিতীয়, আমি খৃষ্টান হতে চাই।

বিন্ধ্য ॥ [হাসিয়া] তুমি বুঝি মনে কর খৃষ্টান হলেই ওঁরা তোমাকে বিলেত পাঠাবেন। কখনও অমন ভুল করোনা, বাছা।

কৃষ্ণমোহন ॥ দেখ দত্ত, তোমার দুটো সমস্যার মধ্যে কোন যোগাযোগ নেই। দুটোকে আলাদা করে বিবেচনা করতে হবে। কোন উদ্দেশ্য সাধনের প্রলোভনে যদি ধর্মত্যাগ করতে চাও, তার মধ্যে আমি নেই।

মধু ॥ আপনারা একথা মনে করছেন কেন ? আমি দুটো

সংকল্পের কথাটাই বলেছি। একটা আর একটার ওপর নির্ভর করে একথা তো বলিনি।

কৃষ্ণমোহন ॥ তুমি খৃষ্টান হতে চাও কেন?

মধু ॥ প্রধান কারণ হিন্দুধর্মের আচার অনুষ্ঠানে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আমাদের সমাজে গার্হস্থ্য জীবন বলতে কিছু নেই বল্লেই হয়। আমরা অভ্যাসের দাস, তাই এ জীবন সহ্য করতে পারি। এই গতানুগতিকতার গণ্ডী, এ যেন a fen of stagnant water; এর মধ্যে আমার মন হাঁপিয়ে উঠছে। আমি চাই এক পূর্ণতর জীবনের আস্বাদ—যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। খৃষ্টান সমাজেই তা আছে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এগিয়ে যেতে চাই, একটা কিছু করতে চাই।

কৃষ্ণমোহন ॥ ঠিক বলেছ মধু, ঠিক বলেছ। গতিশীলতাই জীবনের লক্ষণ। সংকীর্ণতাকে অতিক্রম করতে হবে, সংস্কার থেকে মুক্ত হতে হবে। এই তো মানুষের ধর্ম।

বিন্ধ্য ॥ তুমি চুপ করো। কেবল বক্তৃতা আর বক্তৃতা। কোথায় বাছাকে সুবুদ্ধি দেবে, না—

কৃষ্ণমোহন ॥ আমাদের দেশের শাস্ত্রেই আছে, একদিন প্রত্যেক মানুষের সামনে দুটো পথ দেখা দেয়। প্রশ্ন আসে কোন্ পথ সে অনুসরণ করবে—শ্রেয়ঃ না প্রেয়ঃ। মৈত্রেয়ীকে যে প্রশ্নের সমাধান করতে হয়েছিল। সে প্রশ্ন শাশ্বত কালের প্রশ্ন। একদিন আমাকে এই প্রশ্নের

সম্মুখীন হতে হয়েছিল—আমি আজ মধুকে নিরস্ত করবো কেমন করে ?

বিন্ধ্য ॥ তোমার সমস্যা ছিল অন্য রকমের। তোমার দাদামশাই তোমাকে যেদিন তাড়িয়ে দিলেন সেদিন তোমার কোথাও দাঁড়াবার জায়গা ছিল না। কোন পথ ছিল না বলেই তুমি এদিকে আসতে বাধ্য হয়েছিলে। শুধু এই কারণে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে পেরেছি, এটা তুমি বেশ জানো।

কৃষ্ণমোহন ॥ [হাসিয়া] তুমিও বক্তৃতায় কিছু কম যাও না। [মধুকে লক্ষ্য করিয়া] যা হোক্, তোমাকে বিলাত পাঠানো আমার ক্ষমতার বাইরে। আর অপর বিষয়ে, বিশেষ কারণে আমি তোমাকে কোন উৎসাহ দেব না। যদি মনে বিশ্বাস থাকে, আর বিশ্বাসের অনুরূপ সাহস থাকে, তোমার পথ তুমি নিজেই দেখতে পাবে।

বিন্ধ্য ॥ তবু ভালো। মধু, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। আমি শুনেছি তুমি তোমার বাপমায়ের একমাত্র সন্তান। এ সংকল্প মনে স্থান দিও না।

কৃষ্ণমোহন ॥ অবশ্য তোমার দীক্ষারও দেরী আছে। তোমার এখনও অনুশীলনের প্রয়োজন আছে।

মধু ॥ কি হিসাবে জানতে পারি ?

কৃষ্ণমোহন ॥ এই ধরো তুমি যে আমার কাছে এসেছ সে নেহাৎ আমি বাঙালী খৃষ্টান বলে। আমার গির্জা

সম্বন্ধে তোমার কোন আগ্রহ নেই। তার মর্মও তুমি নিশ্চয় বোঝনা।

মধু॥ এসব কথা আমার কাছে নিরর্থক। আমি খৃষ্টধর্মকে বুঝেছি। ক্রাইষ্টের gospel সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি পরীক্ষা দিতে রাজী আছি। কিন্তু আপনাদের church-এর প্রশ্ন আমার কাছে একেবারে গৌণ।

কৃষ্ণমোহন॥ তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষের মত কথা বললে। গির্জা ছাড়া ধর্মের প্রকাশ অসম্ভব। যদি ভুল গির্জাতে যাও ধর্মকেই ভুল বুঝবে। আর জানবে, মানুষের মনে এরূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেই শয়তান মানুষকে নরকের দিকে প্রলুব্ধ করে।

মধু॥ তাহলে আপনার উপদেশ, এখন আমাকে কিছুদিন বিভিন্ন গির্জার দরজায় ধরণা দিতে হবে।

কৃষ্ণমোহন॥ তুমি ভুলে যেও না, the true Church is one, all others are only schisms। আমি মনে করি পবিত্র ভগবৎশক্তির বিশেষ করুণাই তোমাকে আমার কাছে এনেছে। একেই বলে Grace—ভগবৎ-অনুগ্রহ—যা অপর্যাপ্ত পরিমাণে না পেলে ধর্মের পথ আমাদের পক্ষে দুর্গম হয়ে ওঠে।

মধু॥ আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন আমাদেরই কোন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা শুনছি। সেই একই কথা—সেই

আধার—সেই অধিকার—সেই অনুষ্ঠানকে ধর্মের চেয়ে বড় করে দেখা।

বিন্ধ্য ॥ [হাসিয়া] মধু, তুমি বুদ্ধিমান। সব ধর্মেই সংস্কার আছে, সংকীর্ণতা আছে। আমার কথা শোন, তুমি মায়ের কাছে ফিরে যাও। ধর্ম ত্যাগ করে যে দুঃখ দেবে, যে দুঃখ পাবে, ভগবান তোমাকে তা থেকে রক্ষা করুন। আমরা মায়ের জাত—মায়ের দুঃখ বুঝি ; তোমার মাকে কাঁদিও না।

মধু ॥ [হঠাৎ অধীর হইয়া] মায়ের দুঃখ! মায়ের দুঃখ! আর ভাবতে পারিনা, আর ভাবতে পারিনা। আমার মায়ের দুঃখ আমি বুঝিনা, সে শিখতে হবে আপনার কাছ থেকে? আপনাকে এ অধিকার কে দিল?—[অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে] মাতাপিতার সঙ্গে পুত্রের সম্পর্ক একতরফা নয়—আপনারা মায়ের জাত, এ বুঝবেন না। আর এ না বুঝলে আমাকেও বুঝবেন না।

বিন্ধ্য ॥ [আহত হইয়া] আমি বাস্তবিকই তোমাকে বুঝতে পারিনি, বাছা। শুধু তোমাকে কেন—এ যুগের কোন পুরুষ মানুষকেই আমরা বুঝতে পারিনা। এ ভাঙনের যুগে দোষ দেব কাকে? মানুষ যখন ধর্মত্যাগ করে তখন কে তাকে রক্ষা করতে পারে? যাবে—যাবে—সব যাবে।

কৃষ্ণমোহন ॥ যা চলে গিয়েছে বা যাচ্ছে তাকে যেতে দাও। তার প্রতি তোমার এ আসক্তি কেন। যেটা পেয়েছ

সেটাকে ভক্তিভরে গ্রহণ কর। তোমাকে, মধু, আমি একটা কথা বলব,—যদি বড় হতে চাও, আত্মবিশ্বাস হারিওনা ; প্রেয়কে ছেড়ে শ্রেয়কে গ্রহণ কর—কারো প্ররোচনায় নয়, কোন প্রলোভনে তো নয়ই ;—গ্রহণ করো নিজের বিশ্বাসের বলে।

মধু॥ যখন আপনি আমাকে দীক্ষা দিতে নারাজ, আমাকে তো নিজের পথ বেছে নিতে হবেই। [দাঁড়াইয়া]—আপনার কাছে মনের আবেগে এসেছিলাম, দ্বিধায় পড়ে—মনের দ্বন্দ্ব নিরসনের আশায়। [গভীর আবেগে]

Between the acting of a dreadful thing
And the first motion, all the interim is
Like a phantasma, or a hideous dream ;
And the state of man
Like a little kingdom, suffers then
The nature of an insurrection. [গমনোদ্যত]

বিন্ধ্য॥ [মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া] ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, তিনি তোমাকে সুপথে চালিত করুন। [অভিবাদন করিয়া মধুর প্রস্থান]

বিন্ধ্য॥ ছেলেটার জন্যে বড় কষ্ট হয়।

কৃষ্ণমোহন॥ হুঁ।······দুঃখ দেবেও যত, দুঃখ পাবেও তেমনি। এ হলো বাংলাদেশের নতুন যুগের বেদীতে প্রথম উৎসর্গ।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান : রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। অন্দরমহলের একটি সুসজ্জিত কক্ষ। মেঝেতে ফরাসের উপরে দামী গালিচা। গালিচার উপরে বসিয়া আছেন তিনটি যুবক—গৌর বসাক, রাজনারায়ণ বসু ও বঙ্কুবিহারী দত্ত। অদূরে ঘোমটা টানিয়া জাহ্নবী দেবী বসিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিতেছেন।]

জাহ্নবী ॥ তোমরা সব বস বাবা। মধু এখনই আসবে। তোমাদের জন্যে এতক্ষণ অপেক্ষা করে এই মাত্র স্নান করতে গেল। গৌর, তোমার মা কেমন আছেন ?

গৌর ॥ আজকাল একটু ভাল আছেন কাকীমা।

জাহ্নবী ॥ মধু যে তাঁকে কি চোখেই দেখেছে ! [হাসিয়া] বলে কিনা আমি তার জ্যাঠাইমার মত ঘণ্ট রাঁধতে পারি না।

রাজ ॥ ঐটাই তো ওর গুণ। আমাদের বাড়ী যায় যেন আমাদেরই একজন। সকলেই বলে—বড়লোকের ছেলে, কিন্তু একটুও দেমাক নেই।

জাহ্নবী ॥ মধু তো বোকা নয় যে তোমাদের কাছে পয়সার দেমাক করবে।

বঙ্কু ॥ কাকীমা, আমাদের কলেজটি তো দেখেন নি ; ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে ধনীপুত্রদের মাটিতে পা পড়েনা। তাদের দিকে মধু ফিরে তাকায় ভাবছেন ? চেয়েও দেখে না।

জাহ্নবী ॥ মায়ের মন—তোমাদের মুখে ছেলের সুখ্যাতি

শুনে ভাবি বুঝি বা সত্যি। কিন্তু ঐ ছেলের জন্যে আমার বড় ভাবনা। এখন সে নেই, চুপি-চুপি দু'একটা কথা বলি শোন। আমরা ওর একটা বিয়ে ঠিক করেছি। একটি মেয়ে পেয়েছি রূপেগুণে অমনটি হয় না। কিন্তু বাবা, ওকে কোন মতে রাজী করাতে পারছিনা। তোমাদের এই কাজটি করতে হবে—ওকে যে রকম করে হোক্ রাজী করাতেই হবে।

বঙ্কু॥ আমাদেরও তো সকলের সেই ইচ্ছা, কিন্তু ওকে তো জানেন—

জাহ্নবী॥ ভয় হয় কি জানো, বাবা, কোন্ দিন ঝোঁকের মাথায় কি-না-কি করে ফেলে। এই সব ভেবে মনে একটুও সোয়াস্তি নেই। দিনকাল বড় খারাপ। সেদিন চোখের সামনে নবীন মিত্তিরের ছেলেটাকে খৃষ্টানেরা নিয়ে গেল।

গৌর॥ ও সব ভয় করবেন না, কাকীমা।

জাহ্নবী॥ ঐ গোবিন্দ ছোঁড়া এসে কর্তার কানে কানে কি মন্তর দেয়, আর উনি তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠেন। রাগলে তো জ্ঞান থাকেনা,—এ বাড়ীর ধারাই ঐ। ছেলে বিয়ে না করলে আমি শান্তি পাবনা।

বঙ্কু॥ সে যাই হোক্, কাকীমা, ঐ গব্‌নে শয়তানটাকে কাছে ঘেঁষতে দেবেন না। ওর অসাধ্য কাজ নেই।

জাহ্নবী॥ কি করব বল, বাছা; বাপের কথা ছেলের কানে

লাগায়, ছেলের কথা বাপকে বলে ; সত্যিমিথ্যে ভগবান জানেন। মাঝ থেকে আমি বাপ-বেটার দোটানায় পড়ে জ্বলে পুড়ে মরছি।

[রাজনারায়ণের প্রবেশ, সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল]

রাজনারায়ণ ॥ তোমরা সব এসেছ, বস, বস। কৈ, ভূদেব তো আসেনি ?

রাজ ॥ না, সে তো মধুকে বলেছিল সে আসবে না। তার বাপ-মা যেখানে-সেখানে আহার পছন্দ করেন না।

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] বামুন পণ্ডিতগুলো জাত নিয়েই গেল।

জাহ্নবী ॥ জাতকে রক্ষা না করলেই জাত যায়।

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] হয়েছে গো, হয়েছে। আচার বিচারে বামুন পণ্ডিতেরাও তোমার কাছে হার মানে। দেখলে তো, রাজ, আমাকে কত দিক বাঁচিয়ে কথা বলতে হয়।

জাহ্নবী ॥ তোমরা আর ছেলেদের আশ্কারা দিও না। কলেজে পড়ে এমনই তো এক একটি কালাপাহাড় হচ্ছেন। আর আগুনে ঘি ঢেলো না।

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] তর্ক করবার ফুরসৎ নেই—আমি চল্লাম। তুমিই এদের তদারক কর।...এদের কথাটা বলেছ তো ?

জাহ্নবী ॥ হ্যাঁ।

রাজনারায়ণ ॥ তোমরা একটু উৎসাহ দিলেই ও রাজী হবে। বিয়ের বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা করেছে ; তোমাদের হাসা-হাসিকেই বেশী ভয় করে।...তোমাদের সঙ্গে যে দু' দণ্ড গল্প করব তার পর্যন্ত সময় নেই। যাই, মক্কেলগুলোকে বিদায় করেই আসছি।

[প্রস্থান]

জাহ্নবী ॥ আমিও উঠি এখন। তোমরা বসে গল্প করো। আর আমার কথাটা ভুলো না।

[প্রস্থান]

রাজ ॥ কাকাবাবু ছেলেটিকে চিনলেন না। ওকে বাগে আনা শিবের অসাধ্য।

বঙ্কু ॥ মনে আছে ভূদেবের বিয়েতে কনে দেখে ওর কি হাসি ?

গৌর ॥ ঐ যে বাবু আসছেন। আসবার আগেই সুগন্ধে ঘর ভরে গেল। বাবু বটে !

[মধুসূদনের প্রবেশ]

মধু ॥ How now, my hearties! What cheer? [প্রত্যেককে আলিঙ্গন করিয়া] How glad I am to see you!

রাজ ॥ দাঁড়াও, স্থির হও,—একটু নয়ন ভরিয়া দেখি। হুঁ, তমলুক জায়গাটা মন্দ নয় দেখছি। বাছা আমাদের বেশ একটু—What say you, Buncoo?

বঙ্কু ॥ ষাট্, ষাট্—এমন আর কি, তবে হ্যাঁ রংটা একটু—

মধু ॥ [হাসিয়া] No, no—nothing wrong with my রং—[নাটকীয় ঢঙে]—

Mislike me not for my complexion—
The shadow'd liv'ry of the burnished sun.

গৌর ॥ না হে না, তোমরা মধুর রং নিয়ে ঠাট্টা করো না। যাই বল না কেন we see Othello's visage in his mind.

বঙ্কু ॥ তুমি কি দেখ না-দেখ তাতে ভারি বয়েই গেল। আমার ভাবনা কবে ঐ কালোবরণ না জানি কোন্ ডেসডিমোনাকে মুগ্ধ করবে।

মধু ॥ তার জন্যে ভেব না, বঙ্কু। আমার কুষ্ঠিতে ধনস্থানে শনির দৃষ্টি থাকলেও, স্ত্রীভাগ্য সুপ্রসন্ন। অতএব let us drink to my good luck. [আলমারী হইতে মদের বোতল ও গ্লাস বাহির করিয়া সকলকে মদ্য পরিবেষণ]: here's the toast—

Here's to the maiden of bashful fifteen,
Here's to the widow of fifty ;
Here's to the flaunting extravagant quean,
And here's to the housewife who is thrifty.

হাঃ হাঃ হাঃ—[হাস্য সহকারে সকলে পান করিল]

গৌর ॥ যা হোক, তোমার স্ত্রীভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন তখন

সকলে মিলে উদ্যোগী হয়ে তোমার অন্ততঃ একটা স্ত্রী আপাতত জোগাড় করে দিচ্ছি।

মধু॥ আমার ভাগ্যে স্ত্রী, আর তোমরা করবে তার উদ্যোগ? এতো দয়া নয়, একেবারে দাক্ষিণ্য।

রাজ॥ Joking apart, মধু, তুমি বিয়ে কর। তোমার মায়েরও যখন এত বেশী ইচ্ছা, তুমি আপত্তি করো না।

মধু॥ ও-হো,—এরই মধ্যে আমার মায়ের সঙ্গে সলাপরামর্শ হয়ে গেছে দেখছি। What a wonderful lady my mother is! কিন্তু তিনি কি করে মনে করলেন যে তাঁর আদেশে যেটা সম্ভব হলো না, সেটা তোমাদের উপদেশে হবে?

বঙ্কু॥ ওসব তত্ত্বকথা থাক। কেন বিয়ে করবে না শুনি। কারণটা কি?

মধু॥ What! give you my reasons on compulsion? If reasons were as plentiful as blackberries I will give no man a reason on compulsion.

গৌর॥ তোমার আপত্তির কারণ কি অন্ততঃ তোমার মাকে সেটা পরিষ্কার করে বলা উচিত।

মধু॥ ঐখানেই তো মুস্কিল। সে তাঁকে বলা যায় না। তোমাদেরও বলা যায় না, কারণ তোমরা তখনই মায়ের কানে কথাটা তুলবে।

রাজ॥ না, না, on our word of honour, কাকেও বলবোনা,—কাকীমাকেও নয়।

মধু॥ তবে শোন, চুপি চুপি বলি, আমি বিলেত যেতে চাই; আমাকে যেতে হবেই—

I sigh for Albion's distant shore ;
Its valleys green, its mountains high ;
Though friends, relations I have none
In that far clime, yet, oh ! I sigh
To cross the high Atlantic wave
For glory or a nameless grave.

রাজ॥ কিন্তু বিয়ে করেও বিলেত যাওয়া যায়। রামমোহন, দ্বারিক ঠাকুর যে পথ খুলে দিয়েছেন তা তোমার জন্যে বন্ধ হবেনা।

মধু॥ বন্ধ না হতেও পারে, কিন্তু হতেও তো পারে। মাকে অসুখী করতে মন চায় না; তার ওপর বৌ শ্বশুর শাশুড়ী এলে—তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।

বঙ্কু॥ বাঃ, কি মহৎ অন্তঃকরণ! মা বাবাকে ছেড়ে একদিন বিলেত যেতেই হবে; কিন্তু একটা বৌ হলেই সব আশা শেষ হয়ে যাবে। হে পত্নীসর্বস্ব আগামীকালের অগ্রদূত! তোমাকে নমস্কার করি। [সকলের হাস্য।]

মধু॥ তা স্বীকার করছি, বৌ নেই বলেই হয়তো তার সম্বন্ধে এই দুর্বলতাটুকু আছে।

গৌর ॥ তুমি তোমার মাকে ছেড়ে বিলেত যাবে, এ কেউ বিশ্বাস করবেনা, যে তোমাকে জানে।

মধু ॥ My father, moth‹ r, sister all,
Do love me and I :ove them too ;
Yet oft the tear drops rush and fall,
From my sad eyes like winter dew.
But, Oh ! I sigh for Albion's strand
As if she were my native land.

যীশুখৃষ্টের ভাষায় আমার কাব্যলক্ষ্মী যেন আমাকে কানে কানে বলছেন—"He that loveth father and mother more than Me is not worthy of Me."

গৌর ॥ ও সব বড় বড় কথা বুঝি না। তোমার মায়ের ইচ্ছা, সুতরাং তোমার আপত্তি অনুচিত—এই সাদা কথাটাকে কাব্য দিয়ে চাপা দিতে চেষ্টা না করাই ভাল।

বঙ্কু ॥ "Bashful maiden of fifteen" তোমার জন্যে নয় ;—একটা "widow of fifty" না হলে তোমাকে সায়েস্তা করতে পারবে না।

মধু ॥ No, no, neither fifteen nor fifty for me. [পুনরায় সকলকে পানপাত্র দিয়া]—

Here's to the charmer, whose dimple we prize,
Here's to the maid who has none, sir ;

Here's to the girl with a pair of blue eyes,
Here s to the maid but with one, sir.

[সকলে পান করিলেন।]

গৌর ॥ নাঃ, গোল্লায় গেছ। কোন্ দিন কোন্ ফিরিঙ্গিণীর পাল্লায় পড়ে বাংলাদেশের নাম ডোবাবে। এখন পরিহাস করছ, কিন্তু—

মধু ॥ [হঠাৎ গম্ভীর হইয়া] তোমরা শুধু আমার বাইরেটাই দেখছ। তোমরা জাননা, মানুষকে অনেক সময় হাসতে হয় কান্না চাপবার জন্যে। তোমরা আমায় যে পথ দেখাচ্ছ, জানি সে পথ অনুসরণ করলে অনিশ্চিতের হাত থেকে রক্ষা পাব। গতানুগতিকের বাঁধা পথ দিয়ে অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট পরিণতির দিকে অগ্রসর হব। সেখানে শান্তি, তৃপ্তি আছে, মা-বাবার আশীর্বাদ, বন্ধুদের অভিনন্দন সবই আছে। এ কথা ঠিক। কিন্তু এই সহজের প্রলোভনে যদি আমি জীবনের বহুদিনের সংকল্প থেকে ভ্রষ্ট হই, সেটা হবে নিজের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা। না-না! [উঠিয়া পায়চারি করিতে করিতে] ও পথ আমার নয়। আমাকে অসাধ্য সাধন করতে হবে। বারবার হয়ত আমার চেষ্টা ব্যর্থ হবে, আমার সাধনা বিফল হবে। কিন্তু তবু আমি পরাজয় স্বীকার করব না। আর জেনে রেখো, একদিন না একদিন আমি সিদ্ধিলাভ করবই।

রাজ॥ মধু, ব্যক্তিত্বের চরম সার্থকতা স্বদেশের ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই সম্ভব হয়।

বঙ্কু॥ আসলে Byronism তোমাকে পেয়ে বসেছে। আত্মনিগ্রহে হয়ত উন্মাদনা আছে, কিন্তু আনন্দ পাবে সামাজিক আবেষ্টনকে স্বীকার করে।

মধু॥ দেখ বঙ্কু, তোমরা আমার কথাটা বুঝবে না। বিশ্বাস কর, আমি নিজের মধ্যে এমন একটা কিছু অনুভব করছি, জীবনে এমন একটা সত্যের পরিচয় পেয়েছি, যাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। স্বাভাবিক নিয়মে ব্যক্তির এই উপলব্ধির সঙ্গে সমাজের কোন বিরোধ হওয়া উচিত নয়। যেখানে আমরা সৃষ্টি করতে পারি সেখানেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। আমাদের সমাজ কিন্তু প্রতিপদে ব্যক্তির এই সৃজনশীল মনকে বাধা দিচ্ছে। তার দাবী—আমরা গতানুগতিকতার কাছে আত্মসমর্পণ করি, পরিবর্তনের কথা যেন চিন্তা না করি।

রাজ॥ আর একদিক দেখছ না কেন? যদি সাময়িকভাবে সমাজকে স্বীকার করো, সংঘর্ষে যদি শক্তির অপচয় না করো, তা হলে তোমার সাধনা বিলম্বিত হতে পারে কিন্তু আখেরে তুমি পরাজিত হবে না।

মধু॥ কোন কিছুই পরাজেয় নয়, রাজ, যদি মন থাকে অপরাজিত। আমি চাই পূর্ণ স্বাধীনতা; বিবাহ করলে তা ক্ষুণ্ণ হবে।

গৌর ॥ ও সব তত্ত্বকথা নিয়ে তুমি থাকতে পার ; আমি বুঝি তোমার মায়ের কষ্ট। এমন মাকে তুমি কাঁদাবে, মধু ?

মধু ॥ যদি তোমরা জানতে ! যদি সব বুঝতে !

[ভৃত্যের প্রবেশ]

ভৃত্য ॥ আপনাদের মা ঠাকরুণ ডাকছেন।

[প্রস্থান]

মধু ॥ তা হলে গাত্রোত্থান করো।

গৌর ॥ কিন্তু কি বলব তোমার মাকে ?

মধু ॥ সদা সত্যকথা বলিবে। মিথ্যা বলা মহাপাপ।

রাজ ॥ তোমার কি এতটুকু দুঃখ হচ্ছে না ?

মধু ॥ দুঃখ ! যদি আমার অন্তরকে দেখাতে পারতাম। [নাটকীয় ভঙ্গীতে]

Oh thus abandoned to despair
I've naught but grief for me ;
My life a wilderness appear.
O'ergrown with misery.

But my mother waits, সুতরাং—let us eat, drink and be merry : tra la-la-la-la.

[বন্ধুদের লইয়া নাচিতে নাচিতে প্রস্থান]

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান : রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। অন্দরমহলের একটি কক্ষে জাহ্নবী দেবী কয়েকজন মহিলার সহিত আলাপ করিতেছেন। একটি বয়স্কা মহিলা প্রবেশ করিয়া রসভঙ্গ করিলেন।]

বৃদ্ধা॥ হ্যাঁ লো জানি, এসব কি কথা শুনি লো ?

জাহ্নবী॥ কি পিসিমা ?

বৃদ্ধা॥ ঐ ও পাড়ার রমা ঠাকরুণ বলছিল, তোর ছেলে নাকি তার ছেলের বন্ধুর কাছে বলেছে যে বাপ-মায়ের কথায় বিয়ে সে কিছুতেই করবে না। মাগো মা, কি ছেলেই পেটে ধরেছিলি, মা।

প্রথমা॥ তোমার এক কথা, পিসিমা। কে কাকে কি বলেছে তাই শুনে তুমি পাড়া বেয়ে এসেছ দিদির হাড় জ্বালাতে ? মধুর মতন কটা ছেলে পাড়ায় আছে দেখাওনা।

বৃদ্ধা॥ কি বললি লা ? আমি এসেছি হাড় জ্বালাতে ? ওঃ ! কি আমার মন-ভোলানি মেয়ে গো ! তুই একরত্তি মেয়ে, তুই বড়দের কথায় আসিস কেন লা ?

জাহ্নবী॥ [হাসিয়া] যেতে দাও পিসিমা, ছেলেমানুষের কথা কি গায়ে মাখে ? তা ছেলের কথাই যদি তুললে, তাও বলি ও রকম ছেলে যেন আমার জন্মে জন্মে হয়, পিসিমা।

যে কথা বলছ, সে এ পাড়ার ও পাড়ার লোকে বলবে কি, ও নিজেই আমাকে উঠতে বসতে শোনায়—আমাদের কথায় ও বিয়ে করবে না। নাই যদি করে তাতেই বা কি ?

দ্বিতীয়া ॥ তাই নাকি, দিদি ? এতটা এগিয়ে শেষে সব ভেস্তে যাবে নাকি ?

জাহ্নবী ॥ যদি যায় কি আর করবো, বাছা ? সকলের বরাতে কি সব সুখ হয় ? মা জগদম্বা যতটুকু দিয়েছেন তাই আমার থাক ! তোরা সব আশীর্বাদ কর, আমার সাজানো ঘর যেন এমনই থাকে—আমি আর কিছু চাই না, কিছু চাই না।

প্রথমা ॥ থাকবে দিদি, সবই থাকবে। তুমি সকলের ভালো দেখেছ, সকলের এত করেছ,—ভগবান তোমার সব সাধ আহ্লাদ পুরিয়ে দেবেন।

জাহ্নবী ॥ তোদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক ভাই ; তোরা শুধু এইটুকু বলিস আমি যা পেয়েছি, যা পাবো সবই যেন হাসিমুখে মাথা পেতে নিতে পারি। এই আমার যথেষ্ট।

বৃদ্ধা ॥ তোমাদের বরাত, মা, তোমরাই সৃষ্টি করেছ, এখন ঠাকুর-দেবতার দোহাই দিলে কি হবে। ছেলে নেখাপড়া শিখে নাম কিনেছে, তবে আর কি ? অমন নেখাপড়ার মুখে ঝ্যাঁটা। সে দিন পাশ দিয়ে গেল—মা গো, মদের গন্ধ ভর ভর করছে। একটু লজ্জা সরম নেই।

জাহ্নবী ॥ সেটা পিসিমা আমার দোষ নয়, সেটা তোমাদের বংশের দোষ। বংশের ধারা যাবে কোথায়? আমাকে দুষছ কেন?

বৃদ্ধা ॥ কি বললি লা? ঠ্যাকারে মাটিতে পা পড়ছে না—তাই আমার মুখের ওপর আমাকে বংশ তুলে গাল পাড়লি? বলি পায়ের উপর পা দিয়ে রাজরাণীর হালে বসে আছিস, সে কোন বংশের দৌলতে লা?

জাহ্নবী ॥ কেন পিসিমা, ওসব কথা তুলছ? আমি কি তাই বলেছি? আমি শুধু বলেছি মদ খাওয়া এ বংশের রেওয়াজ, আমার বাপের বাড়ীর নয়।

বৃদ্ধা ॥ বলি অত দেমাক সইবে না লো। যে ছেলেকে নিয়ে তোর এত গুমোর, সে-ই তোকে কাঁদাবে একদিন, এ আমি বল্লুম, বল্লুম, বল্লুম! সাগরদাঁড়ীর দত্তেরা মাতাল, আর ওঁর কাঠপাড়ার ঘোষেরা একেবারে ধোয়া তুলসী!

[প্রস্থান]

জাহ্নবী ॥ [কাঁদিয়া] শুনলে তো বাছা? কেন মরতে কথা কইতে গেলাম? এতবড় অভিশাপ দিতে একটুও মুখে বাধলো না?

দ্বিতীয়া ॥ হ্যাঁ, তুমিও যেমন। ও মাগীর আবার অভিশাপ! কারো ভালো দেখলে হিংসেয় ফেটে পড়ে।

প্রথমা ॥ তোমার এ ছেলেকে দিয়ে তোমার অমঙ্গল কখনও হবেনা, এ কথা তোমায় বলে দিলুম, জানিদি।

জাহ্নবী॥ বড় জেদী ছেলে, ভাই, যেমন বাপ তেমনি ছেলে।

নেপথ্যে॥ কোথায় গো, ছোট বৌ ?

প্রথমা, দ্বিতীয়া॥ ঐ বট্‌ঠাকুর এসেছেন—পালাই দিদি।

[একগলা ঘোমটা টানিয়া হস্তদস্ত হইয়া প্রস্থান]

[রাজনারায়ণের প্রবেশ]

রাজনারায়ণ॥ [সহাস্যে] এইবার পাড়া পড়শীদের ডেকে ভালো করে আসর জমাও। কথাবার্তা পাকা ক'রে ফেললাম। [আরাম কেদারায় উপবেশন।]

জাহ্নবী॥ কাজ নেই এখন ওসব কথায়। [বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে] এই আমরা বেশ আছি, বেশ আছি।

রাজনারায়ণ॥ কি হলো আবার ? তোমার মনের সঙ্গে তাল রেখে চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো দেখছি। বুড়ো বয়সে আর হয়রাণ করোনা, গিন্নী। আবার কেউ কিছু বলেছে বুঝি ?

জাহ্নবী॥ না, না, কে আর কি বলবে ? ছেলেকে তো রাজী করাতে পারলাম না। জেদাজেদিতে কি দরকার ? বেশ ত দিন চলে যাচ্ছে।......তুমি ওঁদের বলে পাঠাও এখন বিয়ে হবে না।

রাজনারায়ণ॥ ছেলের অনিচ্ছাতে যদি বিয়ে ভেঙে দিতে হয় তা হলে একালে আর কারো বিয়ে-থা হবে না। এখন ওসব ছেড়ে কাজে মন দাও।

জাহ্নবী॥ না, না, আমার এই একটা কথা তোমায় শুনতে

হবে। আমি কখনও কোন কথায় জেদ করিনি, এই একটিবার আমার কথা শোন। এ বিয়ে ভেঙে দাও।

রাজনারায়ণ॥ যত সব মেয়েলী কাণ্ড। সকালে এক কথা সন্ধ্যায় এক কথা—ওসব তোমাদের সাজে। পুরুষ মানুষের হক্ কথা জেনে রেখো। একবার যখন কথা দিয়েছি, তোমার অনুরোধেও কথার খেলাপ করতে পারবো না। সমাজে আমার একটা মান ইজ্জৎ আছে।

জাহ্নবী॥ [হতাশার স্বরে] তা হলে কি হবে ?

রাজনারায়ণ॥ [হাসিয়া] হবে আর কি ? ধুমধাম হবে, রসুন চৌকি, খাওয়া-দাওয়া, নাচ-গান কিছুই বাদ যাবে না।

জাহ্নবী॥ কি জানি কি হবে। কেবলই মনে হচ্ছে···তুমি কথা দেবার আগে আর একবার আমায় জিজ্ঞাসা করলে না কেন ?

রাজনারায়ণ॥ [ঈষৎ বিরক্ত] কারণ আমার অত ফুরসৎ নেই। রোজ একবার করে তোমার মন যাচাই করা এ বয়সে আমার দ্বারা সম্ভব নয়।

জাহ্নবী॥ এত বড় অভিশাপটা দিয়ে গেল ! মঙ্গল কাজের মুখে এত বড় অমঙ্গলের কথা—

রাজনারায়ণ॥ কে বলেছে ? কি বলেছে ?

জাহ্নবী॥ সে কথা মুখে আনা যায় না। ভগবানের কাছে এত মাথা খুঁড়ছি, এতো পূজো দিচ্ছি, একবার কি মুখ তুলে তিনি চাইবেন না ?

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] সব ঠিক হয়ে যাবে গো,—মানুষের কথায় অত উতলা হতে নেই। পাগলে কি না বলে ?

জাহ্নবী ॥ জগদম্বার মনে কি আছে কি জানি! বুকের ওপর যেন একটা পাথর চেপে আছে—যেন নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে—

[মধুসূদনের প্রবেশ]

মধু ॥ ও কি মা ? ও রকম করে বসে আছ কেন ? অসুখ করেছে নাকি ?

রাজনারায়ণ ॥ অসুখ করতে যাবে কেন ? ছেলের যেমন চালচলন তেমনি কথাবার্তা।

জাহ্নবী ॥ [হাসিতে চেষ্টা করিয়া] না বাবা, আমি বেশ আছি। আমার ভালোমন্দ সবই তো তোর ওপর নির্ভর করে।

মধু ॥ মুখ দেখে তো মনে হয় না খুব ভালো আছ। যাহোক্ ভালো থাকলেই ভালো। কারণ আমি একবার দেশে যাব। কলেজ নেই, কাজকর্মেও মন বসছে না, একবার ঘুরে আসি।

জাহ্নবী ॥ বেশতো, তোর সঙ্গে আমিও যাব। আর কটা দিন সবুর কর—পৌষ মাসটা কাটিয়ে ভালো দিনক্ষণ দেখে সকলেই যাবো।

মধু ॥ ঐ তো বিপদ! এক পা কোথাও নড়তে চেয়েছি কি অমনি পাঁজিপুঁথি, দিনক্ষণ—যত সব কুসংস্কার। ও সব আমি মানিও না আর অত সময়ও নেই। কি

জানি কেন, আজ কদিন থেকে দেশের জন্যে মন কেমন করছে ; কেবলই ঘুরে ফিরে মনে পড়ছে, সেই কল্লোলিনী কপোতাক্ষ নদী, সেই ছায়াস্নিগ্ধ বটগাছ, সেই শিবমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ—[উদ্‌ভ্রান্ত] তারা স ব যেন আমাকে ডাকছে—মা যেমন করে তার দূরে চলে যাওয়া ছেলেকে ডাকে—

জাহ্নবী ॥ ও সব কি বলছিস্ তুই ?

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] কবি যে গো,—ওদের মন হাওয়ায় ওড়ে।···তা দেশে যাবি ভালো কথা। রঘু সঙ্গে যাক্। আমি আজই সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

মধু ॥ না, আমি একাই যাব।

রাজনারায়ণ ॥ শুনলে ছেলের কথা ? ওর ইচ্ছাতেই সব হবে।···বেশ, তোর যেমন ইচ্ছা তেমনিই হবে। এ একরকম ভালোই হলো। তোর হাতে তোর জ্যাঠা মশাইদের চিঠি দেব। নায়েবমশাইকেও বলতে হবে, বরকন্দাজদের সব নতুন পোষাক করে দিতে হবে। আরও অনেক কাজ···।

জাহ্নবী ॥ কিন্তু পৌষমাস শেষ হবার আগেই ফিরে আসা চাই, মধু। সংক্রান্তির আগে বাড়ী ফিরতে হবে।

মধু ॥ [সন্দিগ্ধ] কি যেন একটা অভিসন্ধির আভাস পাচ্ছি।

রাজনারায়ণ ॥ [হাসিয়া] অভিসন্ধি আবার কি ? হিঁদুর ঘরের বিয়ে—হাঙ্গামা কি কম ? যখন হবে তখন দেখবি।

মধু ॥ বিয়ে ? কার বিয়ে ?

রাজনারায়ণ॥ শোন কথা!—তোর বিয়ের সব ঠিক করে ফেলেছি, মধু। রূপে গুণে এ রকম মেয়ে বাঙালীর ঘরে হয় না। একটি লক্ষ্মীপ্রতিমা বৌ না হলে তোর এই লক্ষ্মীছাড়ার দশা ঘুচবে না। মাঘমাসের প্রথম দিকেই—

মধু॥ তা হলে দেখছি আমার অনুরোধ অনুনয় কিছুই তোমরা গ্রাহ্য করবে না।

জাহ্নবী॥ মধু, লক্ষ্মী বাপ আমার, তুই আর আপত্তি করিসনি। আমাকে এই কটা দিন সুখে শান্তিতে ছেলে বৌ নিয়ে সংসার করতে দে।

মধু॥ তোমাদের সুখ-শান্তিই বড় হলো? আমার কথা একবারও চিন্তা করলে না?

রাজনারায়ণ॥ দেখ মধু, সব কাজেরই একটা সময় আছে। তোমার বিয়ের বয়েস হয়েছে। তোমার ভালোমন্দ কি তুমি আমাদের চেয়ে বেশী বোঝ? তোমাকে এতদিন এত যত্নে মানুষ করে আজ তোমার সুখের কথা কি আমরা ভুলতে পারি? ছেলের বিষয়ে বাপ-মা অন্তর্যামী—তুমি যা জানো না, বোঝ না, আমরা তা বুঝতে পারি।

মধু॥ এ নিয়ে তোমাদের সঙ্গে বাদানুবাদ আর করবোনা। তবে আমি তোমাদের শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম, এ বিয়ে আমি করবোনা।

রাজনারায়ণ॥ [ক্রোধভরে দাঁড়াইয়া] কী? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! মনে করেছ সব সময়ে তোমার জিদই

বজায় থাকবে ? তোমার স্পর্ধা দিন দিন অসহ্য হয়ে উঠছে। আমিও তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিলাম, এই বিবাহ তোমায় করতে হবে—হবে—হবে।

[সক্রোধে প্রস্থান]

জাহ্নবী॥ মধু, মধু, তুই আমার একটা কথা শোন্। শুধু আমার মুখ চেয়ে তুই রাজী হ।

মধু॥ [অধীরভাবে পায়চারী করিতে করিতে] না, না, না ; এই একটা বিষয়ে তোমার কোন অনুরোধ শুনবো না, শুনতে পারবো না। বাবার এ জুলুম আমি সহ্য করবো না।

জাহ্নবী॥ ওঁর কোন দোষ নেই। আমিই ওঁকে বলেছিলাম। এ যে আমার অনেক দিনের সাধ, অনেক দিনের স্বপ্ন। আজ তুই বড় হয়েছিস্, তোর বিদ্যে হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, কিন্তু যেদিন এক রাশ ফুলের মত তুই আমার কোলে এসেছিলি, সেদিন কে তোকে জানতো ? নিজের প্রাণ দিয়ে তোকে মানুষ করেছি। তোকে পেয়ে আমি আমার সব কিছু পেয়েছি। আজ তুই সব কেড়ে নিবি ? ওরে তুই এত নিষ্ঠুর হবি ? এ যে ভাবতেও বুক ফেটে যায়।

মধু॥ মা, তুমি জানো আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে সেইটাই আমার একমাত্র দুর্বলতা। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমার সঙ্গে এই শত্রুতা করলে। তোমারই ওপর আমার সম্পূর্ণ ভরসা ছিল। এখন দেখতে পাচ্ছি কত মিথ্যার ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম।

কিন্তু এ জুলুম আমি স্বীকার করবো না। আমি তোমাদের পিতৃমাতৃভক্ত রামচন্দ্র নয়। জেনে রেখো, আর বাবাকেও জানিও—আমি সমস্ত অবস্থার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত। আমি এ বিয়ে করবো না।

[প্রস্থান]

জাহ্নবী ॥ মধু! [মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[স্থান : রাজনারায়ণ দত্তের বাড়ী। মধুর পড়িবার ঘর। চারিদিকে বই-এর আলমারি। টেবিলের উপর বই ছড়ানো। মধু পায়চারি করিতেছেন ও মাঝে মাঝে কি যেন আবৃত্তি করিতেছেন।]

[গৌরের প্রবেশ]

গৌর ॥ আশ্চর্য! কি আবৃত্তি করছ? মা বাপকে কাঁদিয়ে এখনও কাব্য আওড়াতে ভালো লাগে?

মধু ॥ [তাঁহার সামনে দাঁড়াইয়া] পৃথিবীতে আমার এ ছাড়া আর কি আছে, গৌর? আজ এই তো আমার জীবনের সম্বল, আমার একমাত্র আশ্রয়—

And thou sweet poetry, thou loveliest maid,
Still first to fly where sensual joys invade,
Dear charming Nymph, neglected and decried,
My shame in crowd, my solitary pride,

Thou source of all my bliss and all my woe,
Thou foundst me poor at first and keepst
me so.

গৌর ॥ তোমার মুখে যাদু আছে মধু। এসেছিলাম তোমার মায়ের কাছ থেকে তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে, কিন্তু—

মধু ॥ কিন্তু আমি গোল্ডস্মিথের কথা ভাবছিলাম না, গৌর; আবৃত্তি করছিলাম মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্ট থেকে—

So spake the Seraph Abdiel, faithful found
Among the faithless, faithful only he;
Among innumerable false, unmoved,
Unshaken, unseduced, unterrified,
His loyalty he kept, his love, his zeal;
Nor number, nor example with him wrought
To swerve from truth or change his constant
mind
Though single.

অদ্ভুত, অদ্ভুত! প্রতিটি বাক্যে ধ্বনিত হচ্ছে বৃদ্ধ কবির অটল আত্মবিশ্বাস। একবার ভেবে দেখ, গৌর, সেদিনের কথা।—কবির জীবনসায়াহ্ন আগতপ্রায়; তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভার অস্তোন্মুখী সূর্য ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশে বাতাসে এক অনির্বচনীয় দীপ্তি। কিন্তু তাঁর বাস্তব জীবনের দিকে চেয়ে দেখ—অন্ধ কবির সমস্ত আশা—

যার জন্য তিনি চক্ষুদান করতে পর্যন্ত পরাঙ্মুখ হননি,— আজ তাঁর সেই আশা নৈরাশ্যে অবলুপ্ত ; আজ তাঁর শত্রুরা বিজয়ী, বন্ধুরা বিচ্ছিন্ন, আত্মীয়েরা বিরূপ, কন্যাদের শৈশবের ভালবাসা যৌবনের আভাস স্পর্শে ম্লান, স্তিমিত। কিন্তু সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে কবিকে দেখছি—unshaken, unseduced, unterrified. তারপর কতদিন চলে গেছে, কিন্তু যুগ যুগ অতিক্রম করে দেশ দেশান্তরে আজও ধ্বনিত হচ্ছে কবির অপূর্ব ভাবছন্দ। আজও আমরা অনুভব করছি তাঁর ঐকান্তিক সংকল্প, অপরাজেয় নিষ্ঠা। একেই বলে মানুষ, গৌর, একেই বলে মানুষ।

গৌর॥ কিন্তু তুমি কি? মানুষ, না দেবতা, না পাষাণ? এইমাত্র আসছি তোমার মায়ের কাছ থেকে। কাল ছিলেন তিনি রাজরাণী, পুত্রগর্বে গরবিনী। আর আজ? কি দেখলাম মধু—তোমার মা—[ঝাঁকুনি দিয়া] শুনছ?— মাটির ওপর ধূলায় লুটিয়ে আছেন। এত ঐশ্বর্যের মাঝে আজ তিনি ভিখারিণী। কার কাছে তাঁর ভিক্ষা?—তাঁরই পুত্রের কাছে। কে করেছে তাঁর এই অবস্থা? তাঁরই প্রাণের চেয়ে প্রিয় পুত্র। আর এখানে এসে দেখছি তুমি— তুমি কি না মিল্‌টনের দুঃখ কল্পনা করে আত্মহারা হচ্ছ।

মধু॥ জানি, গৌর, জানি। আমিই করেছি তাঁর এই অবস্থা। আমিই হয়েছি তাঁর জীবনের নিষ্করুণ নিয়তি। যিনি ছিলেন আমার জীবনের সর্বমঙ্গলদায়িনী—তাঁকে আমি—

[বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে] আমিই তাঁকে বলি দিয়েছি আমার অদৃষ্টের যূপকাষ্ঠে। আমার জন্মক্ষণ থেকে মিশিয়ে ছিল এই নির্মম নিয়তি আমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে। আমার প্রতিটি নিঃশ্বাসে লুকিয়েছিল কালনাগিনীর বিষ, আজ যাতে জর্জরিত আমারই জননী। গৌর, আমি জানি, আমি জানি। কিন্তু কি করব আমি? বিশ্বাস করো গৌর, আজ যে আগুন দহন করছে আমার মাকে, সেই আগুনে আমি—তাঁর অযোগ্য পুত্র—আমি নিজেই আজ সেই আগুনে দগ্ধ হচ্ছি।

গৌর॥ মধু, মধু, তুমি এ কি করছ? কেন তুমি এই করুণ পরিণতির হাতে এ ভাবে আত্মসমর্পণ করছ? তোমার মাত্র একটা কথায় তো তোমাদের সব দুঃখের অবসান হতে পারে।

মধু॥ কি করে বোঝাবো তোমাকে, গৌর, যা আমার নিজের কাছেই দুর্বোধ্য। কিন্তু আমি জানি, যে মুহূর্তে আমি আমার একটা কথায় অবসান করাবো এই দুঃখের আঁধারকে, সেই মুহূর্তে হবে আমার নিজেরই অবসান। যে আমাকে নিয়ে আমার এই স্পর্ধা, এই বিদ্রোহ,—লুপ্ত হবে সেই আমি সামান্যতার মধ্যে। তখন আমার প্রতিটি দিন ব্যঙ্গ করবে আমার ব্যর্থ সংকল্পের শূন্যগর্ভ আস্ফালনকে। কি অধিকার আছে আমার ক্ষুদ্র সুখের প্রলোভনে বহুদিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শকে বিসর্জন দেবার?

গৌর ॥ কিন্তু তোমার জীবনের ছোট ছোট দাবীর সঙ্গে তোমার প্রতিভার সামঞ্জস্য করতে হবে, মধু।

মধু ॥ সামঞ্জস্য! অর্থাৎ আদর্শের একনিষ্ঠতাকে বিসর্জন? তোমরা শুধু একটা দিক দেখছ, কি ভাবে আমার মাতাপিতার জীবনের ক্ষুদ্র আশাকে আমি বিনষ্ট করছি; দেখছ না তাঁরা কি ভাবে আমার জীবনের আদর্শকে তাঁদের সামান্য দাবীর কাছে অবনমিত করতে প্রস্তুত। কিন্তু তা হবার নয়। সে কখনও হতে দেব না। আমি যা করছি অন্ততঃ আত্মসুখের প্রলোভনে করছি না, এইটুকু সুবিচার তুমি আমার প্রতি করো।

গৌর ॥ মধু, তুমি একথা নিশ্চয় জেনো, সারা জগৎ যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তবু আমি তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হারাবোনা। তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। কিন্তু তোমার মায়ের দুঃখে আমি যেমন দুঃখিত, তোমার ভবিষ্যৎ তেমনি আমাকে শঙ্কিত করছে। এমন তুমি কি করবে?

মধু ॥ এখনও ঠিক বলতে পারিনা। তবে এটা জেনো, আমি এমন কিছু করব যার জন্যে বাবাকে সারা জীবন অনুশোচনা করতে হবে।

গৌর ॥ মধু, তুমি আত্মহত্যা করবে নাকি?

মধু ॥ কি বললে? আত্মহত্যা? মানে suicide? [হাসিয়া উঠিলেন] হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। গৌর, এত দুঃখের

মধ্যেও তুমি আমাকে হাসালে। একটা কথা চিরদিন মনে রেখো, গৌর, মধুসূদন দত্ত জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সে কখনও পলায়ন করবে না। কাপুরুষের ধর্ম আমার নয়।···আচ্ছা, গৌর, এখন আমাকে একটা কাজে যেতে হবে, যা তোমার খাতিরেও বন্ধ রাখতে পারবো না। যাবার আগে একটা অনুরোধ করছি : ভবিষ্যতে আমার যা-ই হোক্ না কেন, যেখানে যে অবস্থায় থাকি না কেন, be like a son to my mother; comfort her when she needs to be comforted.

গৌর॥ মধু, তুমি কোথায় যাবে ?

মধু॥ I have a missicn which I must do all alone.

গৌর॥ না, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তোমাকে একলা যেতে দেবনা।

মধু॥ What! না না, সে হতে পারে না। আমাকে একলাই যেতে হবে। [দৌড়াইয়া প্রস্থান। গৌর অনুসরণ করিল কিন্তু দরজায় প্রবেশোন্মুখ রাজনারায়ণের কাছে বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিল]

[রাজনারায়ণের প্রবেশ]

রাজনারায়ণ॥ দরজা দিয়ে মধু পালালো, না ?

গৌর॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। কোথায় যাচ্ছে—আমি সঙ্গে যাব বলতে ঐ রকম করে পালালো।

রাজনারায়ণ ॥ [চেয়ারে বসিয়া] দেখ দেখি, গৌর,—একেই বলে গ্রহ ! কোথায় ওর বিয়েতে জাঁকজমক ধুমধাম হবে, না এক বিষম জেদাজেদির ব্যাপার দাঁড়িয়ে গেল। কারও কথা শুনবেনা—একি সৃষ্টিছাড়া আবদার !

গৌর ॥ আজ্ঞে বিয়েটা কি বন্ধ করা যায় না ?

রাজনারায়ণ ॥ আহা, ও যদি বিয়ে না-ই করে, সে-ত বন্ধ হবেই। তোমাকে কিছু বললে নাকি ?

গৌর ॥ বললে অনেক কথা। তবে শেষে যা বললে আমার ভালো লাগলো না।

রাজনারায়ণ ॥ কি বললে ?

গৌর ॥ বললে, সে এমন কিছু করবে যার জন্যে আপনাকে অনুশোচনা করতে হবে।

রাজনারায়ণ ॥ বললে ? এই কথা সে নিজমুখে বললে ? হুঁ।···কোথায় গেল জান ?

গৌর ॥ জিজ্ঞাসা করেছিলাম ; বললে—I have a mission which cann't wait.

রাজনারায়ণ ॥ ওঃ, খুব বড়ো বড়ো কথা শিখেছে—mission ! এই বয়সে mission ! [হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া] কী সর্বনাশ। বুঝেছি, গৌর, বুঝেছি। [দাঁড়াইয়া] গৌর, তুমি যাও, তুমি যাও—আমার গাড়ি তৈরি ; গাড়োয়ানকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে বল। গৌর, আর দেরী করোনা।—রঘু, রঘু—

গৌর॥ আপনি অত উতলা হচ্ছেন কেন? আমাকে কোথায় যেতে বলছেন?

রাজনারায়ণ॥ ঐ-ঐ কেষ্ট প'দরীর কাছে। ওর mission ঐ শয়তান মিশনারীদের কা'ছ। তুমি এখনই যাও, তাকে ফিরিয়ে আনো। অন্ধ! অন্ধ! চোখ থাকতেও আমি অন্ধ।—বল, সে যা চাইছে তাই হবে।

[গৌরের দ্রুত প্রস্থান]

[জাহ্নবীর প্রবেশ]

জাহ্নবী॥ কি হয়েছে? তুমি ও রকম করছ কেন? তুমি যে কাঁপছো!

রাজনারায়ণ॥ [চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন] গিন্নী, এ আমি কি করলাম, কি করলাম। নিজের সংসার নিজের হাতে চুরমার করে ভেঙে ফেললাম। নিজেকে মারলাম, তোমাকে মারলাম।

[দুইহাতে চোখ ঢাকিলেন। কোন অজানা অমঙ্গলের আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া জাহ্নবী মেঝের উপর বসিয়া পড়িলেন।]

যবনিকা